১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স ও লাইভস্টক পোল্ট্রি মেলা-২০১২

স্মরণিকা

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি
Livestock Society

Estd. 2012

প্রাণিসম্পদের কল্যাণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রচারে

স্মরণিকা
প্রকাশকাল : ৩০ মার্চ ২০১৩
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি

সম্পাদনা পরিষদ
কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম মিয়া, আহ্বায়ক
ইনাম আহমেদ সরকার, সহ আহ্বায়ক
ডা. মো. আব্দুল করিম, সহ আহ্বায়ক
মো. আলমগীর হোসেন সরকার, সদস্য
ডা. মো. মফিজুর রহমান, সদস্য
এ্যাড. মীর শফিকুল ইসলাম মিলন, সদস্য
মোসা. সুফিয়া ইমাম, সদস্য
ডা. মো. রফিকুল হাসান, সদস্য
মো. ফাহিম ইবনে হোসেন, সদস্য

অক্ষরায়ন : জান্নাত মুন্নী
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সৈয়দ শফীক

প্রচ্ছদ কথা
ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের সাথে প্রাণিসম্পদের উৎপাদক, বিপণন, খামারী, স্বেচ্ছাসেবীদের সেতুবন্ধন যা একটি উৎসবে পরিণত হয়ে লাইভস্টক সোসাইটির মাধ্যমে ৪টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

মুদ্রণ :
স্বাগতম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
হকার্স মার্কেট, রাজশাহী।
ফোন : ০১৭১১-২০৮০১০

উৎসর্গ

পশু-পাখি পালন ও
পোল্ট্রির সাথে জড়িত
সকল পরলোকগত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান,
শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা,
ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন,
পশু-প্রাণি চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবীসহ
খামারীদের তরে, যাদের মেধা ও
পরিশ্রমের কারণে
আমাদের এই খাত
অন্যতম বৃহৎ শিল্পে
পরিণত হয়েছে।

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

রাজশাহীতে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ কনফারেন্স এর সাফল্য কামনা করি।

প্রাণিসম্পদ কৃষির একটি অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সাব সেক্টর। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্ব দরবারে একটি আলোচিত বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে শুধু খাদ্য সরবরাহ নয় বরং তার পুষ্টির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সে পুষ্টির মূল যোগানদাতা হলো প্রাণিসম্পদ। খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম যোগান দাতা সেক্টর প্রাণিসম্পদ। প্রাণিজ আমিষের মূল উপাদান হলো দুধ, ডিম এবং মাংস। তাছাড়াও এ সেক্টর এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জৈবসার প্রস্তুত, জ্বালানি সরবরাহ ও বিদ্যুত উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জিডিপিতেও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। রাজশাহীতে প্রাণিসম্পদের সর্ব স্তরের জনগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন সেক্টরে অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যারা এ বছর অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হচ্ছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

আমি লাইভস্টক সোসাইটির কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এম,পি)

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে একটি ছোট্ট কৃষি প্রধান দেশ। প্রাণিসম্পদ কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-সেক্টর। কিন্তু গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে এটি একটি অন্যতম এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। বিশ্বে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। নিরাপত্তা খাদ্যের জন্য প্রয়োজন পুষ্টির। সেই পুষ্টির মূল যোগানদাতা হলো প্রাণিসম্পদ। কারণ প্রাণিসম্পদ থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো প্রাণীজ আমিষ। আর প্রাণিজ আমিষের মূল উপাদান হলো দুধ, ডিম এবং মাংস। তাছাড়াও এ সেক্টর এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, জৈবসার, জ্বালানী, বিদ্যুত, কৃষি ও পরিবহন, অর্থের যোগান, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ জিডিপিতে অবদান রেখে আসছে। লাইভস্টক ও পোল্ট্রি সেক্টরের বর্তমান দুর্দিনে রাজশাহীতে প্রাণিসম্পদের সকল স্তরের ও পেশার লোকদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি উদ্যোগে ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয়: "বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" (Role of Livestock Entrepreneurs/ Institute for preventing the highly fatal disease's of poultry like bird flu in Bangladesh) যা সময় উপযোগী ও বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি জেনে আরো আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি খামারী এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন ও সচেতনা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদের সংগে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভাল ও অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদানে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের ১৬ কোটি লোকের যে পরিমাণ প্রাণিজ আমিষের খাদ্যে ঘাটতি আছে, তবে তা পূরণে সরকারী-বেসরকারী সেক্টরের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে, আশা করি আমরা রূপকল্প ২০২১ নাগাদ মেধাসম্পন্ন জাতি উপহার দিতে সক্ষম হব। বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি যুগ যুগ ধরে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(মো. আবদুল হাই এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জানতে পারলাম প্রাচীন নগরী রাজশাহীতে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আগামী ৩০ মার্চ, ২০১৩ সোসাইটির উদ্যোগে "Ist Livestock Award presentation and Annual Conference-2012" অনুষ্ঠিত হবে। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয়: বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Livestock Entrepreneurs / Institution for preventing the highly fatal diseases of poultry like bird flu in Bangladesh) প্রাণিসম্পদের গঠন ও প্রসারমূলক সংগঠন বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি তার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

লাইভস্টক সোসাইটি সরকারসহ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যে বাৎসরিক সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করেছে আমি সানন্দে তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি আশা করব দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রেখে প্রাণিসম্পদের বিকাশকে আরও সুন্দর এবং সমৃদ্ধশালী করবে।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২ আয়োজন করছে জেনে আমি গর্ববোধ করি। আমি সোসাইটির আয়োজনের সফলতা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে

(ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি)

মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

বাণী

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে 1st Livestock Award presentation and Annual Conference-2012 এর আয়োজন আমাদের জন্য সুখের সংবাদ। এ ইতিবাচক উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি ও কনফারেন্স সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মানবদেহের জন্য প্রোটিন বা আমিষ অত্যাবশ্যকীয়। যা আমরা প্রধানত বিভিন্ন প্রাণির মাংস থেকে গ্রহণ করি। পশু-পাখি আমিষের পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতিসহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। দেশের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ও জীবনমানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পশু পাখির প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণে অগ্রণী ভূমিকায় আছে আমাদের তরুণ সমাজ। তাঁদেরকে সহযোগিতা করে আসছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে একথা সত্য আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় পশু উৎপাদন যথেষ্ট নয়। ফলে পশু আমদানি করতে হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, তরুণদের অংশ গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি, উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। আশাকরি এ কনফারেন্স সেক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমি কনফারেন্সের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন)

সংসদ সদস্য
রাজশাহী-২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

উত্তরবঙ্গের পদ্মা অববাহিকার প্রাচীন নগরী রাজশাহীতে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যার প্রতিপাদ্য শিরোনাম "বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" শুনে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। খাদ্যে নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ ছাড়া মেধাসম্পন্ন জাতি তৈরী অসম্ভব। এই সেক্টরে মেধা ও মননের স্বীকৃতি প্রদান প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন সেক্টরে অনুকরণীয় কাজের জন্য যারা এবছর অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হচ্ছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। আমি মনে করি এই সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা রেখেছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানও তাদের মত সফল হওয়ার জন্য নিজস্ব সেক্টরে ভাল কাজের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

ফজলে হোসেন বাদশা

(ফজলে হোসেন বাদশা এম.পি)

Member
University grant Commission
Dhaka

Message

I am pleased to know that Bangladesh Livestock Society is going to hold its first Livestock Award Presentation and Annual Conference 2012. Livestock has been contributing significantly in national economy and that achieving country's nutrition security will require huge number of livestock scientists, speciallist as well as service provider and skilled farmers. An advantage of the prospective employers is that the veterinary graduates now coming out from 7 public universities are equally competent for both animal health and production as against employing two types of graduates for the same purpose. The interaction between the public and private sector is pivotal to promote livestock development. The knowledge and the technology available in the academic as well as livestock department need to be exploited at the farmers' level to boost the production of foods of animal origin. I believe the society in the coming days would come forward to organize programmes where the livestock personnel would be able to exchange views and ideas directly with the farmers.

Acknowledging somebody's contribution encourages others to come forward to put efforts necessary for development in the particular sector. The objective of the society therefore appears honest as regards livestock development.

I am delighted that Bangladesh Livestock Society is going to publish a souvenir in the occasion of this conference. I hope the society will go ahead to fulfill the aspiration of the common people.

I wish the conference a grand success.

Professor Dr. Md. Akhtar Hossain

মহা-পরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ঢাকা

বাণী

Bangladesh Livestock Society কর্তৃক আয়োজিত "1st Livestock Award Presentation and Annual Conference-2012" যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্পের ভূমিকা" শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশে পশু-পাখি পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মকর্মসংস্থান। দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা মেটানো ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনও বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাপনায় প্রাণিসম্পদকে মূল্যবান অর্থকরী সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ তাই একান্তভাবে কাম্য। Bangladesh Livestock Society-র এই বার্ষিক অনুষ্ঠান পশু-পাখি পালনে জনগণকে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমি মনে করি।
আমি জাতীয় এ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh Livestock Societ-র এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ডা. মোছাদ্দেক হোসেন

Senior Technical Coordinator
and ECTAD Country Team Leader
Emergency Centre for Transbouddary Animal Diseases
Food and Agriculture Organization of the United Nation
Bangladesh

Message

I am delighted to know that the 1st Livestock Award and Annual Conference-2012 organized by Bangladesh Livestock Society is scheduled to be held on 30th March, 2013 in Shilpakala Academy Audotorium, Rajshahi. It is my proud privilege to extend my heart-left and warm greeting to distinguished guests, scientists, stakeholders of livestock sector and those who got award for their ideal and memorable works.

I am also thrilled to know that the theme of the conference is 'Role of Livestock Entrepreneurs/ Institute for preventing the highly fatal diseases of poultry like bird flu in Bangladesh' which is indeed an appropriate issue in the present situation of major public health aspect of Bangladesh.

I believe that the topic chosen for the conference is vital in this contemporary situation on the global health issue. I hope that this conference would provide valuable, useful and informative ideas to the participants and the inhabitants of Bangladesh and help them acquiring an in-depth knowledge about the mitigation measures associated with Bird-flu.

I wish the 1st livestock award and annual conference a grand success.

Dr. Mat Yamage

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

বাণী

প্রাণিসম্পদ এ দেশের ১৬ কোটি লোকের প্রোটিনের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষাসহ কর্মসংস্থান তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি এ সেক্টরে ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে আগামী ৩০ মার্চ, ২০১৩ সোসাইটির "1st Livestock Award presentation and Annual Conference-2012" কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Livestock Entrepreneurs/ Institution for preventing the highly fatal diseases of poultry like bird flu in Bangladesh) প্রাণিসম্পদের গঠন ও প্রসারমূলক সংগঠন বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি তার অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের বিকাশ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ যেমন-পশুরোগ আইন-২০০৫, সঙ্গ নিরোধ আইন-২০০৫, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এতে করে শুধুমাত্র মারাত্মক রোগ দমনই হবে না, জনস্বাস্থ্যও সুরক্ষিত হবে।

ভেটেরিনারি পেশা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সম্মানের পেশা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এদেশেও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণসহ ভেটেরিনারিয়ানদের আইনগত অধিকার সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিপুল অর্জনসহ কর্মক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় দে'য়া সত্ত্বেও ভেটেরিনারিয়ানদের যথোপযুক্ত মূল্যায়নে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তবে পেশাজীবীরা যেভাবে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ও Code of Veterinary Ethics বজায় রেখে পেশার সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করছে এবং প্রয়োজনের সীমাকে ব্যাপক করে তুলছে তাতে ভেটেরিনারিয়ানরা অচিরেই সর্বস্তরের কাংখিত স্বীকৃতি পাবেন বলে আশা রাখছি।

প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন শাখায় অবদানের স্বীকৃতির জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। আমি মনে করি প্রাণিসম্পদের বিকাশ ও এর যথাযথ মূল্যায়নের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ আরও প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির কার্যক্রম বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। আমি সোসাইটির সকল নির্বাচিত সদস্যসহ সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে অভিনন্দন জানাই।

(ডা. মো. ইমরান হোসেন খান)

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশন
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত "১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যানুয়াল-২০১২" এই অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। পশুসম্পদ তাই কৃষি ও বাংলাদেশের অন্যতম অংশ। বর্তমানে এই দেশে পোল্ট্রি শিল্প দ্রুত বর্ধনশীল একটি সেক্টর। যা দিন-দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শিল্প এবং পশু সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সোসাইটি কর্তৃক এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান জনমনে বেশী সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি সোসাইটির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা ও এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।

(ড. মো. বেলাল হোসেন)

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এনিমেল হাজবেন্ড্রি এসোসিয়েশন
ঢাকা

শুভেচ্ছা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে আমাদের প্রাণিসম্পদ সেক্টর। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ২.৫৪ শতাংশ যা মোট কৃষি খাতের অবদানের ১৭.১৫ শতাংশে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জেলাটিন ইত্যাদি রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। বাৎসরিক তরল দুধের চাহিদা ১৩.৩২ মিলিয়ন মে. টন, মাংসের চাহিদা ৬.৩৯ মিলিয়ন মে. টন এবং ডিমের চাহিদা ১৫১৮৪ মিলিয়ন। পক্ষান্তরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে উৎপাদন যথাক্রমে ৩.৪৬ মিলিয়ন মে.টন, ২.৩৩ মিলিয়ন মে.টন ও ৭৩০৩ মিলিয়ন। অর্থাৎ চাহিদার বিপরীতে দেশে দুধ ও মাংসের ঘাটতি গড়ে প্রায় ৭৫% এবং ডিমের ঘাটতি ৫৫%।

প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি নিরসনে এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েটগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। বাণিজ্যিকভাবে সফল কাজী ফার্মস লিমিটেড, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড, সি.পি. বাংলাদেশ লিমিটেড, নারিশ পোল্ট্রি লিমিটেড ইত্যাদি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মাননা একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এই সেমিনারের ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে বিগত দিনগুলিতে দেশের অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে। আমি আশা করি এই সেমিনারে লব্ধ জ্ঞান প্রাণিসম্পদ নির্ভর এন্টারপ্রাইজগুলোর পরিশীলতা বৃদ্ধিতে উদ্দীপ্তকারকের ভূমিকায় পরিগণিত হবে। আমি দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

(আবু সাঈদ মোঃ কামাল বাচ্চু)

উপ-পরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
রাজশাহী

শুভেচ্ছা

শাহমখদুম (রহঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত এই রাজশাহীতে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অ্যাওয়ার্ড কনফারেন্স আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে দ্রুত এবং সহজে বর্ধনশীল শিল্প হচ্ছে পোল্ট্রিশিল্প। যা আজ সর্বজনবিদিত। গ্রামীন দুঃস্থ ও ভূমিহীন জনসাধারণ বেকার যুবক ও মহিলা অনেকেই পেশা হিসেবে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনকে সানন্দে গ্রহন করেছেন। ফলে গ্রামে-গঞ্জে, শহর-নগরে গড়ে উঠেছে পোল্ট্রি ও ডেইরী শিল্প। এতে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির সাথে-সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র সুগম হচ্ছে। এছাড়াও প্রাণিসম্পদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানারকম শিল্প, সৃষ্টি হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, দূর হয়েছে বেকারত্ব। এটি শুধু আয়ের উৎসই নয়, এদেশের মানুষের পুষ্টি- বিশেষ করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দিতে প্রাণিসম্পদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো সাড়া জাগাবে বলে মনে করি।

আমি এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করি।

(কৃষিবিদ মো. শাহ্ জামাল)

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ভেটেরিনারি
এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

শুভেচ্ছা

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির প্রথম কনফারেন্স আগামী ৩০ মার্চ, ২০১৩ ইং তারিখ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । কনফারেন্স এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগোপযোগী। এ কনফারেন্স এ বিজ্ঞানীবৃন্দ বার্ড ফ্লুর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে পারবে বলে আমি আশা রাখি । বার্ড ফ্লু ছাড়াও অন্যান্য reemerging, emerging, Cross boundary I Trans boundary রোগ বালাই যেমন, রাণীক্ষেত রোগ, গামবোরো, মারেক্স ডিজিজ, সালমোনেলোসিস, ফাউল কলেরা, এগড্রপ সিনড্রম, ইনফেকসিয়াস ল্যারিংগো ট্রাকিয়াইটিস, এভিয়ান লিওকোসিস নিয়েও গবেষণা ও আলোচনা করতে হবে। ব্যাকইয়ার্ড পোল্ট্রিসহ হাঁস মুরগীর প্রতিষ্ঠিত খামারে বায়োসিকিওরিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগ-বালাই প্রতিরোধে এ বিষয়ে গবেষক, বিজ্ঞানী ও সকল প্রকার খামারীবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান অপরিহার্য। এ কনফারেন্স এর মাধ্যমে লাইভস্টক এর সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ ও খামারীগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হবে এবং লাইভস্টক সেক্টরের উন্নয়নের পথ সুগম করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করছি। মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা ব্যতিত লাইভস্টক সেক্টরের প্রধান প্রধান সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে দেশীয় রোগ জীবাণু সনাক্ত করে ভ্যাকসিন উৎপাদনের দিকে বিজ্ঞানী/ বিশেষজ্ঞবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করা অপরিহার্য। সরকারকেও এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতঃ গবেষণা ক্ষেত্রে অধিক বাজেট বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বার্ড ফ্লুর মত আরও ভবিষ্যত সমস্যা সমাধানে আমরা সম্পূর্ণ অসহায় ও পরনির্ভর হয়ে যাবো।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির প্রথম কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করছি ।

(প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান)

সাধারণ সম্পাদক
রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ
সভাপতি
লোক মোর্চা

শুভেচ্ছা

জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার স্বীকৃতির লক্ষ্যে এ বছর ১ম বারের মত BLS কর্তৃক "১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২" আয়োজন করা হয়েছে বলে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন, সহজ আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অতুলনীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে পোল্ট্রি সেক্টরে দ্রুত বর্ধনশীল একটি সহজলভ্য কর্মক্ষেত্র। এটি প্রাণিসম্পদের একটি অংশ। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রথম অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণী সম্পদের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়। এ বিষয়টি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

(জামাত খান)

সাধারণ সম্পাদক
পোল্ট্রি এসোসিয়েশন
রাজশাহী

শুভেচ্ছা

বরেন্দ্র অঞ্চলে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি কর্তৃক "১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স-২০১২" আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন, সহজ আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অতুলনীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে পোল্ট্রি সেক্টর দ্রুত বর্ধনশীল একটি সহজলভ্য কর্মক্ষেত্র। এটি প্রাণিসম্পদের একটি অংশ। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রথম অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণীসম্পদের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়। এ বিষয়টি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে এ আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

(মো. এনামুল হক)

সভাপতি
বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি
ও
প্রফেসর, এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দু'টি কথা

বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ একটি অতিক্ষুদ্র দেশ, যার প্রধান পেশা কৃষি। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান বহুমাত্রিক। দুধ, ডিম ও মাংসসহ আমিষ জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি এই সম্পদ দারিদ্র বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান, হালচাষ, গ্রামীণ পরিবহন, জৈবসার ও জ্বালানী সরবরাহের সাথে সাথে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রেখে চলছে। বর্তমানে সময়ের আবর্তনে পশু-পাখি পালন এদেশে একটি পেশাভিত্তিক শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। এ সেক্টরে আজ গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরে হাজার হাজার পোল্ট্রি (লেয়ার, ব্রয়লার, ককরেল), ডেইরী, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, কবুতর, কোয়েল প্রভৃতি নানা ধরণের খামার গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি বড় বড় হ্যাচারী ও ফিড মিলস এবং এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠান, পশু-পাখি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বড় বড় ঔষধ কোম্পানী ও হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের সাথে দেশের অনেক দুঃস্থ মহিলা, বেকার যুবক ও শিক্ষিত হাজার হাজার লোক জড়িত। পাশাপাশি, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্প রক্ষার জন্য ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্স সম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি নামে গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাণি ও পোল্ট্রির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকারী সেবার পাশাপাশি যুব উন্নয়ন, বিভিন্ন এন.জি.ও. এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাণিসম্পদের উপর বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আনাচে-কানাচে পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, বহু-বহু অর্জন থাকা সত্ত্বেও এ সেক্টরের গুরুত্ব অনেকেই জানেন না বা গুরুত্ব প্রদান করেন না। অথচ এ সেক্টরের মাধ্যমেই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষাসহ মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন করে এ দেশকে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অনেক সুযোগ রয়েছে। এই সেক্টরের সংগে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি জড়িয়ে আছে অথচ তাদের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন অনেকাংশেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যদি এ সেক্টরের সংগে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয় করা যায় তবে এ সেক্টরের উন্নয়ন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার মূল উদ্দেশ্য হলো- খামারীদের সংগে সেবাপ্রদানকারীদের সংযোগ সৃষ্টি করা, যাতে সহজেই প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সচেতনা বৃদ্ধি এবং এ সেক্টরের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থেকে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতীতে বা বর্তমান সময়ে ভাল কাজ করছেন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করাসহ অন্যান্যদের এ সেক্টরে ভাল উদ্যোক্তা তৈরী করা। তারই ফলশ্রুতিতে, এ খাতের সঙ্গে জড়িত সকলকে এক প্লাটফর্মে এনে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ গতিশীলতা ও উৎসাহ এবং উদ্দিপনা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি গত এক বছর ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি "1st Livestock Award and Annual Conference-2012" শিরোনামে জাতীয়ভাবে সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য হলো- **"Role of Livestock Entrepreneurs/ Institute for preventing the highly fatal disease's of poultry like bird flu in Bangladesh"** যা উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর রাজশাহীর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে সম্মেলনের পাশাপাশি লাইভস্টক ও পোল্ট্রি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে Livestock Award প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান আরোও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হবেন। পাশাপাশি বর্তমান বার্ড ফ্লু রোগ নিয়ন্ত্রনের কলা কৌশল কনফারেন্সে অংশগ্রহনকারীদের মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত স্মরণিকা প্রকাশ করতে গিয়ে গত একমাস যাবৎ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিশেষ করে মো. ফাহিম ইবনে হোসেন, ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম, সৈয়দ শফীক, ডা. মো. রিয়াজুল ইসলাম, ডা. মো. শফিকুল ইসলাম, মো. জাকির হোসেন, ডা. আব্দুল কুদ্দুস, জান্নাতুল ফেরদৌস মুন্নী, তাসলিমা, তানজিলাসহ সকলের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করা যায় 1st Livestock Award and Annual Conference-2012 এর মাধ্যমে খামারী এবং সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ উদ্যোক্তাদের এ পেশায় আরো উৎসাহ প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস।

(প্রফেসর ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার)

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি

প্রতিবেদন

বর্তমান বুদ্ধিদিপ্ত ইন্টারনেট বিজ্ঞানের যুগে মেধার কোন বিকল্প নেই আর মেধাসম্পন্ন জাতি তৈরীতে আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। তারমধ্যে প্রাণিজ আমিষ আবশ্যকীয়। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ দেশের ১৬০ মিলিয়ন জনসাধারনের আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষে গবাদি পশু হতে দুধ, মাংস এবং পোল্ট্রি হতে মাংস ও ডিম উৎপাদন করে ।

এছাড়া গার্মেন্টস শিল্পের পর দেশে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে পোল্ট্রি শিল্পে। স্বল্প পুঁজিতে, স্বল্প সময়ে উদিয়মান যুব সমাজ এ শিল্পের মাধ্যমে বেকার অভিশাপ ও মাদকাশক্ত ও অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত না হয়ে উৎপাদনে সম্পৃক্ত হয়েছে। এত অর্জনের পরেও সরকার এ সেক্টরে তেমন কোন গুরুত্ব প্রদান করেনি। কৃষির অন্যতম উপখাত প্রাণিসম্পদ হওয়ার পরও কৃষির ন্যায় সুযোগ সুবিধা পায়নি। এমনকি সেচ সুবিধা পাওয়া কৃষকের ন্যায় কৃষিমূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

Food Security, food safty-কে শুধুমাত্র ধান, গম উৎপাদনের বিষয় উল্লেখ করা হয় অথচ কখনই পুষ্টি ও আমিষের বিষয় প্রাধান্য পায়না। এভাবে প্রাণিসম্পদ উপেক্ষিত হলে অদুর ভবিষ্যতে দেশ মেধাহীন একজাতিতে পরিণত হবে। এ সকল বিষয় নিয়ে রাজশাহীতে প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে সংলাপে প্রাণিসম্পদের একটি সর্বসাধারন platform গঠনের বিষয় উঠে আসে। এছাড়া প্রাণিসম্পদের অবদান গুরুত্ব অপরিসীম থাকার পরও প্রচার বিমুখ ও কাজের উৎসাহ ও স্বকৃতী না দেয়ার কারণের জন্যই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনে কাঙ্খিত ফলাফল এবং ভাল দুর পুষ্টিসম্পন্ন উৎপাদন সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই প্রাণিসম্পদকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষে সকল শ্রেণির ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি সামাজিক, অরাজনৈতিক সংস্থা আত্মপ্রকাশ করা হয়। যার ধারাবাহিক প্রতিবেদন ও কার্যক্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষনের নিমিত্তে উপস্থাপন করা হলো।

সাধারণ ও কার্যনির্বাহ সভা

এই সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রাণিসম্পদের প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের নাবিলেল বাড়িয়াস্থ ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ৭ই জানুয়ারী ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি রা.বি. অধ্যাপক ড. জালাল উদ্দীন সরকার এর সভাপতিত্বে ও ডা. মোঃ হেমায়েতুল ইসলাম আরিফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. হুমায়ুন কবির, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী। রা.বি-র অধ্যাপক ড. মোইজুর রহমান, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হক, কোষাধ্যক্ষ মুনতাশির রহমান শুভ, ড. জুলফিকার মো. আখতার হোসেন বুলবুল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, দুর্গাপুর, ডা. জয়ন্ত কুমার পাল, সিএসও এসিআই এনিমেল হেলথ মো. তৈয়ব আলী, জামান এগ্রো এটিএম তারেক, এরিয়া সেলস এক্সিকিউটিভ নোভারটিজ আব্দুর রাজ্জাক, কাইটল বাংলাদেশ লিমিটেড, ডা. মাহাবুবুর রহমান, সচেতন, আমাদের প্রজেক্ট- রাজশাহী, আব্দুল মোমিন রেনেটা লিমিটেড, মো. মাসুদ রানা বাবু জয় প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র, রাজশাহী। এছাড়া মো. হাফিজুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবী, নাচোল, রাজশাহী এবং মো. রিয়াজুল ইসলামসহ এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত সদস্যদের বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর রাজশাহী হতে একটি অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রার ঘোষণা করে, লাইভস্টক ও পোল্ট্রি সেক্টরের উন্নয়নের দিক নির্দেশনাসহ যৌক্তিক দাবী আদায়ের লক্ষে এ সোসাইটি কাজ করার অঙ্গীকার করে। পরবর্তী সভায় আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি নামটি প্রস্তাবিত ও গৃহিত হয় এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করা হয়। প্রফেসর ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার আহবায়ক এবং ডা. হুমায়ুন কবির ও ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফকে যুগ্ম আহবায়ক এবং মো. এনামুল হক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ড. মোইজুর রহমান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, ড. জুলফিকার মো. আকতার হোসেন, ডিএলএস প্রতিনিধি, এটিএম তারেক কোম্পানি প্রতিনিধি ডা. মাহবুবুর রহমান, এনজিও প্রতিনিধি মো. রিয়াজুল ইসলাম, ছাত্র প্রতিনিধি এবং মাসুদ রানা বাবুকে পশু চিকিৎসার প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে মনোনিত হয়।

এডহক কমিটি নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টায় ৪টি সাধারণ সভা করে সোসাইটির গঠনতন্ত্র বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তৈরী করে যা ৪র্থ সভায় অনুমোদন লাভ করে। সোসাইটির মনোগ্রাম তৈরী করেন ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার, ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফ, ডা. মাহবুবুর রহমান ও ডা. মো. রিয়াজুল ইসলাম। এযাবৎ এ অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত সোসাইটি এগারটি কার্যনির্বাহ সভার আয়োজন করে। ১০তম সভায় ১০টি উপকমিটি গঠন করে সোসাইটির ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের আহবান জানান হয়।

কার্যক্রম : দেশের লাইভস্টক পোল্ট্রি সেক্টরের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি সোসাইটির সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক, সুখ-

দুঃখ ভাগাভাগি করার জন্য সোসাইটি বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহন করে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১. ব্যক্তিবর্গের আগমন, বিদায় ও মৃত্যুতে সহানুভূতিঃ সোসাইটির সদস্য ও প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য, মৃত্যু, বদলি এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত সদস্য যেমন, রেনাটা এনিমেল হেলথ এর এরিয়া ম্যানেজার ফারুক হোসেন, দুর্গাপুর উপজেলা কর্মকর্তা ড. জুলফিকার মো. আখতার হোসেন সহ অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আতাউর রহমান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগের ফার্ম এটেন্ডেন্টস মো. শরিফুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব ও দোয়া করা হয়। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পাওয়ায় অভিনন্দন জ্ঞাপন, রাজশাহী সিটি করপোরেশন-এর মাননীয় মেয়র জনাব এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে রাজশাহী সিটি করপোরেশন পরিবেশ পদকে ভূষিত হওয়ায় সোসাইটির পক্ষ হতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া রাজশাহীতে পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বিশ্ব ধূমপানমুক্ত দিবস অনুষ্ঠান, ওয়ার্ল্ড র‍্যাবিস ডে উপলক্ষে র‍্যালি ও জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করে প্রাণি ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে যা www. world rabies day ওয়েব পেজে দেখা যাবে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত সংবাদ আদান প্রদান করে থাকে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে ট্রেনিং

সোসাইটি প্রাণিসম্পদের সাথে যুক্ত খামারী স্বেচ্ছাসেবী গ্রাম্য প্রাণিচিকিৎসা কাজের মাঝে নিজ উদ্যোগে স্বল্প পরিসরে প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং, এছাড়া সোসাইটির সদস্যগণকে চিকিৎসা পেশায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে মোবাইলের মাধ্যমে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফ্রি চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকেন।

দুঃস্থ নারীদের মাঝে প্রাণি সম্পদ সামগ্রী বিতরণ

সোসাইটি তার সাধ্যমত প্রাণিসম্পদের পেশায় দক্ষ কর্মী হিসাবে কাজ করার মাধ্যমে দারিদ্রতা ঘুচাতে একদিনের সোনালী জাতের মুরগীর বাচ্চা ও ঔষধ বিতরণ করে থাকে ও ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে পশুপালন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

আদর্শ সুস্থ প্রাণিসমৃদ্ধ গ্রাম ঘোষণা

সোসাইটি মনে করে দেশের প্রাণিসম্পদের কল্যাণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের অগ্রযাত্রার জন্য নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী এখনই কাজ শুরু করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ২৬ নং ওয়ার্ডে মেহেরচন্ডি জুলপাড়া গ্রামকে আদর্শ সুস্থ প্রাণিসমৃদ্ধ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ও সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। আমরা আশাকরি পরবর্তী Livestock Award অনুষ্ঠানের পূর্বেই Least disease and Healthy village-এ রূপান্তরিত হবে।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির নির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটি (২০১২-২০১৪) কমিটির প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান 1st Livestock Award Presentation and Annual Conference-2012 আগামী ৩০ মার্চ নাটোর শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে সফলভাবে সম্পন্ন করবে এই প্রত্যয় রইল। ১ম লাইভস্টক ও পোল্ট্রিমেলায় আগত সুধীজন উপভোগ করতে ও বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি যুগ যুগ ধরে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এই প্রতিবেদনের পরিসমাপ্তি টানছি।

সুস্থ প্রাণিসম্পদ
আমিষ সমৃদ্ধ খাবার
সুস্থ মেধা সম্পন্ন জাতি।

(ড. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফ)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি প্রাণিসম্পদের সরকারী বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবী, খামারীদের সাথে সেতুবন্ধন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির উদ্যোগে **১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স ও লাইভস্টক পোল্ট্রি মেলা** ২০১২ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা সকলেই আনন্দিত।

"বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের সর্বগ্রাসী রোগ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" শীর্ষক বিষয়ের উপর আজকের কনফারেন্সের মূল আলোচ্য বিষয়। জাতীয় সমৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্যের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ শিল্পায়ন আজ সময়ের দাবী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগী পালন এখন আর কোন অবহেলিত খাত নয়। গ্রাম বাংলার কৃষান-কৃষানীর গন্ডি ছাড়িয়ে এখন বিত্তবানদের কাছেও বিবেচিত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল অর্থকারী পণ্য হিসেবে। ফলে দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে পোল্ট্রি ও ডেইরী খামার। দেশের মানুষের পুষ্টি তথা আমিষের চাহিদা মিটানোর জন্য দুধ, ডিম, মাংসের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান পোল্ট্রি ও ডেইরী শিল্প টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও লাগসই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার।

আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও আমিষ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি এক সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে। বেঁচে থাকার প্রয়াসে বিশ্বের সবজাতির মত বাঙালি জাতি ও আজ নিজ নিজ পেশায় আত্মনিবেদিত। কৃষি নির্ভর দেশে জাতীয় উন্নয়নে কৃষিজাত পেশাই অধিক লাভজনক ও শ্রমঘন।

গবাদী পশু পালনের হার ভূমিহীন ও ছোট কৃষকদের মধ্যে বেশী। ছোট ও ভূমিহীন কৃষকরা যথাক্রমে প্রায় ৬২ ভাগ গরু, ৩৮ ভাগ মহিষ, ৭৬ ভাগ ছাগল, ৬৫ ভাগ ভেড়া, ৭৭ ভাগ মুরগী, ৮৪ ভাগ হাঁস পালন করে থাকেন। দেখা যাচ্ছে ছোট গবাদী পশু ও পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকরা অধিক এগিয়ে তবে আশার কথা যে বর্তমান শিক্ষিত বেকার যুবকরাও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ছাড়াও মোট ১৩২ টির ও বেশি এন.জি.ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে কাজ করছে। এদের মধ্যে ১০৬টি গ্রাম এলাকায় ২০টি শহর ও গ্রাম এলাকায় ও ৬টি শুধুমাত্র শহর এলাকায় কাজ করে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, প্রাণিখাদ্য ও ঔষুধ বিক্রেতা, ঔষুধ কোম্পানির বিক্রেতা প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবি, সর্বোপরি সকলের একান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। সুখী সমৃদ্ধ, শোষণহীন দেশ গড়ার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এজন্য সম্মিলিত প্রয়াস জরুরি। পোল্ট্রি শিল্প শহর এলাকায় ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যারা আমাদের সম্মানীত করেছেন তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই স্মরণিকা তৈরীতে আমাদের আন্তরিকতার কোন কমতি ছিল না। তথাপিও অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সু-পরামর্শ প্রদান একান্তভাবে কামনা করছি।

পরিশেষে বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির আজকের অনুষ্ঠান সফলভাবে পরিসমাপ্তি করতে প্রতিটি গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে আমাকে সবরকম সহযোগীতা ও পরামর্শ দিয়ে সার্বক্ষনিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

(কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম মিয়া)

Role of Livestock Entrepreneur / Department for preventing the highly fatal diseases of poultry like Bird Flu in Bangladesh

of Professor Dr A S Mahfuzul Bari

Professor Dr A S Mahfuzul Bari, DVM, PhD
Vice Chancellor
Chittagong Veterinary and Animal Science University

Biography: Professor Dr A S Mahfuzul Bari was born in Tangil, 1957. He pass Secondary school certificate from Sibnath High School, Tangail, and Higher Secondary certificate Saadat College, Karatia, Tangail. He admitted in Bangladesh Agriculture University in 1975 under DVM after that successfully got MS in Pathology with first class degree from the same university. He joined as a lecturer in Bangladesh Agricultural University in 1982. He awarded PhD from University of Liverpool, United Kingdom. In his service life obtained awarded Commonwealth Award UK, 1986, Jhon Humpray Memorial Award UK 1989,o Higher Education Research Award UK, 1994,o Best Research Award, Bangladesh Academy of Science (BAS)-1991, National Agricultural Research Organization (NARO) award, Tsukuba, Japan, 2001 and also continuing as Visiting Professor Tokyo University, 2007. He has services at different universities like Nottingham Trent University, UK. National Institute of Animal Health, sukuba, Japan. University of Tokyo, Japan as post doctoral fellow as well as he also work at Food and Agricultural Organization (FAO). His Teaching experiences about 29 years. He sixty scientific publication in the international journal. He is active member about 10 professional bodies.

Role of Livestock Entrepreneur

Role of Livestock Entrepreneur / Department for preventing the highly fatal diseases of poultry like Bird Flu

Avian influenza, known informally as avian flu or bird flu, refers to influenza caused by viruses adapted to birds. The virus causing avian influenza is an Influenza virus A of the family Orthomyxoviridae. Several virus subtypes exist, which are divided on the bases of the antigenic relationships in the virus glycoproteins haemoagglutinin (H) and neuraminidase (N). At present 15 H subtypes have been recognised (H1-H15) and 9 neuraminidase subtypes (N1-N9). Influenza A viruses infecting poultry can also be divided on the basis of their pathogenicity. The very virulent viruses cause highly pathogenic avian influenza (HPAI) with mortality in poultry as high as 100%. Sometimes secondary infections or environmental conditions may cause exacerbation of Low pathogenic avian influenza (LPAI) infections leading to more serious disease.

HPAI A (H5N1) virus is a deadly zoonotic pathogen. The most highly pathogenic strain (H5N1) had been spreading throughout Asia since 2003, avian influenza reached Europe in 2005 and the Middle East, as well as Africa. HPAI infections have been reported in millions of poultry and wild birds from 63 countries and in 598 humans, among whom there have been 352 reported deaths in 15 countries. On January 22, 2012, China reported its second human death due to bird flu in a month following other fatalities in Vietnam and Cambodia. HPAI (H5N1) virus is endemic in Bangladesh and the first outbreak occurred in March 2007. Since then, the virus has spread to 49 of 64 districts in Bangladesh. The samples from 536 farms have tested positive for the virus. Bangladesh now ranks among countries worldwide with the highest reported number of HPAI outbreaks. AI has become a major public health concern throughout Bangladesh since its first outbreak, because it affects poultry at commercial farms, live bird markets, and backyard poultry farms throughout the country, which puts many people at risk of exposure to the disease.

A global pandemic of HPAI would have a more widespread effect. Some of the factors that contribute to spread of HPAI from birds to humans include slaughtering poultry and preparing the meat in the home, direct contact with sick or infected birds, and the consumption of infected poultry. Poultry farmers sell infected birds in an attempt to mitigate their losses from culling and backyard farmers may choose to eat a sick bird, rather than waste limited resources. Human infection may also occur through direct contact with the faeces of contaminated birds. For example, when children ingest soil contaminated with the faeces of

infected birds or poultry droppings and waste are used as fertilizers. Disposal of infected carcasses in water bodies that are used by domestic purposes, including drinking, laundry, swimming and bathing places pose a risk for the human health as well. Infected carcasses are also fed to other animals, such as pigs, which may also increase the risk of human infection.

Avian Influenza affects the health of both poultry and humans. Economic impact due its outbreak is enormous. Estimates of global HPAI loss from the outbreaks since 2003 run into billions. A study in 1999 suggested that an AI pandemic in the US alone might cause economic losses of $100 to $200 billion dollars. As of October 2010, the government authority of Bangladesh culled almost 2 million chickens and destroyed almost 26 million eggs which cost to the farmer a lot and the poultry industries of the country are facing a big threat. Although there is a policy to provide compensation for all species of poultry culled and the eggs destroyed but the compensation is insufficient. As a result, the investors become reluctant to invest again in poultry sectors and involving themselves to other. The situation will be more aggravated and poultry sectors will be smashed down if effective measures are not taken.

To prevent emergence and re-emergence HPAI in poultry and human necessitates a multi-sector approach to manage the health, social, and economic factors of the disease. Stakeholders from all levels of government as well as the private sectors need to work together in the areas of animal health, human health, public awareness, public communication, and capacity building.

ROLE OF LIVESTOCK ENTREPRENEURS

Improvement of veterinary infrastructure

Attempts have to be made to address the HPAI epizootic, it is now clear that countries with weak veterinary infrastructure and capability are particularly vulnerable because there are delays in detecting disease and a lack of response capacity. A focus on restructuring veterinary services and rebuilding infrastructure is essential for strengthening the entire veterinary services. Strong veterinary services and well organized and regulated poultry sectors assists significantly to reduce and prevent the HPAI.

However, the crucial roles of professionals include training and education for community members and local disease surveillance. Capacity building at live bird markets is one of the most crucial aspects of disease prevention. For capacity building at the live bird market, it is crucial that the management mid ground-level workers be trained in and implements bio-security measures. In order for that to happen, there needs to be a supply of hygiene and cleaning commodities, such as soap, clean towels and sprayers, as well as a supply of clean water, which requires government assistance. Thus, the infrastructure and capacity for logistics management must be built-up. Similarly, manpower and logistics management of the Veterinary Service need to be further developed to carry out surveillance and respond to outbreaks of AI. Additionally, illness surveillance centers and active surveillance measures among high risk groups need to be developed. This will involve training workers and volunteers, as well as increasing community awareness of AI.

In addition to building capacity and infrastructure support for disease management, it is important to take into the account the logistics of implementing the various aspects of disease management. Logistics management considers issues pertinent to implementing disease management strategies such as space and equipment availability, staffing and human resource skills, supplies of relevant commodities, record keeping and reporting, and transportation.

Sustainable surveillance systems are essential

The ability of a country to rapidly detect and respond to an incursion of HPAI depends on the presence of surveillance systems that ensure reporting of suspicions of diseases and collection and processing of suitable samples in competent laboratories to produce a reliable diagnosis from commercial to backyard farms. Achieving such a surveillance system requires an alert and engaged community at all levels, trained and equipped staff to investigate reports and collect samples, and a well-equipped laboratory with trained

staff to conduct reliable testing. Several components are necessary for establishing an effective surveillance system, including good communication strategies and programmes to achieve community awareness and engagement, trained field investigators and epidemiologists, and trained laboratory staff in well-equipped laboratories. Effective surveillance systems often include a risk assessment component to identify particular areas that deserve close monitoring, such as markets or poultry near wetlands. Participatory disease surveillance has been used effectively in some countries.

In Bangladesh, commercial poultry farms, both layer and broiler, are situated in risky locations and operated under unhygienic conditions. Commercial farms are not maintaining minimum bio-security level with many farms lacking a gate, footbath, and delineated farm boundaries. In addition, many farm workers do not know how to maintain bio-security to protect the poultry and themselves from disease. On the other hand, in rural areas, 80 to 90 percent of households raise backyard poultry. Generally, the practices used to rear backyard poultry are unhygienic. Many households keep the birds inside the home or bedroom. Chickens and ducks are kept together in one shed, constructed from bamboo or muddy soil. This makes it difficult to clean the shed properly. Many communities are still unaware of AI and how the disease can be spread between poultry or from poultry to humans. Large portions of the population lack knowledge regarding bio-security, poultry, and human health. In addition, backyard poultry fanning methods and scavenging (free-ranging) poultry may put commercial poultry at risk, especially given the lack of bio-security at commercial farms.

Moreover, live bird markets are an important consideration in disease management for AI because infectious diseases are easily spread from one market to another, exposing many animals and humans to the disease. The live bird markets of Bangladesh are very dirty and unhygienic. Vendors, transporter, slaughterers, processors and even consumers are not aware about spreading of disease and contamination. Once a virus develops in one market, it can easily be transported to other markets and farms by way of contaminated equipment, birds, people, arid vehicles. In addition to animal infections, many human infections around the world have been traced to live bird markets, including the single human case of AI, which was identified in Bangladesh on May 22, 2008.

In order to prevent the spread of HPAI between birds to bird or to human, bio-security measures need to be maintained at commercial and backyard poultry farms and at live bird markets. Bio-security may be one of the most important elements for prevention and control of Avian Influenza through sustainable surveillance system. Comprehensive and continuing epidemiological studies are required in each infected farms/markets to ensure that the best local information is available so that a mix of control strategies can be used for controlling HPAI.

Development of national preparedness planning

Planning for both preparedness and response to an outbreak in Bangladesh has involved developing and implementing the National Avian Influenza and Pandemic Influenza Preparedness Plans and Pandemic Contingency Plan by a national multi-sectoral planning team. The goal of the plan is a comprehensive and coordinated response to address H5N1 in domestic poultry and minimize transmission to humans. The plan addresses multiple sectors and works to strengthen capacity among many other aspects of H5N1 prevention.

From the outset, the Global Programme has emphasized that countries potentially at risk of infection need to develop integrated national preparedness plans, conduct community awareness campaigns, strengthen risk-based surveillance, and assemble resources to enable a rapid response to any incursion, including culling of infected and contact birds. Countries that have been able to implement this strategy when incursions in wildlife or domestic poultry have occurred have been able to eliminate infection rapidly, protect human health and return to a country-free status.

Animal health issues require the involvement of veterinarians, commercial poultry farmers and stakeholders, and backyard poultry farmers. These individuals are necessary for disease management

and control because they can directly help to minimize threat of H5N1 in humans by controlling infections in poultry, strengthening disease prevention and preparedness capability, strengthening surveillance measures and capacity, strengthening disease surveillance and diagnostic capacity, and improving bio-security in poultry production and trade. In terms of human health, the involvement of the Department of Health is crucial for coordinating and improving the overall response capacity for disease outbreaks. The Departments of Health workers are necessary to implement and support monitoring for disease and progress evaluation of disease management. In addition, it is important to involve private sector physicians and health professionals to monitor disease outbreaks in the human population.

Nevertheless, the compensation for destroyed HPAI poultry is not equivalent to what the farmers could have received from healthy birds. Even though compensation rates have increased, the compensation provided to these farmers is not enough money to be able to re-establish themselves in the poultry practice. The main objective of a rehabilitation program for the farmer at the community level is to help restock and repopulate their flocks, bringing them back into the poultry practice. These programs raise awareness about AI and biosecurity practices, as well as leads to the mobilization of resources between the public and private sectors. To implement the rehabilitation program, the Ministry of Fisheries and Livestock (MoFL) developed and approved rehabilitation policy guidelines. District committees and six selected NGOs implemented the program as per the rehabilitation policy guidelines to assist a total of 14,000 backyard poultry holders and 2,240 mini farmers.

Vaccination can be a valuable component of control programmes

It has become clear that use of properly formulated vaccines can play a valuable role in HPAI control, particularly if infection has become widespread in a country. For example, the number of outbreaks in domestic poultry and human illness and death decreased substantially in Vietnam following the use of vaccination in association with culling of infected and in-contact birds, controlling duck farming, controlling markets and the implementation of on-farm biosecurity measures. However, extensive resources are needed to mount vaccination programmes effectively, including surveillance and development of an exit strategy.

Prompt diagnosis and linkage to reference laboratories are essential

An effective mechanism for promptly shipping samples to international reference laboratories is essential for rapid diagnosis and continuous surveillance of circulating virus strains. Strengthening of laboratory diagnostic capacity within countries is not sufficient without an effective mechanism for international sample shipment and for exchange of virus isolates, reagents and reference materials.

Socioeconomic approaches are needed

Understanding market chains within the country is critical for designing and implementing management of HPAI. To assist with this, a knowledge network linking UN agencies working on social, economic and policy analysis of avian influenza with government agencies and research centres in infected and at-risk countries, international research groups and NGOs, has been established by FAO on behalf of the UN family. This network will promote the assessment of the impact of HPAI outbreaks and control processes on social, economic and production sectors. It will also assist network members to draw up recommendations on policy issues affecting successful control of HPAI at the national and regional level and communicate findings effectively to regional and national policy-makers.

Effective communication strategies are essential

Communication is a crucial aspect of disease management. It includes all forms of communication from daily media surveillance to the distribution of printed materials aimed at raising awareness of AI control measures (e.g. hygiene, cleaning/washing, and waste disposal). Communication of accurate information to all sectors of the population, both producers and consumers of poultry, is essential to raise awareness, promote early reporting and diagnosis, protect human health and provide an informed basis for mitigating market shocks when incursions, real or suspected, occur. The level of public awareness and

understanding of HPAI transmission modes, prevention and control measures, and socio-cultural/socioeconomic factors, together contribute to the perception of risk among communities, and influence their behavioral intent. Poor communication, including that which is not timely, reduces public trust in national authorities, leading to risky behavior and practices by poultry-keepers, traders, transporters and consumers. It also leads to a lack of public participation and engagement in prevention and control measures.

Regional and International collaborations

The rationale for developing and implementing regional and international collaboration for the control of HPAI is multiple. The key reasons includes HPAI is a highly infectious, rapidly spreading and dynamically evolving disease that spreads rapidly and widely across countries and continents. The disease is often zoonotic and transboundary in nature, with the potential to cause a global human pandemic. The disease also threatens regional and international trade and places the global poultry industry in the developed and developing worlds at risk. HPAI results from low pathogenic avian influenza (LPAI), which is present in wild birds in many parts of the world. All countries in the world are at risk of being infected unexpectedly and its outbreak is beyond the scope and resources of a single country or region to control. Hence, a strong regional and international collaboration is needed for the prevention and control of HPAI. For an example, the United States Agency for International Development's (USAID) Stamping Out Pandemic and Avian Influenza (STOP AI) helps countries prepare for, respond to, and recover from HPAI outbreaks. STOP AI aims to mobilize public and private sector partners as well as NGOs to implement systematic and sustained behavioral changes that will result in measureable improvements in biosecurity. Stop AI has put forth a framework in which the public animal health system, private sector poultry industry, public health system, civil society, as well as donors and NGOS work together to provide and implement a systematic, commercially-viable Avian Influenza surveillance, bio-securitv, and outbreak response program/plan. This framework includes developing public-private partnerships and providing on-demand national level assistance. In developing this framework, STOP AI conducted a baseline market survey in Bangladesh, held stakeholder workshops to share survey data and an action plan, and adopted training materials for ground-level stakeholders such as farmers, veterinarians, and cleaners.

Conclusions

Multi-sector activities should focus on building capacity and infrastructure to support disease management and control. This includes training individuals associated with poultry production and poultry marketing about Avian Influenza-related issues and relevant prevention techniques, providing supplies necessary for improving hygiene-related practices, Bio-security, training relevant individuals on communicating with media personnel and other stakeholders, providing adequate compensation following culling operations, and developing programs for monitoring, evaluating, and implementing technical support. Raising public awareness and increasing communication to the public about AI disease management and outbreaks is crucial. Efforts in this vein should focus on improving communication services and methods for information dissemination. This includes developing materials for communication such as websites, printed materials, and audio/video materials. Additionally, it is important to continue developing new communication technologies, such as a web-based SMS gateway, and creating new strategies to disseminate information to target audiences. Finally, national regional and international collaboration is mandatory to prevent and

১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন যাঁরা

ক. মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসন অব দ্য ইয়ার ফর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট

১. লাইভস্টক শিল্পে- ড.এফ.এইচ. আনসারি, পিএইচ.ডি

২. লাইভস্টক গবেষণায়- প্রফেসর ড. মোঃ ওমর ফারুক

৩. ভেটেরিনারি এডুকেশনে - প্রফেসর ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ

৪. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে-ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার (মরণোত্তর)

খ. হাইয়েস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অব দ্য ইয়ার

১. লাইভস্টক শিল্পে- বনবন্ধু জাহেদুর রহমান ইকবাল

২. প্রাণিসম্পদের মাঠ পর্যায় হতে- মো. আল-আজাদুল বারী

৩. মাঠ পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী (পল্লী-প্রাণি চিকিৎসক) হতে - মোসা. সেলিনা বেগম

গ. ক্যাটালিস্ট মিডিয়া পারসন অব দ্য ইয়ার

১. ইলেকট্রনিক মিডিয়া - ড. বায়েজিদ মোড়ল

২. প্রিন্ট মিডিয়া- মোহাম্মদ নুরুজ্জামান

ঘ. প্রোমিজিং ফার্মার অব দ্যা ইয়ার

১. লাইভস্টক শাখায় - ড. মো. গোলাম রাহীদ

২. পোল্ট্রি শিল্পে- মাসুদুল হক (নিলু)

মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসন অব দি ইয়ার (লাইভস্টক ইন্ডাস্ট্রি)

ড.এফ.এইচ আনসারী

ড. এফএইচ আনসারি বাংলাদেশের নেতৃত্বদানকারী কৃষি সংগঠন প্রতিষ্ঠান এ.সি.আই এগ্রিবিজনেস এর নির্বাহী পরিচালক। ড.আনসারি ১৯৮১ সালে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত কোম্পানী Ciba-Geigy এর অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় Ciba-Geigy ছেড়ে দেন। এখানে ১৪ বছরের কর্মজীবনে তিনি ফসল রক্ষা ব্যবসাকে গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসায় রূপান্তরিত করেন এবং কীটনাশক ও আগাছা দমনের জন্য ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র তৈরী করেন। তিনি ১৯৯২ সালে জাপানের Sumifomo Corporation এর Exclusive Distributor এবং Shefu Corporation এর মহাব্যবস্থাপক পদে যোগদান করেন। ড. আনসারি ১৯৯৫ সালে এ.সি.আই লিমিটেডের পরিচালক নির্বাচিত হন। একই বছরে তিনি এ.সি.আই এগ্রি বিজনেস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক নির্বাচিত হন। এ.সি.আই এ ফসল রক্ষা ব্যবসার প্রধান হিসেবে যোগদানের পর তিনি এ.সি.আই ফরমুলেশন লি. নামে একটি নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন, যেটিতে Crop Production এর পাশাপাশি এরোসল ও মশার কয়েল প্রকল্প যোগ করেন। ১৯৯৬ সালে নারায়নগঞ্জে তিনি একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে ড. আনসারি ১৯৯৮ সালে কঠিন, তরল ও ইনজেকশনযোগ্য প্রোডাক্ট তৈরী করেন।

১৯৯৯ সালে তিনি বাংলাদেশে প্রথমবারের মত হাইব্রিড জাতের ধানের সাথে মানুষকে পরিচিত করেন। ২০০২ সালে তিনি ঢাকার তেজগাঁও-এ Corporate Head Office নির্মাণ করেন। পরের বছর তিনি GMP Standard নতুন Pharmaceutical ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছর তিনি UK এর সাথে যৌথ উদ্যোগে Tetly চা এর ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছর তিনি Godrej Agrovet এর সাথে যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে পশু-পাখির ফিড মিলস প্রতিষ্ঠা করেন। একই উদ্যোগে ২০০৫ সালে তিনি পঞ্চগড়ে Poultry Breeding কার্যক্রম এবং ভালুকায় Poultry Hatchery প্রতিষ্ঠা করেন।

২০০৭ সালে তিনি এ.সি.আই সিড কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং একই বছরে তিনি Premiaflex Plastics নামে আরেকটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি বাংলাদেশে Flexible Packaging এ দ্বিতীয় প্রধান ব্যবসায় পরিণত হয়।

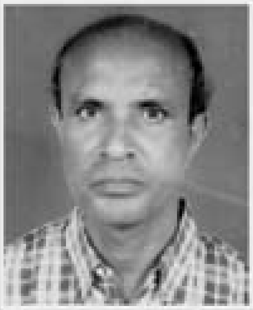

মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসন অব দি ইয়ার (লাইভস্টক গবেষণা)

প্রফেসর ড. মো. ওমর ফারুক

প্রফেসর ড. মো. ওমর ফারুক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হতেই তিনি প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৯ সালে বি.এসসি. এনিমেল হাজবেন্ড্রি সম্মান এবং জেনেটিক্স এন্ড ব্রিডিং বিভাগ থেকে ১৯৮০ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন এবং ১৯৮১ সালে একই বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ২০০৩ সালে জাপানের টোকিও এগ্রিকালচার ইউনিভারসিটি থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। দীর্ঘ ৩১ বছরের কর্মজীবনে তিনি প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ৬০টি পাবলিকেশন, ২টি টেকস্ট বুক এবং ১টি পেশাগত বই দেশকে উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ১১টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেন, বর্তমানে কয়েকটি চলমান রয়েছে। এগুলির মধ্যে এনিমেল বায়োডাইভারসিটি, মহিষের জিনগত উন্নয়ন ও ব্রিডিং, ছাগল, ভেড়া, গয়াল ও দেশীয় মুরগির জাত উন্নয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ছাগল "ব্ল্যাক বেঙ্গল" ও দেশীয় মুরগি "আঁচিল ও গলা ছিলার" উপর অবদানের জন্য জাতি তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

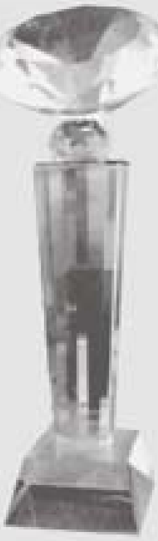

মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসন অব দি ইয়ার (লাইভস্টক এডুকেশন)

প্রফেসর ড. নিতীশ চন্দ্র দেবনাথ

প্রফেসর ড. নিতীশ চন্দ্র দেবনাথ একজন মাইক্রোবাইলোজির প্রফেসর এবং বাংলাদেশ চট্টগ্রামে ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ভি.এম এবং এডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রপিক্যাল ভেটেরিনারি মেডিসিনে এম.এস করেন। পরবর্তীতে তিনি সারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট এবং জাপানের সুকুবা থেকে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি BLRI ও DLS এ একজন গবেষক হিসাবে দীর্ঘ আঠারো বছর কাজ করেন।

অতঃপর ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে প্রথমে উপাধ্যক্ষ এবং পরবর্তীতে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি এই কলেজকে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২০০৬ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয় হলে তিনি সেখানে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রফেসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন।

তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ভেটেরিনারি এবং মেডিকেল চিকিৎসা সেবাকে একসারিতে নিয়ে আসেন এবং এ লক্ষ্যে One World One Health Bangladesh Initiative (One Health Bangladesh) নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সংস্থার প্রধান হিসেবে ৫ বছর ছিলেন এবং ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সের আয়োজন করেন।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। International Association for Ecology and Health বোর্ডের তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য।

ভিসি থেকে অবসর নিয়ে ২০১১ সালে FAO এর One Health প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন। ড.নিতীশ চন্দ্র দেবনাথ ভেটেরিনারি পেশাকে বাংলাদেশে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করেছেন।

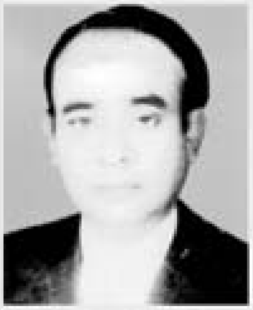

মোস্ট ভ্যালুয়েবল পারসন অব দ্য ইয়ার (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)

মরহুম ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার (মরণোত্তর)

জনাব মরহুম ডা. মো. আব্দুল আজিজ সরকার ১৯৩৫ সালের ৩১শে মে গাইবান্ধা জেলায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তিনি হাটলক্ষীপুর ত্রীমুখি হাইস্কুল, গাইবান্ধা হতে মেট্রিকুলেশান সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিষয়ে বি.এসসি ভেট সায়েন্স এন্ড এ.এইচ ডিগ্রী অর্জন করেন। নীলফামারী জেলায় ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে চাকুরী জীবন সূচনা করেন।

সুদীর্ঘ চাকুরি জীবনে তিনি সারদা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বগুড়া, ঢাকা এবং শেষ জীবনে উপ-পরিচালক রাজশাহী বিভাগ হতে অবসরপূর্ব ছুটিতে থাকা অবস্থায় ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে পরলোক গমন করেন। তার চাকুরীকালে প্রাণিসম্পদ খাদ্যের কথা ও পরিবেশ রক্ষার কথা চিন্তা করে যখন যেখানে ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে মানবতার কল্যানে কাজ করেন। পাশাপাশি তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উন্নয়নের অবদানের জন্য বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন।

হাইয়েস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অব দ্য ইয়ার (লাইভস্টক শিল্প)

বনবন্ধু জাহেদুর রহমান ইকবাল

বনবন্ধু জাহেদুর রহমান ইকবাল রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার প্রত্যন্ত সোনাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা হতেই তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখা-পড়া শুরু করেন। তিনি যখন ৮ম শ্রেণিতে লেখাপড়া করেন তখন টিফিনের খাবারের টাকা বাঁচিয়ে ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে পরিবেশ ও গৃহপালিত প্রাণির খাবারের কথা চিন্তা করে বন্ধুদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ শুরু করেন। তার এই গুণের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে তখনই বনবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি তিনি সমাজ সচেতনতামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখেন। শিক্ষানুরাগী হিসেবে তার ভূমিকা অপরিসীম।

তিনি এ যাবত বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক লক্ষ বৃক্ষরোপণ করেন। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য স্ব-উদ্যোগে নিজ পরিসরেও কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি গত ২০১২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ বছর পূর্তিতে ৬০ প্রকার ফলজ, ঔষধি ও বনজসহ বিভিন্ন প্রজাতির হাজার-হাজার বৃক্ষরোপন করেন। তিনি সাংবাদিকতা পেশা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করে বর্তমানে কৃষি তথা প্রাণিসম্পদের শিল্প উদ্যোক্তদের প্রকল্প ও ঋণ পরামর্শ প্রদান এর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের অনেক সফল উদ্যোক্তর সফলতার পিছনে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার উদ্যোগে বড় বড় প্রাণিসম্পদ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

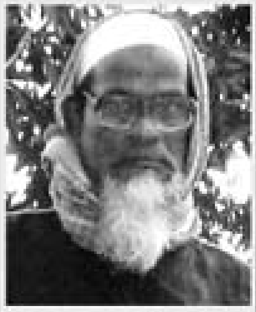

হাইয়েস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অব দ্য ইয়ার (লাইভস্টক উদ্যোক্তা)

মো. আল-আজাদুল বারী

মো. আজাদুল বারী নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার মৌখাড়া গ্রামের কৃষিজীবি পরিবারের কৃষক সন্তান। তিনি শিশুকাল হতেই মৎস্য ও পশুপাখি লালন-পালন করেন। আধুনিক কৃষি চাষে সফলতার অনুরূপ পশু-পাখি আধুনিক ব্যবস্থায় পালনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ বিভাগের স্থানীয় কর্মী ও কর্মকর্তাগণের মাধ্যেমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে খামার স্থাপন করেন। আমাদের দেশী জাতের গরু উৎপাদন কম হেতু জাত উন্নয়নের জন্য তার এলাকায় সরকারের সহায়তায় মৌখাড়া বাজারে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। গরুর জাত দ্রুত ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি তার এলাকায় অসংখ্য গরুকে প্রজনন করান এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তার সফলতা দেখে এলাকার কৃষকবৃন্দ গরু ও খামার স্থাপনে উৎসাহিত হয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ বিভাগের কাজ সম্প্রসারণ করতে মৌখাড়া বাজারে নিয়মিত কৃষক সমাবেশ,সভা সেমিনার করে থাকেন। ফলে জনগণ বিপুলভাবে উৎসাহ পেয়ে গরু মোটাতাজা করণ, দুগ্ধ খামার, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী খামার স্থাপন করেছে। খামারগুলিতে তিনি নিজে টীকা দান ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

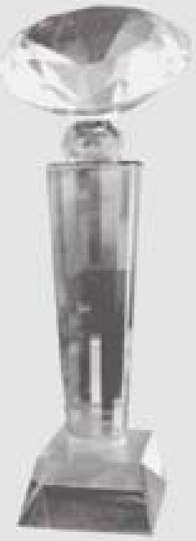

গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগীর সু-স্বাস্থ্য রক্ষায় সুষম খাদ্য সরবরাহের জন্য মৌখাড়া বাজারে খাদ্যের দোকান এর পাশাপাশি কৃষক উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজে উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ করেন।

তার এলাকায় পশুর উৎপাদন সাম্গ্রী সঠিক দামে বিক্রয় করার জন্য স্থানীয় বাজারে কসাইখানা স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া বিকল্প জ্বালানীর জন্য নিজ খামারে বায়ো গ্যাস প্লান্ট চালু করেছেন।

তিনি একজন সম্মানী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজে কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাথমিক চিকিৎসায় দিন-রাত যে কোন দূরত্বে সেবা প্রদান করে আসছেন। তার ইচ্ছা অত্র এলাকাটি প্রাণিসম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়ে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।

হাইয়েস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অব দ্য ইয়ার (মাঠ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী)

মোসা. সেলিনা খাতুন

মোসা. সেলিনা খাতুন, পিতা- মৃত লিয়াকত আলী, রাজশাহী জেলার হাড়ুপুর গ্রামের দরিদ্র মুসলিম পরিবারে ১৯৭১ সালের ১২ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কশিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ১৯৮৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু দারিদ্রতার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরে আরও কষ্টকর দিনের সূচনা হয়। তিনি চাকুরী পাবার আশায়, আবারও পড়াশুনা শুরু করেন এবং ১৯৯৫ সালে কাঁকন হাট কলেজ থেকে তিনি এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ২য় বিভাগের উত্তীর্ণ হন। তারপরেও চাকুরী না পেয়ে তিনি ২০০০ সালে ব্র্যাক থেকে ১৫ দিনের হাঁস-মুরগী টিকা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি হাঁস-মুরগীর প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা গ্রামে গ্রামে প্রদান করেন। এভাবে তিনি গড়ে প্রায় প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করেন। তিনি প্রাণিসম্পদের গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা প্রদান শিক্ষালাভের জন্য প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। ২০০৩ সালের রাজাবাড়ী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিন মাসের গবাদী পশুর বিভিন্ন টিকাসহ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। তিনি ২০০৩ সাল থেকেই গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিদিন গবাদী পশুর টিকা প্রদানসহ গবাদী পশুর কৃমি মুক্তকরণ এবং পশু-পুষ্টি প্রদানসহ পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করণে আলোচনা করেন। বিভিন্ন পোল্ট্রি খামারীদের বায়োসিকিউরিটি ও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপারে সচেতনার লক্ষ্যে কাজ করেন। তিনি হাঁস-মুরগী, গবাদী পশুর টিকা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে গড়ে প্রতিদিন ১০০০/= টাকা আয় করেন এবং তিনি বর্তমান একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন।

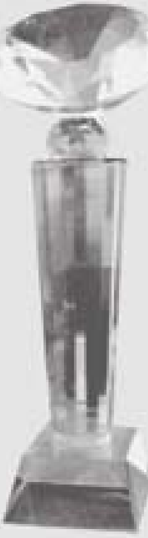

তিনি এ পর্যন্ত বেকার যুব ও মহিলাসহ দরিদ্র বিধবা, প্রতিবন্ধী মহিলাসহ প্রায় ১০০০ জনেরও বেশী জনকে হাঁস- মুরগী, গবাদী পশুর টিকাসহ প্রাথমিক চিকিৎসার উপর মোবাইল ট্রেনিং করেছেন। বিভিন্ন উপজেলা থেকে ১০০ জনের বেশী যুব আত্মকর্মীকে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী করেন। ২০১০ সাল থেকে তিনি প্রাণিসম্পদ রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় A.I.W পদে নিয়োজিত আছে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সহিত নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বাংলাদেশ সরকারের সাথে মাঠ পর্যায়ের কৃষকের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ।

প্রোমিজিং ফার্মার অব দ্য ইয়ার (লাইভস্টক)

ড. মো. গোলাম রাহীদ

ড. মো. গোলাম রাহীদ (পিতা-মৃত গোলাম রসুল) ১৯৭০ সালের ১২ ই আগস্ট রাজশাহী জেলায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ ইং সনে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল হতে এস.এসসি পাশ করেন এবং ১৯৯৬ ইং সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

পরিবারের প্রাণিসম্পদ পালনের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজে ১৯৯০ সালে ছাত্র অবস্থায় একটি মাত্র গাভী নিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে মোট গরুর সংখ্যা ২৬টি। উল্লেখ্য যে, তিনি গাভী পালনে এত বেশী উৎসাহী বা অনুপ্রাণিত হন যে তিনি এ বিষয়ের উপর গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৯৮ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে "Production Performance and Improvement of the dairy cattle in relation to Nutrition" এই শিরোনামে এম.ফিল গবেষণা শুরু করেন এবং একই বিষয়ের উপর ২০০৩ সালে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে তার খামারে প্রতিদিন ১০০-১২০ লিটার দুধ উৎপাদন হয় যা বিশুদ্ধ এবং গুণগত মান সমৃদ্ধ। এই দুধ দ্বারা প্রতিদিন ১৫০-২০০ গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করে থাকেন। বিশেষ করে দুধের উপর নির্ভরশীল শিশুদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ে থাকেন। দুগ্ধ খামার করে তিনি নিজে যেমন স্বাবলম্বী হয়েছেন তেমনি তার সফলতা দেখে এবং তার পরামর্শে আরো অনেকে দুগ্ধ খামার করেছেন। তিনি এ বিষয়ে গবেষণাসহ গো-পালন ও দুগ্ধ খামার করণ বিষয়ে 'কিছু কথা' নামক একটি বই রচনা করেন।

তার ইচ্ছা তাকে অনুকরণ করে দেশে অনেক ভাল বিশুদ্ধ দুগ্ধ খামার গড়ে উঠবে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে ও শিশুখাদ্যসহ পুষ্টি চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে।

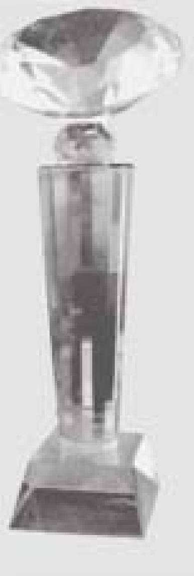

প্রোমিজিং ফার্মার অব দি ইয়ার (পোল্ট্রি)

মো. মাসুদুল হক (নিলু)

মো. মাসুদুল হক (নিলু), পিতা মরহুম মোজাম্মেল হক, রাজশাহী এর কলিমগঞ্জের একজন অধিবাসি। তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে অলুয়া চারঘাট, রাজশাহীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে বাণিজ্যিক মুরগীর খামার শুরু করেন। তখন হাতেগোনা কয়েকটি হাইব্রিড মুরগীর খামার ছিল। পরবর্তীতে খামারজের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা হতে উত্তরণের জন্যে স্বল্পসংখ্যক খামারীদের সাথে মত বিনিময়সহ সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং বিভিন্ন বই-পুস্তক হতে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা খামার পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দারিদ্র বিমোচন ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ কল্পে কিছু এনজিও এর মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পকে বিস্তারের জন্য ১৯৯৫ সালের দিকে কাজ শুরু করেন। রাজশাহীতে সর্বপ্রথম ব্রয়লার মুরগীর প্রক্রিয়াজাত মাংস বাজারজাত শুরু করেন। ১৯৯৮ সালের দিক হতে এ শিল্পের বিপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ পোল্ট্রি এসোসিয়েশন গঠিত হয়। সেখানে প্রায় ১৫ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালে ATDP এর আয়োজনে ভারতের ব্যাঙ্গালোর এবং মহিশুরের CFTRI গবেষণা কেন্দ্রে পোল্ট্রি মাংস প্রক্রিয়াজাত এবং পোল্ট্রির ওয়াস্ট ম্যাটেরিয়াল ইউটিলাইজেশনের উপর ট্রেনিং সম্পন্ন করেন।

পরবর্তীতে এই শিল্পকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেশে-বিদেশে (ভারতে) অনেক সভা/সেমিনার/ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। করতে গিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে একদিন দেখতে পান উনার পথ ধরে অনেকেই এই শিল্পকে একমাত্র পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং তা থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন-যা দেখে তার খুব ভালো লাগে। বর্তমানে কমার্শিয়াল লেয়ার এবং প্যারেন্ট ব্রয়লার ও সোনালী প্যারেন্ট খামার করে এই পেশার সঙ্গে আজীবন বেঁচে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাজশাহী অঞ্চলে জনাব মো. মাসুদুল হক নিলু-র প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে যা সর্বমহলে সমাদৃত।

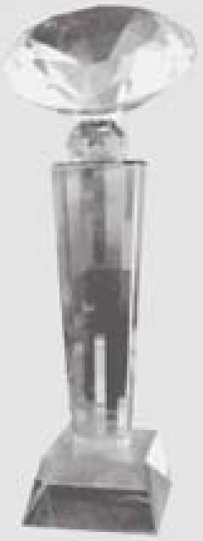

বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী-র ভূমিকা : একটি প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

কৃষিবিদ ড. মোঃ মীজানুর রহমান

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এ.আই) মুরগি ও অন্যান্য পাখির একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা লক্ষণবিহীন ক্ষুদ্র প্রকৃতির সংক্রমণ থেকে শুরু করে মারাত্মক প্রকৃতির রোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস একটি অর্থোমিক্সো ভাইরাস। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়, যথা টাইপ- এ, বি ও সি। টাইপ বি ও সি ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু টাইপ -এ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য পাখী যেমন হাঁস-মুরগি, টার্কি, তিতপাখি, কোয়েল, রাজহাঁস, গিনি ফাউল ইত্যাদিকে রোগ সৃষ্টি করে। রোগ তৈরীর ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এ.আই.ভাইরাসকে লো-প্যাথজেনিক (LPAI) ও হাইলি প্যাথজেনিক (HPAI) বার্ড ফ্লু. ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বার্ড ফ্লু. ভাইরাসের বহিরাবরণে দণ্ডাকৃতির হিমাগ্লুটিনিন (Haemagglutinin) এবং ব্যাঙের ছাতা আকৃতির নিউরামাইনিডেজ (Neuraminidase) প্রোটিন বিদ্যমান। এন্টিজেনের উপর ভিত্তি করে বার্ড ফ্লু. ভাইরাসকে বিভিন্ন সাব টাইপে ভাগ করা হয়। অদ্যাবধি ১৬ ধরনের হিমাগ্লুটিনিন (H_1 to H_{16}) এবং ৯ ধরনের নিউরামাইনিডেজ (N_1 to N_9) এন্টিজেন চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে H_5 এবং H_7 এন্টিজেন বহনকারী ভাইরাসগুলো সাধারণতঃ HPAI ভাইরাস হয়ে থাকে। যে কোন বয়সের পাখিই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হতে পারে। মুরগীর খামারে আকস্মিক মৃত্যুহার বৃদ্ধি, ক্ষুদামন্দা, শ্বাসকষ্ট, স্ফীত মাথা, নীলাভ ঝুটি, পায়ের ত্বকের নীচে রক্তক্ষরণ এবং বিশেষ করে ডিমের উৎপাদন হ্রাস এ.আই. রোগের প্রধান লক্ষণ। HPAI দ্বারা আক্রান্ত হলে খামারে মুরগির মৃত্যু শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। পোল্ট্রিতে LPAI সংক্রমণকে কোন সময়ই গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করা যাবে না। কারন, যে কোন সময়ই তা HPAI - এ রূপান্তরিত হয়ে মারাত্মক ধরনের মহামারী সৃষ্টি করতে পারে।

উচ্চমাত্রায় রোগ সৃষ্টি করার প্রবণতা, পশু-পাখি, মানব স্বাস্থ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কারনে এ.আই. রোগটিকে OIE (Office International des Epizootics) এর আন্তর্জাতিক পশুরোগের ধারা অনুযায়ী রিপোর্টেবল রোগের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ.আই. বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত রোগ। দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এ রোগটিকে সনাক্ত করা হয়। এর পরপরই এ ভাইরাসটি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। ভারত, পাকিস্তান ও মায়ানমারে ২০০৬ সালে গৃহপালিত মুরগিতে এ রোগের সংক্রমণ প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম HPAI সনাক্ত করা হয়।

টেবিল ১ : রাজশাহী জেলায় বার্ড ফ্লু রোগে হাঁস-মুরগি নিধনের চিত্র (২০০৮-২০১২)

ক্রমিক নং	নিধনের তারিখ	হাঁস মুরগি নিধন				সর্বমোট	মন্তব্য
		মুরগি নিধন		হাঁস নিধন			
		বাণিজ্যিক খামার	পারিবারিক খামার	বাণিজ্যিক খামার০	পারিবারিক খামার		
০১	১৬/০১/২০০৮	০৩	০২	০	০৪	০৯	
০২	২৯/০১/২০০৮	০৩	৩৮	০	১২	৫৩	
০৩	২৩/০২/২০০৮	০১	১০	০	০৪	১৫	
০৪	০১/০৩/২০০৮	০২	০১	০	০	০৩	
০৫	১২/০৩/২০০৮	০৩	১৮	০	০৮	২৯	
০৬	১৪/০৩/২০০৯	০	১৮	০	০৩	২১	
০৭	১৬/০২/২০১১	০১	০	০	০	০১	
	মোট	১৩	৮৭	০	৩১	১৩১	

টেবিল ১ থেকে দেখা যায় যে দেশে ২০০৭ সালে বার্ড ফ্লু, সংক্রমন হলেও রাজশাহী জেলায় ২০০৮ সালে প্রাথমিকভাবে ১২টি বাণিজ্যিক মুরগি খামারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। একই সময়ে পারিবারিকভাবে উন্মুক্ত পরিবেশে পালিত ৯৭টি পরিবারের হাঁস-মুরগি নিধন করা হয়। ২০০৯ সালে কোন বাণিজ্যিক মুরগি খামার আক্রান্ত হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ২০১০ সনে কোন ধরনের সংক্রমন ঘটেনি। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেবল একটিমাত্র বাণিজ্যিক মুরগির খামারে এ.আই. দেখা দেয়। ২০১১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় সার্ভিলেন্স ও নিবিড় মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় বার্ড ফ্লু সংক্রমণ দেখা যায় নি।

টেবিল ২। রাজশাহী জেলায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হাঁস-মুরগি নিধনের পরিসংখ্যান (২০০৮-২০১২)

ক্রমিক নং	নিধনের তারিখ	আক্রান্ত এলাকা	হাঁস মুরগি নিধনের পরিসংখ্যান				সর্বমোট	মন্তব্য
			মুরগি নিধন		হাঁস নিধন			
			খামার	পারিবারিক	খামার	পারিবারিক		
০১	১৬/০১/২০০৮	বোয়ালিয়া	১৯১০	০৯	০	১১	১৯৬০	
০২	২৯/০১/২০০৮	বোয়ালিয়া	১৪৯৭১	১৩৭	০	৬৮	১৫১৭৬	
০৩	২৩/০২/২০০৮	বোয়ালিয়া	৫০০	২৭	০	২৩	৫৫০	
০৪	০১/০৩/২০০৮	পবা	৫৪৪৮	০৫	০	০	৫৪৫৩	
০৫	১২/০৩/২০০৮	বাগমারা	৫৯৯৪	১০৮	০	৩৩	৬১৩৫	
০৬	১৪/০৩/২০০৯	বোয়ালিয়া	০	৫৯	০	৩৮	৯৭	
০৭	১৬/০২/২০১১	বোয়ালিয়া	৬২৮৭	০	০	০	৬২৮৭	
	মোট		৩৫১১০	৩৭৫	০	১৪৩	৩৫৬২৮	

টেবিল ২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ২০০৮ সালে বার্ড ফ্লু, সংক্রমনের ফলে বাণিজ্যিক খামারে পালনকৃত ২৮৮২৩টি মুরগি ও পারিবারিকভাবে পালনকৃত ২৮৬টি মুরগি নিধন করা হয়। একই সময়ে পারিবারিকভাবে পালনকৃত ১৩৫টি হাঁস নিধন করা হয়। ২০০৯ সালে কোন খামার আক্রান্ত না হওয়ায় কেবল পারিবারিকভাবে পালনকৃত ৯৭টি হাঁস-মুরগি ধ্বংস করা হয়। বিগত ৫ বছরে রাজশাহী জেলায় সর্বমোট ৩৫৬২৮টি হাঁস-মুরগি নিধন করা হয়।

টেবিল ৩। রাজশাহী জেলায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হাঁস-মুরগির ডিম নিধনের পরিসংখ্যান (২০০৮-২০১২)

ক্রমিক নং	নিধনের তারিখ	আক্রান্ত এলাকা	ডিম নিধনের পরিসংখ্যান		সর্বমোট	মন্তব্য
			বাণিজ্যিক খামার	পারিবারিক		
০১	১৬/০১/০৮	বোয়ালিয়া	১৮৭০	০	১৮৭০	
০২	২৯/০১/০৮	বোয়ালিয়া	৫১৭৮	৬২	৫২৪০	
০৩	২৩/০২/০৮	বোয়ালিয়া	৪০০	১০	৪১০	
০৪	০১/০৩/০৮	পবা	২৫৫০	০	২৫৫০	
০৫	১২/০২/০৮	বাগমারা	০	৫০	৫০	
০৬	১৪/০৩/০৯	বোয়ালিয়া	০	২৩	২৩	
০৭	১৬/০২/১১	বোয়ালিয়া	৪৩৬৫	০	৪৩৬৫	
	মোট		১৪১৬৩	১৪৫	১৪৩০৮	

রাজশাহী জেলায় বার্ড ফ্লু রোগে হাঁস-মুরগি নিধনের পাশাপাশি উৎপাদিত ডিমও ধ্বংস করা হয়। ২০০৮ সালে বোয়ালিয়া (মেট্রো) থানার অধীনে বাণিজ্যিক খামারের ৭৪৪৮টি এবং পারিবারিক পর্যায়ে ৭২টি ডিম ধ্বংস করা হয়। একইভাবে ২০০৮ সালের সংক্রমণে বাগমারা উপজেলায় বাণিজ্যিক খামারের কোন ডিম পাওয়া যায় নি; তবে পারিবারিকভাবে বাগমারা উপজেলায় ৫০টি ডিম ধ্বংস করা হয়। ২০০৯ ও ২০১১ সালে বোয়ালিয়া (মেট্রো) থানায় বাণিজ্যিক খামারে ৪৩৬৫টি এবং পারিবারিক পর্যায়ে ২৩টি ডিম নিধন করা হয়। এমনিভাবে বিগত ৫ বৎসরে সর্বমোট ১৪৩০৮টি ডিম নিধন করা হয় এবং ক্ষতিপূরণও দেয়া হয়।

টেবিল ৪ : রাজশাহী জেলায় বার্ড ফ্লু রোগে হাঁস-মুরগি নিধনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা)

ক্রমিক নং	নিধনের তারিখ	আক্রান্ত এলাকা	ক্ষতিপূরণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	১৬/০১/০৮	বোয়ালিয়া	১৪০৬০০.০০	
০২	২৮/০১/০৮	বোয়ালিয়া	১০৮১২৮৫.০০	
০৩	২৩/০২/০৮	বোয়ালিয়া	৫০৭৮৫.০০	
০৪	০১/০৩/০৮	পবা	৪৯৭৫৪৫.০০	
০৫	১২/০৩/০৮	বাগমারা	৪৯৩৭২০.০০	
০৬	১৪/০৩/০৯	বোয়ালিয়া	৮৯২৮.০০	
০৭	১৬/০২/১১	বোয়ালিয়া	১২৭৯২২৫.০০	
	মোট		৩৫৫২০৮৯.০০	

রাজশাহী জেলায় ২০০৮ সালে বার্ড ফ্লু রোগে হাঁস-মুরগি, কবুতর ও ডিম ধ্বংস করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও খামারীদের মাঝে ২২,৬৩,৯৩৫.০০ টাকা ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করা হয়। একইভাবে ২০০৯ ও ২০১১ সালে ১২,৮৮,১৫৪.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় অর্থাৎ বিগত ৫ বৎসরে এ জেলায় সর্বমোট ৩৫,৫২,০৮৯.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার উননব্বই) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

টেবিল ৫ : রাজশাহী জেলায় বার্ড ফ্লু রোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পুনর্বাসনের অর্থ প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	পুনর্বাসনকৃত থানা/উপজেলা	পুনর্বাসনের ধরন	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	২০১০-১১	বোয়ালিয়া	৮০টি পরিবার	৩৮০০০০.০০	
০২	২০১০-১১	বাগমারা	৪০টি পরিবার	১৯০০০০.০০	
			০২টি খামার	১৯০০০.০০	
				৫৮৯০০০.০০	

রাজশাহী জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের পুনর্বাসনের জন্য ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৫,৮৯,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় (টেবিল ৪)। বোয়ালিয়া (মেট্রো) থানার অধীনে ৮০টি পরিবারকে ৩,৮০,০০০.০০ টাকা এবং বাগমারা উপজেলায় ২টি খামার ও ৪০টি পরিবারের মধ্যে ২,০৯,০০০.০০ টাকা পুনর্বাসনের জন্য প্রদান করা হয়।

টেবিল ৬ : রাজশাহী জেলায় বার্ড ফ্লু রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ (২০০৮-২০১২)

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ		প্রাপ্তির উৎস	মন্তব্য
	উপকরণের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ		
০১	ক. স্প্রে মেশিন	১৫০	বার্ড ফ্লু সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা	
০২	ক. অডিও সিডি	৫০	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা	
	খ. ভিডিও সিডি	৫০		
	গ. জিরকন	৪৫		
	ঘ. লিফলেট	২০০০		
	ঙ. ফেস্টুন	২৩২		
	চ. পোস্টার	১০০০		
০৩	ক. স্প্রে মেশিন	৩০০	গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধে স্প্রে কার্যক্রম কর্মসূচী	
	খ. ম্যানুয়েল	৩০০		
	গ. ডিটারজেন্ট (১০০ গ্রাম প্যা:)	৩০০		
	ঘ. ক্লিনার (১০০ এম.এল বোত:)	২০০		
	ঙ.ক্লিনার বোত: (৫০০ এম.এল বোত:)	১০০		
০৪	ক. জিরকন	৬৫	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	
	খ. ডিটারজেন্ট	১০		
	গ. ফ্লু ডিটেক্ট কিট	০৫		
	ঘ. পিপিই	৩৮৫		
	ঙ. গোগলস	১১৪০		
	চ. আইসোলেশন গাউন	১০৫		
	ছ. ফেস মাস্ক	৮৬০		
০৫	ক. জিরকন	১২.৫০	স্ট্রেংদেনিং অব সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ	

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি মারাত্মক ভাইরাস রোগ। এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য কঠোর জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) ব্যবস্থা জোরদারকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ রোগ সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অডিও-ভিডিও সিডি, লিফলেট-ফেস্টুন, পোস্টার এবং ম্যানুয়েলের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া খামারকে জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য জিরকন এবং ডিটারজেন্ট-ক্লিনার সরবরাহ করা হয় খামারীদের। রোগ নির্ণয়ের জন্য " ফ্লু ডিটেক্ট কিট " পাওয়া যায়। অধিকন্তু, বিজ্ঞান ভিত্তিক Stamping out এর জন্য পিপিই, গোগলস এবং ফেস মাস্ক ব্যবহার করা হয়। সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে ২৩ জন এ.আই.ডব্লিউ কর্মরত আছে। তারা নিয়মিতভাবে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন ২টি বাণিজ্যিক খামার এবং ৩০টি খানা পরিদর্শন করছে। তাই এ.আই. প্রতিরোধে প্রাপ্ত উপকরণাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

০১	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার অনুষ্ঠান
০২	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ
০৩	সকল বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ফার্ম রেজিস্ট্রেশন করণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
০৪	মেট্রো থানা এবং উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ডভিত্তিক লীড খামারী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান
০৫	খামার পরিদর্শন ও খামারীদের সকল সময়ে পরামর্শ প্রদান
০৬	সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য অস্থায়ী লোকবল নিয়োগ
০৭	জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
০৮	জেলার বিভিন্ন হাঁস মুরগির কাঁচা বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ করে রোগ নিরুপন
০৯	ষ্ট্যাম্পিং আউটের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জীবাণুনাশক মজুদকরণ
১০	চেক পোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ
১১	বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ

উপসংহার : বর্তমানে আমাদের দেশে পোল্ট্রি শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০ লক্ষেরও অধিক মানুষ জড়িত। বার্ড ফ্লু এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশে শুধুমাত্র পোল্ট্রি শিল্পই বিপর্যস্ত হয় না বরং এর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তৃত হয় নানা ক্ষেত্রে। এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি এবং সরকারী পর্যায়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ রোগের ভাইরাস প্রথম সনাক্ত হয় ২০০৭ সালের ১৫ই মার্চ। সারা দেশে রোগের ব্যাপকতার ফলে লক্ষ লক্ষ মুরগি ও ডিম নিধন করা হয়। অজস্র পোল্ট্রি খামার বন্ধ হয়ে যাবার ফলে প্রাণীজ আমিষের দারুন ঘাটতি দেখা দেয় এবং ব্যাপকভাবে অপুষ্টিজনিত সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ও সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস। বার্ড ফ্লু, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা ও গণযোগাযোগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আপতকালীন কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, বার্ড ফ্লু, রোগ বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণে কঠোর জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিপালন, নজরদারী ও নিবিড় তদারকি কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা বর্ধিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজশাহী জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু, প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং খামারীরা আবার নির্ভয়ে খামার পরিচালনা করতে পারবেন। এর ফলে দেশের পোল্ট্রি শিল্পের দুর্যোগ কেটে যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক : জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী।

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

প্রফেসর ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে স্বাধীনতার সময় যেখানে ৭.৫ কোটি জনসংখ্যা ছিল। বর্তমান তা বেড়ে প্রায় ১৬ কোটি তে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশে ২০০৪ সালে বার্ষিক দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন হত যথাক্রমে ২.১৪ মেট্রিক টন ১.০৬ মেট্রিক টন, ৫৬২৩ মিলিয়ন টন। বর্তমানে দেশে এ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪৬৩ মেট্রিক টন, ২.৩৩২ মেট্রিক টন, ও ৭৩০৩.৮৯ মিলিয়ন টন যা দেশের প্রাণিসম্পদের সামগ্রিক অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। বাংলাদেশে গার্মেন্ট শিল্পকে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি বলা হয়। বর্তমানে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গার্মেন্টস সেক্টরের সাথে যুক্ত। যেখানে সরকার এই সেক্টরকে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। তদরূপ পোল্ট্রি সেক্টর এদেশের ২য় বৃহত্তম শিল্প যেখানে প্রায় ১ কোটি মানুষ সরাসরি জড়িত। পোল্ট্রি যদিও কৃষি সেক্টরের উল্লেখ্য যোগ্য দিক তবুও এই সেক্টরের বিকাশ ও সংরক্ষণে কৃষি সেক্টরের মত নূন্যতম কোন সুযোগ সুবিধা প্রদান তো দূরের কথা সেই ধরনের কোন উদ্যোগ চোখেই দেখা যায় না। আর গার্মেন্টস সেক্টরের মত গুরুত্বারোপ তো অকল্পনীয়।

এই যদি হয় আমাদের সবচেয়ে কম দামি ও সহজলভ্য আমিষ উৎপাদনের ইতিবৃত্তি তখন সেখানে প্রাণীজ আমিষ ব্যতিরেকে একটি সুস্থ সবল বুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ কল্পনা করা যায় না।

হিউম্যান স্বাস্থ্য সেক্টরে যেমন MBBS ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল ডাক্তার, গ্রাম্য চিকিৎসক, ট্রেনিংপ্রাপ্ত এসিসটেন্ট সহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বাস্থ্য খাতকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের প্রাণিসম্পদ খাত দেশের আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য সেক্টর যেখান থেকে মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়, সেখানে এই বিশাল প্রাণিসম্পদের জন্য কেবল কিছু সীমিত সংখ্যক ভেটেরিনারি ডাক্তার ও কিছু স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নেই। যারফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার ফলে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি কেবল দক্ষ জনগণের অভাবে।

স্বাস্থ্য খাতের মতো আমাদের প্রাণি সম্পদ খাতে যদি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং স্বল্প ও মধ্যম ট্রেনিং এর মাধ্যমে আর কিছু সংখ্যক জনবল তৈরী করা যায় তবে তা আমাদের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে আরও অধিক অবদান রাখতে সমর্থ হবে। স্বাস্থ্য খাতের মত আমাদের এই প্রাণী সম্পদ খাতেও যদি বিভিন্ন লেভেলে সহকারী তৈরী করা যায় তবে একটি দিকে যেমন আমাদের এই খাত আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সেই সাথে দেশের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সুস্থ সবল দেহ ও মনের জন্য প্রাণিজ আমিষ মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমরা যে মাছ, মাংস ও ডিম হতে যে প্রোটিন পাই তা মানব দেহ গঠনে অত্যন্ত জরুরী। সঠিক প্রোটিনের অভাবে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগে এবং সেখানে তারা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের এই প্রাণিসম্পদকে উন্নতি করতে সক্ষম হয় তবে প্রতি বছর লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের স্বাস্থ্যহানী লাঘব করা সম্ভব।

প্রাণিসম্পদ ও মানব সম্পদ একটি আরেকটির সাথে নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

অথচ এই প্রাণিসম্পদ আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এর পিছনে মূলত দায়ী- আমাদের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি মাধ্যম ও আমাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সকলের এগিয়ে আসার বিকল্প কিছু হতে পারে না।

লেখক : অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদ ও পরিচালক, ভেটেরিনারী ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

World Veterinary Association

ড. মোহিতুর রহমান

"মানবজাতি ও প্রাণিসম্পদের কল্যাণে গৌরবের ১৫০ বছর"

"World Veterinary Association (WVA) "বিশ্বব্যাপি মানবজাতি ও প্রাণিসম্পদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত একটি সেবাদানকারী সংস্থা। ১৮৬৩ সালে জার্মানীর হামবুর্গ শহরে WVA এর প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। এ বছরই এ সংস্থা গৌরবের ১৫০ বছরপূর্ণ করছে।

World Veterinary Association এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: প্রথমত, "One World -One Health" ধারণাটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয়ত, Animal Health and Animal Welfare এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে Public Health. "One World-One Health" welqw UVeterinary and Human Medicine এর একটি সমন্বিত প্রয়াস, যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি মানবজাতি এবং প্রাণি সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বায়নের যুগে প্রাণিসম্পদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানী/ রপ্তানি এবং মানুষের অবাধ বিচরণ "One World-One Health" ধারণাটিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিষয়টির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রাণি থেকে মানুষ/মানুষ থেকে প্রাণিতে সংক্রমণযোগ্য রোগসমূহের যথাযথ তদারকি এবং প্রতিরোধ সম্ভব। স্বাস্থ্যবান প্রাণি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ। স্বাস্থ্যবান প্রাণী পেতে হলে প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। উপরোল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই Public Health এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমগ্রবিশ্বে ভেটেরিনারিয়ানগণ উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। প্রাণি, প্রাণিসম্পদের মালিক এবং সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক ভেটেরিনারিয়ানকে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এক্ষেত্রে Veterinary Science/Medicine বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনই প্রথম ধাপ। World Veterinary Association বিশ্বব্যাপি এই শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভেটেরিনারি শিক্ষার উচ্চমান এবং প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হওয়ার মানসিকতা তৈরীর জন্য সারাজীবন এই বিষয়ে অত্যাধুনিকও যুগোপযুগী শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। বিশ্বের অধিকাংশ ভেটেরিনারিয়ানগণ তাদের পেশাগত উচ্চমান ধারণ করে বলেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাঁরা মানুষ এবং প্রাণিসম্পদের কল্যাণে নিরবিচ্ছিন্ন অবদান রেখে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপি খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তায় একজন ভেটেরিনারিয়ানের ভূমিকা অনস্বিকার্য। মানুষের আমিষের চাহিদার অধিকাংশই প্রাণীজ আমিষ। এই প্রাণীজ আমিষের উৎপাদন ও নিরাপদ সরবরাহের মাধ্যমে ভেটেরিনারিয়ানগণ মানবজাতির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করছে।

প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষ শনিবার বিশ্বব্যাপি "World Veterinary Day" পালন করা হয়। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতি ও প্রাণিসম্পদের কল্যাণে ভেটেরিনারিয়ানদের ভূমিকা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সচেতন করা তোলা। এ বছরের বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Vaccination to Prevent & Protect". এ বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, র‍্যালি ও টিকা প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করে এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ বছরে ভেটেরিনারি দিবসের লক্ষ্য।

ভেটেরিনারি বিশ্বের একটি প্রাচীনতম পেশা। বিশ্বায়নের এই সময়ে মানুষের জীবন যেমন অতীব মূল্যবান তেমনি প্রাণীসম্পদের উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। মানবজাতি এবং প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষভাবেই একে অপরের পরিপূরক। এই দুই প্রজাতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করছে ভেটেরিনারিয়ানগণ। তাই সারা বিশ্বে ভেটেরিনারি পেশা বিশেষভাবে সমাদৃত। "World Veterinary Association" গত ১৫০ বছর ধরে মানবজাতি ও প্রাণীসম্পদের কল্যাণ এবং ভেটেরিনারিয়ানদের মর্যাদা রক্ষায় সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

"Bangladesh Veterinary Association" ও বাংলাদেশে মানুষ ও প্রাণিসম্পদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সংস্থাটি পেশাগত বিষয়ে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের স্বার্থ রক্ষায় আরো সক্রিয় হবে বলে আশা করি। ভেটেরিনারিয়ানদের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশে প্রাণীসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ, সম্প্রতি নতুন জনবল কাঠামো প্রণয়নের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেটেরিনারিয়ান এর পদ রেখে ভবিষ্যতে প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট হওয়ার জন্য বিনীত আবেদন করছি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, এনিমেল হাজবেন্ড্রী এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি

খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য

ড. সাবরিনা আলাম

ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে। প্রকৃতিতে তারই সাজ সাজ রব। ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশে এরপরই এসে যাবে মধুমাস । আর মধুমাস আসবার সাথে সাথে দেশের ছোটো বড় সব ধরনের মার্কেটে দেশীয় রসালো ফল আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, আনারস, বেল, কলা ইত্যাদি জায়গা করে নিতে শুরু করবে। এসব ফলের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ এতোটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সব বয়সী এবং সব শ্রেণী পেশার মানুষই এর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। বলা যায় এতোসব ফলের সমাহারের মধ্য দিয়েই বোধ হয় ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টি এদেশের মানুষের মনে বেশি দোলা দিতে সক্ষম হয়। ফলে গ্রীষ্মকালীন প্রচন্ড তাপদাহ মানুষের শরীরে জ্বালা ধরালেও মন তৃপ্ত হয়ে যায় সুমিষ্ট ফলের রসে। এই সুমিষ্ট ফল আমাদের সংস্কৃতিতেও এনেছে ভিন্ন মাত্রা। গ্রামীণ সমাজে মধুমাসে মেয়েরা স্বামী, সন্তানকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে জামাই আপ্যায়ন করা হয় দুধ, চিড়া, মুড়ি, খৈ, দৈ দিয়ে। সাথে থাকে পাকা আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু ইত্যাদি।

বৈশাখের ঝড়ে প্রতি বছর প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হলেও এদেশের মানুষের মনে বৈশাখ আতঙ্ক নয়, নিয়ে আসে সুখস্মৃতি। ছেলে মেয়েরা বাগানে বাগানে আম কুড়োয়, তা দিয়ে তৈরি হয় নানান জাতের আচার, অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। এই কুড়োনো আম কোন্ বাগানের অর্থাৎ গাছের মালিক কে এটি এখানে বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় সার্বজনীনতা, সামাজিকতা। একাকার হয়ে যাবার ব্যাপার। এই দৃশ্যটিকে সামনে রেখে সৃষ্টি হয়েছে অনবদ্য শিশু সাহিত্য- আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা/ ফুল তুলিতে যাই/ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই/ ঝড়ের দিনে মামার দেশে/ আম কুড়াতে সুখ/ পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।

তবে কেবল গ্রামীণ জীবনই নয় মধুমাসকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে বহু কাল থেকে। ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ পালনের রেওয়াজ এখনো অব্যাহত রাখা হয়েছে। কিন্তু উৎসব পালনের ক্ষেত্রে কোথায় যেন কিছুটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। মানুষ নির্মল আনন্দ লাভ করতে পারছে না। যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান যুগে অনেক সহজলভ্য হয়েছে জীবনউপভোগ্য সামগ্রী। উৎপাদন বেড়েছে সব ধরনের খাদ্য সামগ্রীর। কিন্তু তারপরেও মানুষ নিরাপদ অনুভব করতে পারছে না। এর কারণ বোধ হয় প্রতিটি খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দ্রব্যের উপস্থিতি। গ্রীষ্মকালীন ফলের কথাই ধরা যাক। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, আনারস, পেয়ারা প্রচুর পরিমাণে বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ফলে এসব ফলের স্বাদ,বর্ণ গন্ধেও বেশ বৈচিত্র্য এসেছে। কিন্তু ফল সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি ও নীতিমালা না থাকায় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সংরক্ষণের নামে ফলে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হচ্ছে। বাগান থেকে মার্কেটে আসা তারপর ক্রেতার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত কয়েক ধাপে এই রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের কাজ চলছে। ফল যেহেতু অত্যন্ত পচনশীল দ্রব্য তাই অধিকাংশ কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে এই পদ্ধতিতে পা বাড়ান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসাধুতা বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে অধিক মুনাফা লাভের ব্যাপারও থাকে। যেমনঃ কৃত্রিম রঙ প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক অসাধু ফল ব্যবসায়ী ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে।

একই কথা বলা যায় শীতকালীন সবজি এবং ফলের ক্ষেত্রে। শীতের প্রধান সবজি টমেটো গুণ এবং মানের দিক থেকে অনেক দামী ও বিদেশী ফলের সমতুল্য। সহজলভ্য এই সবজির খাদ্যগুণ নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে এতে রাসায়নিক প্রয়োগ করে। বাঙালির শীতকালীন আনন্দের একটি প্রধান উৎস ঘরে ঘরে পিঠা উৎসব। যে উৎসবের প্রধান উপাদান খেজুরের গুড়। আশ্চর্যের বিষয় হলো সংরক্ষণের প্রয়োজনে নয় শুধু ক্রেতার চোখে চাকচিক্য সৃষ্টি করতে এই গুড়ে রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। পিঠার আরেক উপাদান দুধ সেটিও ভেজাল প্রয়োগ থেকে বাইরে নেই। এর ঘনত্ব, রঙ কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে ব্যবহৃত হচ্ছে নানান কৌশল। কখনো কখনো দুধের উৎপাদন বাড়ানোর নামে গাভীকে খাওয়ানো হচ্ছে এমন কিছু উপাদান যা দুধের গুণগত মান তো নষ্ট করছেই স্বাদেও এনে দিচ্ছে ভিন্ন মাত্রা ও গন্ধ। আর দুধ তো কেবল মানুষের শখের খাদ্য তালিকার বিষয়ই নয়। এটি যেমন প্রধান শিশু খাদ্য তেমনি সব বয়সী মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি খাদ্য উপাদানও বটে।

মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, অস্থি ও দাঁতের ক্ষয়রোধ এবং পুষ্টির সমতা বিধানে এর চাইতে উন্নত কোনো খাদ্য এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। সরাসরি পান করার সাথে সাথে মিষ্টি, পায়েস, পুডিং, ঘি, মাখন, পনির, আইসক্রিম, লাচ্ছি, বোরহানী ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে নানাভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ দুধ খেয়ে থাকে। সুতরাং দুধে ভেজাল রোধ করতে না পারলে জাতীয় জনস্বাস্থ্যের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

এবার তাকানো যাক জাতীয় পুষ্টির অন্যতম যোগানদাতা আমিষ খাদ্যের দিকে। সাধারণতঃ প্রাণীজ আমিষ মানুষের শরীরে উন্নত

প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে। আমাদের দেশে মাছ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং মুরগীর মাংস প্রাণীজ প্রোটিনের প্রধান উৎস। হতাশাজনক ব্যাপার হলো এসব মাংসের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বা যাচাই এর ন্যূনতম ব্যবস্থা এদেশে এখনো করা যায়নি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কোনো স্বাস্থ্য সম্মত পশু জবাইখানা না থাকায় রাস্তা-ঘাটে যত্র তত্র পশু জবাই এবং বিক্রি হচ্ছে। ফলে মাংসের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা সব সময়ই রয়ে যাচ্ছে। অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দ্বারা মানুষের দেহে সংক্রমণের উদাহরণ নিকট অতীতে যেমন দেখা গেছে, তেমনি বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। পশু জবাই আইন বাস্তবে কার্যকরী না হওয়ায় এ ধরনের জুনোটিক রোগ দ্বারা সংক্রমণের আশংকা তাই এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

পোল্ট্রি শিল্প এমন কী মৎস্য খামার একইভাবে জনস্বাস্থ্যের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত পচনশীল দ্রব্য হিসেবে মাছ মার্কেটে আসবার আগে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্বারা প্রিজার্ভ করা হয়। এমনিতে বাঙালির মাছে-ভাতে পরিচয় আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। নদ-নদী, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাধারণ জনজীবনে দেশীয় প্রজাতির মাছ এক রকম দুষ্প্রাপ্য। বর্ষা মৌসুমে মার্কেটগুলোতে দেশী জাতের মাছ অল্প পরিসরে যেটুকু পাওয়া যায় অধিক দামের কারণে সাধারণ মানুষের তা নাগালের বাইরেই থাকে। পুকুরে কৃত্রিমভাবে যে মাছের চাষ হয় সে পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে। জমিতে রাসায়নিক এর ব্যবহার এবং কলকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অবাধে নদী ও জলাশয়ের পানি দূষিত হচ্ছে। সুতরাং এসব পানিতে প্রাকৃতিকভাবে যে মাছ উৎপন্ন হচ্ছে তাও মানুষের খাওয়ার উপযোগী নয়।

আবার লাইসেন্সবিহীন ঔষুধ এবং প্যাকেটজাত খাদ্যের নকল কারখানাগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য আরেক হুমকী। নকল ঔষুধ সরাসরি খেয়ে মানুষ যেমন অসুস্থ হচ্ছে তেমনি পশুকে খাওয়ানোর ফলে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর প্যাকেটজাত নকল ফ্রুটজুস, সফট ড্রিংকস পান করে মানুষের মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটছে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা কতটুকু আছে তা ভাববার বিষয়। প্রতি নিয়ত এদেশের মানুষ যে অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করে চলেছে তার পরিণতি হতে পারে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কেননা টিউমার, ক্যান্সার, কিডনী ফেইলিওর এর মতো রোগগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে কেবল মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে রেখেছে তাই নয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এসব রোগের চিকিৎসায় বহু পরিবার নিঃস্ব হতে চলেছে। দেশের অর্থনীতির জন্য এটি মোটেও সুখকর বিষয় নয়। শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে সব রকমের খাদ্যই যদি হয় মানুষের অসুস্থতার কারণ তবে জাতিগতভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। একটি অসুস্থ জাতি কখনো তার ভবিষ্যতকে সামনে এগিয়ে নিতে পারে না।

অথচ কিছু মনিটরিং এবং খাদ্য সংরক্ষণের মানসম্মত ব্যবস্থা পুরো চিত্রটিকে বদলে দিতে পারে। বর্তমানে বিএসটিআই এবং ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক খাদ্যের মান যাচাইয়ের যে ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। বিভিন্ন জেলা শহরে বিএসটিআই এর দপ্তর থাকলেও তাদের লোকবলের ঘাটতি এবং প্রযুক্তির অপ্রতুলতা তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। তাছাড়া দোষীকে আইনের আওতায় আনার জন্য যে আইন তাও অপরাধের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত খাদ্যে ভেজাল দ্রব্য প্রয়োগ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশজনিত কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিক যে জরিমানা করে থাকেন তার তুলনায় ঐসব প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বোধ করি অনেক বেশি। জানা মতে এখন পর্যন্ত কোনো অসাধু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সতর্ক হবার নজির মেলেনি। ক্রমাগত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা বোধ হয় সম্ভব।

তাছাড়া প্রতিটি জেলা উপজেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা প্রস্তুত এবং লাইভস্টক সেক্টরে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে পশু জবাই আইনকে কার্যকর করার এখনই সময়।

কাঁচামাল বাজারজাত করণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার অভাবে কৃষক থেকে ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই অসাধু পথে পা বাড়ায়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের ধরন অনুসারে মালামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান, আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, আম, লিচু, কলা, পেয়ারা, বরই এসব কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয়। প্রকৃতভাবে মানসম্মত উপায়ে এসব উৎপাদিত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে কেবল দেশের প্রয়োজনই নয় বিদেশে রপ্তানী করেও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

আশার কথা পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের সুরায় জীবনিরাপত্তা বিধিমালা চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। এই বিধিমালা কৃষি ক্ষেত্রে নির্বিচারে রাসায়নিকের ব্যবহার হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু আমাদের নিকট অতীতের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আরও একটি বিধিমালা এবং আইন কেবল কাগুজে আইন হয়ে থাকবে এটা আমরা আশা করি না। আশা করি আইনের প্রকৃত প্রয়োগ এবং নিরাপত্তা।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম

মোঃ আমজাদ হোসেন ভূঞা

কৃষি ভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। সমন্বিত কৃষি খামার পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ এর ব্যবহার বহুবিধ। মাংস, দুধ উৎপাদন ছাড়াও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বায়োগ্যাস উৎপাদন ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদ খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশে প্রায় ২৩.৭৬ মিলিয়ন গরু ও মহিষ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে গবাদি পশুর ঘনত্ব বেশী। এত বিশাল আকারের স্টক থাকা সত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট জাতের গাভী বা মহিষ নেই, সবই হলো দেশীয় (indigenous) জাতের। যাদের দুধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তবে দেশের কিছু কিছু এলাকা যেমন- ফরিদপুর, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম জেলার গবাদি পশুর উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য এলাকার তুলনায় কিছু বেশী। দেশীয় গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন করে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি আধুনিক প্রযুক্তি। বেশী উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে গাভীকে প্রজনন করানো হলে উন্নত মৌলিক গুনাবলী তার বাছুরের দেহে সঞ্চালিত হয়। উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে এদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন করার একমাত্র মাধ্যম কৃত্রিম প্রজনন।

১৯৬৯ সালে জার্মানীর যৌথ সহযোগিতায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ক্যাটেল ব্রিডিং স্টেশন এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহন করা হয়। ১৯৭৩ সালে ১২৫ টি ফ্রিজিয়ান এবং জার্সী জাতের গাভী আমদানীর মাধ্যমে সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং স্টেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের তথ্যঃ

অর্থ বছর	মোট সিমেন উৎপাদন (লক্ষ মাত্রা)	কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা (লক্ষ)	সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)
২০০৭-২০০৮	২৩.১১	১৮.১১	৬.১০
২০০৮-২০০৯	২৫.১০	১৯.৯৬	৬.২৯
২০০৯-২০১০	২৬.১০	২২.৭১	৬.৮৩
২০১০-২০১১	২৯.৬৬	২৮.৪৪	৭.৫৩
২০১১-২০১২	৩৪.৩৬	২৬.৮৯	৭.৯৬

দেশের চাহিদা অনুযায়ী দুধ, মাংস উৎপাদন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম একটি অন্যতম হাতিয়ার। মানুষের দোর গোড়ায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পৌঁছানোর লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম গুলো নিম্নরূপ-

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প ঃ

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের নেট ওয়ার্ককে ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬৬টি প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন করা হয় এবং বাৎসরিক সিমেন উৎপাদন ১৫.০০ লক্ষ মাত্রা থেকে ২৩.১১ লক্ষ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। ১০০০ টি ইউনিয়নে ১০০০ টি কৃত্রিম পয়েন্ট চালু হয় যার মাধ্যমে ১০০০জন বেকার যুবকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয় এবং কৃষক/খামারীদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পটির (২য় পর্যায়) বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে সারাদেশে আরও ১০০০ টি ইউনিয়নে ১০০০ টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট চালুর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রকল্পটি চলাকালীন সময়ের মধ্যে ৮০ টি ব্রিডিং বুল নির্বাচন করা হবে। সিমেন উৎপাদন ২৫ লক্ষ মাত্রা থেকে ৪০ লক্ষ মাত্রায় উত্তীর্ণ করা হবে। এই লক্ষ্যে রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীতে একটি আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার নির্মাণ করা হচ্ছে।

ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রো প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প

এই প্রকল্পটি ১ম পর্যায় ২০০২ সাল থেকে আরম্ভ হয়ে ২০০৭ সালে শেষ হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি ২য় পর্যায় চালু আছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম ২২ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- ১) সুপিরিয়র প্রোজেন বুল উৎপাদন ২) অধিক উৎপাদনশীল জাতের গাভী এবং বকনা চিহ্নিত করন। ৩) পাল মেটিং এর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরের মৌলিকমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি। ৪) মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি । এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে যে প্রোজেন বুল সৃষ্টি হবে তা দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সংকর জাতের গাভীর জেনেটিক গুনগতমানের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে।

বীফ ব্রীড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ

প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাংস উৎপাদনের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংসল জাতের উন্নয়ন সাধন করা। এলক্ষ্যে এগ্রোক্লাইমেটিক অবস্থা বিবেচনায় আমেরিকা থেকে ব্রাহমা জাতের সিমেন আমদানী করা হয়েছে। মেটিং প্লান অনুযায়ী ব্রাহমা জাতের সিমেন দিয়ে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকায় দেশী গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে ১ম জেনারেশন বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। ইহা ছাড়াও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ১০ জেলায় ১১টি উপজেলায় মোট ৩৫০ জন সহযোগী খামারীর মোট ৭০০টি দেশী গাভীকে ব্রাহমা জাতের সিমেন দিয়ে প্রজনন কার্যক্রম চালানো হয়। উক্ত কর্মসূচীর ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় মাংসল জাতের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মহিষের কৃত্রিম প্রজনন

বাংলাদেশের মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা কম তাই অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম একটি জাত উৎপাদনের লক্ষ্যে মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, গাভী মহিষকে উন্নত ষাঁড়ের হিমায়িত বীজ দিয়ে প্রজনন কার্যক্রম চালু করেছে। ইতিমধ্যে ইতালি থেকে ২৪০০ মাত্রা মেডিটেরিয়ান মুরাহ জাতের ষাঁড়ের বীজ ক্রয় করা হয়েছে। এই বীজ দ্বারা বাংলাদেশে মহিষের আধিক্য আছে এমন ১৩ টি জেলার মোট ৫৯টি উপজেলার কৃষকদের গাভী মহিষকে কৃত্রিম প্রজনন এর আওতায় এনে উন্নত জাত তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এছাড়া বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় অবস্থিত সরকারী মহিষ প্রজনন খামারের মহিষগুলোকেও কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হবে। এদেশেই উন্নত জাতের ষাড় মহিষের হিমায়িত বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে সাভার, ঢাকায় একটি ষাড় মহিষ পালন কেন্দ্র স্থাপন ও কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী নির্মাণ করা হচ্ছে।

কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে নিয়োজিত সংশিষ্ট সকলের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। গ্রাম বাংলার কৃষক/ খামারীগণের নিকট কৃত্রিম প্রজনন সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে অধিক দুধ, মাংস ও উন্নত জাতের বাচ্চা উৎপাদন, সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, বুদ্ধিভিত্তিক ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

লেখক : উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বেকারদের কর্মসংস্থানে এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরণ

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সকল জনসমষ্টির এক তৃতীয়াংশ বা তিনভাগের একভাগ যুব সম্প্রদায়। এদের মধ্যে প্রায় ২ (দুই) কোটি শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুব ও যুব মহিলা বেকার রয়েছে। যারা আজ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। ইহা থাকা সত্ত্বেও তারা কর্মসংস্থান জোগাড় করতে পারছে না। কর্মসংস্থানের অভাবে তারা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে এমনকি চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, হাইজাক, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি জঘন্য কাজ অনায়াসে করে যাচ্ছে। এমনকি মাদকাসক্ত হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করছে এবং পরিবার পরিজনকে দুশ্চিন্তায় রাখছে এবং সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে। এরা টাকা-পয়সা চুরি করে পরিবারকে অধিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এরা দেশের কোন কাজে আসছে না বরং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে এসকল বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং তারা বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করে নিজ হাতে কাজ করে নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হবে। এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরন এর মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এজন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন দেশের বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গবাদিপশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণেই এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরন বিষয়টি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এদেশে বেশীরভাগ এঁড়ে বাছুর অপুষ্টিজনিত কারনে শীর্নকায় স্বাস্থ্যহীন থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্যে ইউরিয়া ব্যবহার করে পশুকে খাওয়ালে স্বাস্থ্যহীন এঁড়ে বাছুরকে অতিসহজেই মোটাতাজাকরা যায়, খাদ্যের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর ফলে স্বাস্থ্য ভাল হবে এবং শরীরে মাংসের পরিমাণ যথেষ্ঠ বেড়ে যাবে। এঁড়ে বাছুর যৌগিক পাকস্থলী বিশিষ্ট প্রাণী হওয়ার ফলে তারা ইউরিয়াকে ভেঙ্গে আমিষে পরিণত করতে পারে খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দরকারী উপাদান। ইহা প্রাণিদেহের ক্ষয়পূরণ করে নতুন কোষ গঠন এবং মাংসের বৃদ্ধি ঘটায়। বেকার যুব ও যুব মহিলারা ২-২.৫ বৎসরের এঁড়ে বাছুরকে ৩ মাস পালন করতে পারলে পশু স্বাস্থ্য প্রায় দ্বিগুন হয়ে যায় এবং মাংসের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়। পশুকে খাদ্যের সাথে ইউরিয়া খাওয়াতে হলে প্রথমে ৫ গ্রাম থেকে শুরু করে ৩ মাসের মধ্যে ৬০ গ্রাম পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে। তবে ইউরিয়া খাওয়ানোর শুরুতে ৫ গ্রাম বা এক চা চামচ পরিমাণ ইউরিয়া দানাদার খাদ্য যেমন চাউলের কুড়া ১ কেজি, গমের ভূষি কেজি, তিলের খৈল ও ভোলাগুড় কেজি করে, লবন ৬০ গ্রাম এর সাথে মিশায়ে দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে। এভাবে খাওয়াতে খাওয়াতে ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬০ গ্রাম উন্নীত করা যায়। এছাড়া কাঁচা ঘাস ৪ কেজি, খড় ৩ কেজি ও পরিমিত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হবে। ইউরিয়া খাওয়ানোর পূর্বে জীর্ণশীর্ণ পশুকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে, প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন করতে হবে। ইউরিয়া দানা সরাসরি পানির সাথে মিশিয়ে পশুকে খাওয়ানো যাবে না।

এছাড়া খড়কে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত করে তার খাদ্যমান বৃদ্ধি করে এঁড়ে বাছুরকে খাওয়াতে পারলে অতিসহজেই মোটাতাজাকরন করা সম্ভব। প্রথমে ১০ কেজি খড়কে ¼ ইঞ্চি করে টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হবে। তারপর কেজি ইউরিয়া ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ভালভাবে গুলিয়ে নিয়ে ইউরিয়া মিশ্রিত পানি খড় উলট পালট করে মিশিয়ে নিতে হবে এবং বাশের ডোলে উক্ত খড় ভর্তি করে তার মুখ পলিথিন বা চট দ্বারা বন্ধ করে কাদা দ্বারা গাদর লেপে দিতে হবে, যাতে ভিতরে বাতাস না ঢুকতে পারে। এভাবে ৭ দিন থাকার পর ডোলের মুখ খুলে খড় বের করে আস্তে আস্তে প্রতিদিন ৩ কেজি খড় পরিমাণ খাওয়াতে হবে। এছাড়া দানাদার খাদ্য ও পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাওয়াতে হবে। তিনমাস খাওয়ানোর ফলে এঁড়ে বাছুর মোটাতাজা হবে, স্বাস্থ্য ভাল হবে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি, চামড়ার গুনাগুন উন্নতি হবে। এভাবে পালনের পর এঁড়ে বাছুর বাজারে বিক্রয় করলে বা মাংস হিসাবে বিক্রয় করলে লাভজনক করা যাবে। বেকারত্ব দুর হবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। মুলধন জোগান দেওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদেরকে ৫০,০০০/- পঞ্চাশ হাজার ১ টাকা থেকে ৭৫,০০০/- পচাত্তর হাজার ১ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। এভাবে এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরন করে বেকারযুবক ও যুব মহিলারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সমাজ ও দেশকে সাহায্য করতে পারছে। ফলে নিজের পরিবার সমাজ তথা দেশের উপকার হবে।

তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব প্রশিক্ষণ গ্রহন করে বেকার যুব ও যুব মহিলারা এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগিয়ে আসুন। নিজে বাঁচুন দেশকে বাঁচাতে সাহায্য করুন।

ডি.জি.এম, বাকৃবি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ, রাজশাহী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

১৯৯৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সংসদের একটি অ্যাক্টের মাধ্যমে (অ্যাক্ট নং ১৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে, প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্ম হয়েছে, যা ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কলেজ অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস নামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিএআরআই) অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৯১ সাল থেকে ইপসা যে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতির মাধ্যমে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রোগ্রাম শুরু করেছিল তা এখনও বজায় রয়েছে। JICA-USAID-GOV যৌথ প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এল এম আইসগ্রুভার (L. M Eicegruver) এই তিন-টার্মভিত্তিক কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতির রূপকার।

বশেমুরকৃবি ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গাজীপুর সদর, জয়দেবপুর চৌরাস্তা ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে বশেমুরকৃবি ক্যাম্পাসের দূরত্ব মাত্র ৫ কি.মি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বশেমুরকৃবি ক্যাম্পাসের আয়তন ১৮৭ একর। জয়দেবপুর চৌরাস্তা ও রাজেন্দ্রপুর জাতীয় উদ্যানের মাঝামাঝি এলাকায় গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত ক্যাম্পাসটি বিখ্যাত ভাওয়ালের গড়ের শালবন দিয়ে ঘেরা। তাই ক্যাম্পাসের ভূমিও খানিকটা ঢেউখেলানো (Undulating)। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশে বহুপ্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, উভচর, পাখি, মাছ, প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গ বাস করে। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক, কোলাহলহীন ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছয়টি অনুষদ রয়েছে (সারণি-০১ দ্রষ্টব্য) যার মধ্যে একটি অনুষদ থেকে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রি এবং তিনটি অনুষদ থেকে বিএস/ডিভিএম ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২০১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর দশটি বিভাগসহ ভেটেরিনারি মেডিসিন অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ (FVMA) আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে অনুষদের পাঁচ তলা একাডেমিক ভবন প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়াও অনুষদের ডেয়েরি ও পোল্ট্রি খামার ভবনগুলোও তৈরি হয়ে গেছে। ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও টিচিং হসপিটাল ভবন নির্মাণ কাজ অচিরেই শুরু হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (HEQEP) অধীনে অনুষদের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার বর্তমানে নির্মাণাধীন। এটি নির্মিত হলে অনুষদে আধুনিক গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষায় সহায়তার জন্য অনুষদের খামারে প্রায় ২৬টি গরু, ৩০টি ভেড়া, ৮টি ছাগল ও ৪টি ঘোড়া রয়েছে।

সারণি-০১: বশেমুরকৃবির বিভিন্ন অনুষদ, ডিগ্রি ও আসন সংখ্যা

ক্রমিক নং	অনুষদের নাম	ডিগ্রি	আসন সংখ্যা
১.	গ্র্যাজুয়েট স্টাডি জ	এমএস ও পিএইচডি	নির্দিষ্ট নয়
২.	কৃষি	বিএস (কৃষি)	১০০
৩.	মাৎস্য বিজ্ঞান	বিএস (মাৎস্য)	৩০
৪.	ভেটেরিনারি মেডিসিন অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স	ডিভিএম	২০
৫.	কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয় ন	বিএস (কৃষি অর্থনীতি)	২০
৬.	ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট	বিএস (ফরেস্ট্রি)	শুরু হয় নি

বর্তমানে অনুষদের দশটি বিভাগে মোট ১৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিভাগওয়ারি শিক্ষকের সংখ্যা সারণি-০২-এ দেয়া হয়েছে। অচিরেই আরও শিক্ষক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছে। অনুষদে এ মুহূর্তে ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ডিগ্রি চালু রয়েছে। ডিভিএম প্রোগ্রামে তিনটি ব্যাচে বর্তমানে মাত্র ৫১ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। অদূর ভবিষ্যতে ডিভিএম প্রোগ্রামে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি চালু করা হবে।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	শিক্ষক সংখ্যা
১.	অ্যানাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি	১
২.	ফিজিওলজি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি	২
৩.	মাইক্রোবায়োল জি অ্যান্ড পাবলিক হেলথ	১
৪.	প্যাথোবায়োলজি	৩ (শিক্ষা ছুটি ১)
৫.	মেডিসিন	২
৬.	সার্জারি অ্যান্ড রেডিওলজি	১
৭.	গাইনোকোলজি, অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ	২
৮.	অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন	৪ (শিক্ষাছুটি ১)
৯.	ডেয়েরি অ্যান্ড পোল্ট্রি সায়েন্স	১
১০.	অ্যানিম্যাল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনে নটিক্স	১

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর আমেরিকার কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাঁচ বছর মেয়াদী ডিভিএম প্রোগ্রামটি মোট ১৫টি টার্মে বিভক্ত। ডিভিএম প্রোগ্রামের তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল কোর্সগুলো মোট ১৩টি টার্মে কোর্স সম্পন্ন করা হয়। আর ইন্টার্নশীপের মেয়াদ দুই টার্ম। প্রতিটি বর্ষ তিনটি টার্মে বিভক্ত। প্রতিটি টার্ম ১২ সপ্তাহব্যাপী। কুইজ, মিড-টার্ম ও টার্ম ফাইনালের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্সগুলো মূল্যায়ন করা হয়। ডিভিএম প্রোগ্রামের মোট ক্রেডিট আওয়ার ২৮২.৫। এরমধ্যে ২৫৪.৫ ক্রেডিট আওয়ারে বিভিন্ন তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল কোর্সগুলো সম্পন্ন করা হয়। আর ইন্টার্নশীপের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২৮ ক্রেডিট আওয়ার। বিভাগওয়ারি ক্রেডিট ও কন্টাক্ট আওয়ার এবং কোর্স সংখ্যা সারণি-০৩-এ দেখানো হয়েছে। পোল্ট্রি জোন ও জাতয়াল পাড়ার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল্ট্রি, ক্লিনিক্যাল ও ওয়াইল্ড মেডিসিনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গাইনোকোলজি, অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিভাগ ও ডীন, ভেটেরিনারি মেডিসিন অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, বঙ্গবন্ধুকৃষি

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি: চরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নীরব বিপ্লব

কৃষিবিদ ড. মোঃ মাহবুব আলম

চর জীবিকায়ন কর্মসূচির পটভূমি

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম চরাঞ্চলে বসবাসরত অতি-দরিদ্র পরিবারসমূহ নিয়ে কর্মরত। সিএলপি যুক্তরাজ্য সরকারের উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডি এবং অস্ট্রেলীয় সরকারের উন্নয়ন সংস্থা অসএইড এর যৌথ অর্থায়নে ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ম্যাক্সওয়েল স্টাম্প পিএলসি এর ব্যবস্থাপনায় সিএলপি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সিএলপি প্রথম পর্যায়ে (সিএলপি-১) ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ও জামালপুর জেলায় যমুনা নদীর বিচ্ছিন্ন চরে কর্মসূচি পরিচালনা করে। সিএলপি-১'র উদ্দিষ্ট পরিবার ছিল ৫৫ হাজার এবং উপকৃত মানুষের সংখ্যা ৯ লাখেরও বেশি। সিএলপি-১ সমাপ্তের পর ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে আরো কিছু নতুন কর্ম এলাকা নিয়ে সিএলপি-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। সিএলপি-১ এর আওতাভুক্ত কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলাসহ আরো পাঁচটি নতুন জেলা যেমন-লালমনিরহাট, নীলফামারি, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে সিএলপির দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি (সিএলপি-২ গ্রহণ করা হয়। সিএলপি-২ পরিচালিত হবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে ৬৭ হাজার পরিবারকে অতি-দরিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করে আনা এবং বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চরে বসবাসরত ১০ লাখেরও বেশি অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

সি.এল.পি যেভাবে চরের অধিবাসীদের জন্য কাজ করছে

চরে কমপক্ষে ছয়মাস ধরে অবস্থানরত ভূমিহীন, সম্পদহীন অতিদরিদ্র পরিবার থেকে নির্বাচিত নারীরা সিএলপির সহায়তার জন্য নির্বাচিত হন। হত দরিদ্র পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ উন্নয়নের জন্য তাদের পছন্দের ভিত্তিতে আয়বর্ধক সম্পদ হিসেবে ১৬,০০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ প্রদান করা হয়। এই সম্পদটিকে টেকসই আয়ের উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে নিজেদের সক্ষম করে তুলতে তারা সিএলপি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৮ মাস ধরে পারিবারিক আয় সহায়তা এবং সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্টাইপেন্ড প্রদান (প্রথম ছয় মাস ৬৫০ টাকা করে এবং পরবর্তী ১২ মাস ৩৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়। পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরন এবং বাড়তি কিছু অর্থ আয়ের লক্ষ্যে বসতভিটায় বিভিন্ন সবজি এবং ফলের চারা লাগানো হচ্ছে। এই পরিবারগুলোর সামাজিক সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নাগরিক অধিকার ও আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক বন্ধনের উন্নয়ন, এবং স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও কাজ করছে। পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সাধারণ বন্যাস্তরের চেয়ে ঘরের ভিটা উঁচু করে তৈরি করে বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য নিরাপত্তা প্রদান, রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য পরিষ্কার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও মঙ্গার সময় কাজের সুযোগ তৈরি করা। স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও বাজার উন্নয়নের মতো বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিএলপি চরে বসবাসরত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উপকারের লক্ষ্যে কাজ করছে। সিএলপি উক্ত কর্মসূচিগুলো স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর মাধ্যমে ১৮ মাস ব্যাপি সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে।

গবাদি প্রাণি উন্নয়ন কর্মসূচি

নির্বাচিত পরিবারগুলো অর্থনৈতিক সম্পদ উন্নয়নের জন্য তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে আয়বর্ধক সম্পদ হিসেবে অধিকাংশ পরিবারই গরু পালন পছন্দ করেন। গরু পালন করে যাতে তারা অধিক লাভবান হতে পারেন সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যদের গবাদি প্রাণি পালন বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গরু পালনের পাশাপাশি পারিবারিক বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে সদস্যদের হাঁস-মুরগী এবং ছাগল ভেড়া পালনের জন্যও উৎসাহিত করা এবং সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা হয়। গবাদি প্রাণির প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকা প্রদান এবং কৃমি মুক্তকরন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে চরের বেকার যুবক বা যুবতিদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গবাদি প্রাণি সেবা দানকারী বা লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সিএলপি-১ এর আওতায় ৩৮৭ জন এবং সিএলপি-২ এর আওতায় জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত ১৮০ জনকে এলএসপি হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব এলএসপি দুর্গম চরাঞ্চলে গবাদি প্রাণির সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে এবং পাশাপাশি তারা আর্থিকভাবেও টাকা রোজগার করছেন। চরাঞ্চলে গবাদি

প্রাণির জাত উন্নয়ণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম এলাকার কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত মিটিং করা হয়। তাদের সেবা দুর্গম চরাঞ্চলে সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত ফি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। চরবাসীদের কৃত্রিম প্রজননের সুফল বিষয়ক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রায় ৯২ জন কৃত্রিম প্রজনন কর্মী এ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়াও নির্বাচিত সদস্যদের শংকর জাতের গরু পালনে উৎসাহিত করা হয় এবং আগ্রহীদের পাবনা বা সিরাজগঞ্জ অঞ্চল থেকে শংকর জাতের গরু ক্রয়ের জন্য সুযোগ করে দেয়া হয়। উন্নত জাতের ঘাস নেপিয়ার এবং জাম্বু চাষের জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং এ ধরণের ঘাস চাষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং বীজ ও কাটিং প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়।

গবাদি প্রাণি, হাঁস-মুরগি এবং ছাগল ভেড়া লাভজনকভাবে পালন নিশ্চিত করণ এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫০ জন ভেটেরিনারী এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েট কাজ করছেন। এছাড়া বসতভিটায় বিভিন্ন সবজি এবং ফলের চারা লাগানো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রায় ১০০ জন কৃষি গ্রাজুয়েট নিরলসভাবে কাজ করছেন।

গবাদি প্রাণি সম্পর্কিত কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন

সিএলপি প্রথম পর্যায়ে (সিএলপি-১) আওতায় যে, ৫৫,০০০ পরিবার ৬৭,০০০ গরু ক্রয় করেছিলেন। এক জরিপে দেখা যায় পরিবারগুলো শুরুতে যে সম্পদ (অধিকাংশই গরু) পেয়েছিল ১৮ মাসের মধ্যে গড়ে তা দ্বিগুনের চেয়েও বেশি সম্পদে পরিণত হয়েছে। ৫৫,০০০ পরিবারে প্রায় ৩৫০,০০০ গরু রয়েছে। অনেকে গরু বিক্রি করে আবার গরু ক্রয় বা গরু ক্রয়ের পাশাপাশি বন্ধকী জমি বা অন্য কোন আয় বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন এবং বর্তমানে তারা স্বনির্ভর জীবন যাপন করছেন। সিএলপি দ্বিতীয় পর্যায়ের (সিএলপি-২) আওতায় জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত ৪৫,০০০ পরিবার প্রায় ৪৮,০০০ গরু ক্রয় করেছেন এবং সিএলপি-১ এর মতো গরু পালন থেকে লাভ এবং সম্পদের বহুমুখীকরনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৫০ লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) দের মধ্যে অধিকাংশই (৯৮%) কর্মরত এবং প্রাণির সেবা প্রদানের মাধ্যমে মাসে গড়ে প্রায় ৮,০০০ টাকা আয় করছেন।

সিএলপি প্রথম পর্যায়ে (সিএলপি-১) আওতায় ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে প্রায় ৪,৫০০ বকনা বা গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়। দেখা গেছে ঐ সময়ে ৬৮৭ টি শংকর জাতের বাছুর জন্মায় এবং ১,৩৯৩ টি বকনা বা গাভী বিভিন্ন পর্যায়ের গর্ভবতী ছিল। সিএলপি দ্বিতীয় পর্যায়ে (সিএলপি-২) আওতায় জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ৪,৮০০ বকনা বা গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে। তথ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত ৫৫২ টি শংকর জাতের বাছুর জন্মেছে এবং ১,০৮০ টি বকনা বা গাভী বিভিন্ন পর্যায়ে গর্ভবতী রয়েছে।

সিএলপি প্রথম পর্যায়ের (সিএলপি-১) আওতায় সদস্যরা পাবনা বা সিরাজগঞ্জ অঞ্চল থেকে প্রায় ২,৩০০ টি শংকর জাতের গরু ক্রয় করেছিলেন এবং এক জরিপে দেখা যায় শংকর জাতের গরু পালনকারী সদস্যগণ দেশী জাতের গরু পালনকারীদের চেয়ে দ্বিগুন হারে লাভবান হয়েছেন। সিএলপি দ্বিতীয় পর্যায়ের (সিএলপি-২) আওতায় জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ২,০০০ পরিবার শংকর জাতের গরু ক্রয় করেছেন এবং এক্ষেত্রেও সিএলপি-১ এর মতো শংকর জাতের গরু পালন থেকে অধিক লাভের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সিএলপির সহায়তা পুষ্ট অতিদরিদ্র পরিবারগুলো আয় বর্ধক সম্পদ হিসেবে গবাদি প্রাণি পালন করে স্বাবলম্বীতা অর্জন করতে পেরেছে। অধিকাংশ সদস্যরা যারা একবেলা, দুবেলা খেতে পারতনা তারা এখন তিনবেলাই পেটপুরে খেতে পারছেন। অনেকের একটি গরু থেকে তিন চারটি গরু হয়েছে। এসব গরু বিক্রি করে কেউ জমি লিজ নিয়ে আবাদ করছে, কেউবা ঘর তুলছে। এখন তাদের পরিবারে খাদ্যের অভাব নেই।

লেখক : লাইভলীহুডস কোঅর্ডিনেটর, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি

খামার প্রাণীর বিভিন্ন শল্য চিকিৎসা

ড. ভজন চন্দ্র দাস

খামার ব্যবস্থাপনায় পশু চিকিৎসকের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে খামার বলতে আমরা গরুর খামার, মহিষের খামার, ছাগলের খামার, মুরগীর খামার, হাঁসের খামার, কবুতরের খামারকে বুঝায়। এসব খামারে পশুপাখী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় যা সহজে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাল করা যায়। আবার এমন কিছু সমস্যা আছে যা ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাল করা সম্ভব নয়। ঐ সমস্ত সমস্যাগুলিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ভাল করা সম্ভব। চিকিৎসা বিদ্যার এই শাখাকে শল্য চিকিৎসা বলে। অতএব শল্য চিকিৎসা বলতে চিকিৎসা বিদ্যার এমন বিদ্যাকে বুঝায় যেখানে কোন রোগের লক্ষণ বা আঘাত বা বিকৃতি বা জন্মগত ত্রুটি যান্ত্রিক উপায়ে বা হাতের মাধ্যমে বা অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ বা সংশোধন করা হয়। শল্য চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অ্যানেসথেসিয়া। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া কোন অপারেশন সম্ভব নয়। শল্য চিকিৎসার ধরন বা প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের অ্যানেসথেসিয়া করা হয় যেমন লোকাল অ্যানেসথেসিয়া, জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া শল্য চিকিৎসা করা অমানবিক ও বিধিসম্মত নয়।

শল্য চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি কি ?

১. প্রাণীর স্বাভাবিক কার্যক্রম যতদূর সম্ভব পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।
২. প্রাণীর জীবন রক্ষা করা যেমন খাদ্যনালী কোন কারনে বন্ধ হয়ে গেলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা।
৩. প্রাণীর জীবনকে দীর্ঘায়িত করা যেমন শরীরের কোথাও খারাপ ধরনের টিউমার হলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা যায়।
৪. শরীরে কোন আঘাত বা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে গেলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।
৫. রোগাক্রান্ত কোন অঙ্গ অপসারণ করতে সহায়তা করে যেমন পা বা লেজ পচে গেলে শল্য চিকিৎসা মাধ্যমে অপসারণ করা যায়।
৬. খামার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা যেমন ডিহরনিং বা ডিসবাডিং করে গরু বা মহিষের খামার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।
৭. বিকৃতি অঙ্গ সংশোধন করা যেমন জন্মগত ঠোঁট কাটা হলে বা সামনের পায়ের নীচের অঙ্গ বেঁকে গেলে (Knuckling) শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সংশোধন করা হয়।
৮. অঙ্গ পুনঃস্থাপন করা যেমন চোখের কর্নিয়া বা লেন্স ঘোলা হয়ে গেলে শল্য চিকিৎসা মাধ্যমে অনুরূপ অঙ্গ পুনঃস্থাপন করা যায় বা পা কেটে গেলে কৃত্রিম পা লাগানো যায়।
৯. অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বা সামাজিকতা বজায় রাখা যেমন কুকুর বা বিড়ালের অতিরিক্ত প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা বা কুকুরের বার্কিং নিয়ন্ত্রণ করা।
১০. শরীরে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু অপসারণ করতে সহায়তা করে যেমন খাবারে সাথে কোন প্লাস্টিক বা লোহার বস্তু পেটে ঢুকে গেলে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।
১১. সৌন্দর্যবর্ধনের সহায়তা করে যেমন কুকুরের কান বা লেজ কাটা।
১২. গবেষণার কাজে সহায়তা করে যেমন সেলিভারি ফিস্টুলা বা পাকস্থলির ফিস্টুলা করে বিভিন্ন গবেষণা করা হয়।

শল্য চিকিৎসা প্রকারভেদ

শল্য চিকিৎসাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয় যেমন ঃ
১. প্রকৃতি বা ধরন হিসাবে শল্য চিকিৎসা।
২. শরীরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে শল্য চিকিৎসা।
৩. যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে শল্য চিকিৎসা।

১. প্রকৃতি বা ধরন হিসাবে শল্য চিকিৎসা -

ক. জেনারেল সার্জারী : শরীরের কোন অঙ্গ অপসারণ বা প্রতিস্থাপন ব্যতিত মানবদেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখা যেমন : রুমেনোটোমি (Rumenotomy)

খ. এক্সটারপেটিভ সার্জারী : শরীরের আক্রান্ত কোন অংশ অপসারন করে মানবদেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখা যেমন হিসটেরেকটমি (Hysterectomy)

গ. রিপ্লেসমেন্ট সার্জারী : আক্রান্ত কোন অংশ অপসারন করে অনুরূপ সেই অংশ অন্য প্রাণী থেকে এনে প্রতিস্থাপন করা।

ঘ. এক্সপেরিমেন্টাল সার্জারী

ঙ. ডায়াগনোস্টিক সার্জারী

চ. প্লাস্টিক সার্জারী

ছ. রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারী : রেকটোভেজাইনাল ফিস্টুলা/কন্ট্রাকটেড টেনডন কারেকশন করা।

জ. কসমেটিক সার্জারী : কুকুরের লেজ কাটা, কান কাটা ইত্যাদি।

২. শরীরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে শল্য চিকিৎসা

ক. থোরাসিক সার্জারী

খ. কার্ডিও ভাসকুলার সার্জারী

গ. অর্থোপেডিকস সার্জারী

ঘ. অপথালমিক সার্জারী ইত্যাদি

৩. যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে শল্য চিকিৎসা

ক. জেনারেল সার্জারী

খ. ক্রায়ো সার্জারী

গ. লেসার সার্জারী

ঘ. ইলেকট্রিক সার্জারী

আমাদের দেশে খামার প্রাণীর (গরু, মহিষ এবং ছাগল) সাধারণত যে সমস্ত কারনে /সমস্যায় শল্য চিকিৎসা করা হয় নিম্নে তার একটি তালিকা এবং সংক্ষেপে ধারনা দেওয়া হলো :

১. আপওয়ার্ড পেটেলার ফিকজেশন (Upward Patellar Fixation)
২. মলদ্বারের অছিদ্রতা (Atresia ani)
৩. রেক্টো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (Recto-vaginal fistula)
৪. রেক্টাল প্রোল্যাপস (Rectal Prolaps)
৫. জরায়ু বা ভ্যাজাইনাল প্রোল্যাপস (Uterine/Vaginal Prolaps)
৬. হার্নিয়া (Hernia)
৭. ফোঁড়া (Abscess)
৮. সিষ্ট (Cyst)
৯. প্যাপিলোমা (Papilloma)
১০. ইউরিনারি পাথরি (Urinary Calculi)
১১. গিড ডিজিজ (Gid Disease)
১২. পা বা লেজ পচন রোগ (Leg or tail gangrene)
১৩. প্রসব জনিত সমস্যা (Delivery Problem)
১৪. খাদ্যনালী বা পাকস্থলীতে অনাকাংখিত বস্তু জনিত সমস্যা (Foreign body obstruction)
১৫. হাড় ভাঙ্গা /সন্ধিচ্যুতি (Bone fracture/dislocation)
১৬. বিভিন্ন ধরনের ঘা (Wounds)

এছাড়া খামার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা জন্য সাধারণত যে সব শল্য চিকিৎসা করা সেগুলো হল
১. খোঁজাকরণ (Castration)
২. শৃঙ্গহীন করা (Disbudding)
৩. ডিসবাডিং (Disbudding)

১. আপওয়ার্ড পেটেলার ফিক্সেশন (Upward Patellar Fixation)ঃ

ফেমোরাল ট্রকেয়ার ঊর্ধ্বাংশে প্যাটেলা অস্থি অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে স্থির হওয়াকে আপওয়ার্ড প্যাটেলার ফিক্সেশন বলে।

লক্ষণ
- সাধারণত গরু শুয়ে থাকার পর হঠাৎ উঠে হাঁটিতে গেলে পিছনের পায়ের জড়তা /আড়ষ্টতা দেখা দেয়।
- আক্রান্ত পা জোর করে হেঁচড়ে টেনে টেনে হাটে।
- মৃদু প্রকৃতি এ রোগে কিছুক্ষণ এরূপ হাঁটার পর আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়।

চিকিৎসা
স্থানিক অ্যানেসথেসিয়া বা সিডেশন করে মিডিয়াল প্যাটেলার লিগামেন্ট ছেদন করে সহজেই এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

২. মলদ্বারের অছিদ্রতা (Atresia ani)
লক্ষণ
- সাধারণত বাছুর জন্মগ্রহণের পর এ সমস্যা দেখা দেয়।
- এটি একটি জন্মগত সমস্যা।
- পায়ু পথ বন্ধ থাকে।
- কোথ দিলে (Straining) পায়ু পথ ফুলে যায়।

চিকিৎসা
লো ইপিডুরাল অ্যানেসথেসিয়া করে পায়ু পথ বরাবর চামড়া গোলাকারভাবে কেটে পায়খানার পথ তৈরী করা হয়।

৩. রেক্টো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (Recto-vaginal Fistula)
এ রোগটি সাধারণত যে কোন বয়সের গরু, মহিষের হয়ে থাকে। এতে পায়খানা স্বাভাবিক পথ দিয়ে বের না হয়ে অস্বাভাবিক পথ অর্থাৎ প্রস্রাবের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

চিকিৎসা
হাই এপিডুরাল অ্যানেসথেসিয়া বা সিডেশন করে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে ফিস্টুলা সংশোধন করা হয়।

৪. জরায়ু বা ভ্যাজাইনাল প্রোল্যাপস (Uterine /Vaginal Prolapse)

এ রোগটি সাধারণত অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর সমস্যা। এতে জরায়ু বা যোনিপথ শরীরের বাহিরে বের হয়ে আসে। বাচ্চা প্রসবের আগে বা পরে সাধারণত এ রোগটি দেখা দেয়।

চিকিৎসা
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হওয়া অংশ জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করে আয়তনে ছোট করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে চেতনানাশক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। ভিতরে ঢুকানো পর প্রয়োজনে অবস্থাভেদে কুইল (Quil) সুচার দেওয়া যেতে পারে।

৫. হার্নিয়া
হার্নিয়া গবাদিপশুর একটি জন্মগত বা অর্জিত সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের হার্নিয়া দেখা যায় তন্মধ্যে আমবিলিক্যাল (উদনাভিদেশ) হার্নিয়া বেশী দেখা যায়। এ ধরনের হার্নিয়া সাধারণ মিশ্রিত বাছুরের (Croos Breed) জন্মের পর হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- নাভি এলাকা ফুলে যায়।
- কোথ (Straining) দিলে নাভি এলাকা বেশী ফুলে যায়।
- প্রাথমিক অবস্থায় ফুলা অংশে চাপ দিলে নরম অনুভূতি হয় এবং ফুলা অংশ ভিতরে চলে যায়।
- কখনো কখনো দীর্ঘস্থিত অবস্থায় ফুলা অংশে চাপ দিলে শক্ত মনে হবে এবং ভিতরের দিকে যাবে না।

চিকিৎসা

রিং বক অথবা সিডেশন করে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে অপারেশন করে হার্নিয়ার চিকিৎসা করা হয়।

৬. প্যাপিলোমা (Papilloma) /ওয়ার্টস (Warts)

প্যাপিলোমা গবাদিপশুর যে কোন বয়সে যে কোন জায়গায় চামড়ায় হয়ে থাকে। সাধারণত গলায়, পিঠে, পায়ে, চোখের আশে পাশে চামড়ায় বেশী হয়ে থাকে। দেখতে আঁচিলের মত বা ছোট পিণ্ডের মত।

চিকিৎসা

অটোহেমো থেরাপি (Auto hemotherapy) ও অটোজেনাস টিকা (Autogenous Vaccine) দিয়ে সহজেই চিকিৎসা করা যায়। এক্ষেত্রে কখনো কখনো হোমিও চিকিৎসা কার্যকরী।

৭. ইউরিনারি পাথরি (Urinary Calculi)

ইউরিনারি পাথরি গরু, ছাগলের ইউরিনারি সিস্টেমের একটি সমস্যা। এতে ছোট ছোট পাথর বা ক্যালকুলি সাধারণত গরুর মুত্রনালি (সিগময়েড ফ্লেকসার) বা ছাগলের ইউরেথ্রাল প্রসেস এ জমা হয়ে প্রস্রাবের সমস্যা তৈরী করে। এরোগে ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব হয় এবং কখনো কখনো সম্পূর্ণরূপে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় প্রস্রাব করার জন্য কোথ দিতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

ক্যালকুলির অবস্থান ও ধরনের উপর নির্ভর করে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে অপারেশন করে পাথর অপসারণ করে চিকিৎসা করা হয়।

৮. গিড ডিজিজ (Gid Disease)

গিড ডিজিজ ছাগলের প্রাপ্ত বয়সে দেখা যায়। এ রোগটি পরজীবি দ্বারা ছাগলের মাথায় এক ধরনের সিষ্ট তৈরী করে।

লক্ষণ

রোগের লক্ষণ নির্ভর করে মাথায় সিষ্টের অবস্থানের উপর। সাধারণত যে দিকে সিস্ট থাকে সেদিকে মাথা কাত করে রাখে এবং ঘুরতে থাকে। সেই সাথে খাওয়ার দাওয়ার প্রতি আসক্তি কমে যায়।

চিকিৎসা

স্থানিক অ্যানেসথেসিয়ার মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রেইন উন্মুক্ত করে সিষ্ট বের করে চিকিৎসা করা হয়।

৯. পা বা লেজ পচন রোগ (Leg/tail gangrene)

বিভিন্ন কারনে ক্ষত বা ঘা হয়ে অথবা কোন কারনে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হলে গবাদিপশুর সাধারণত পায়ে বা লেজে পচন শুরু হয়। এতে পা বা লেজের এক্সট্রিমিটি অংশে স্পর্শ করলে ঠান্ডা অনুভূত হয় এবং আক্রান্ত অংশ হতে দুর্গন্ধ বের হয়।

চিকিৎসা

আক্রান্ত অঙ্গের ধরন অনুযায়ী অ্যানাসথেসিয়া করে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে অপারেশন করে চিকিৎসা করা হয়।

১০. প্রসব জনিত সমস্যা (Delivery Problem)

গবাদিপশুর প্রসবকালীন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তন্মধ্যে ডিসটোকিয়া (Dytocia) অন্যতম। ডিসটোকিয়া হচ্ছে বাচ্চার আকার বড় হলে অথবা বার্থ কেনেল সরু হলে অথবা বাচ্চার পজিশন স্বাভাবিক না হলে তখন বাচ্চা প্রসবে সমস্যা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় বাচ্চা টানাটানি করে বের করতে গেলে বাচ্চা এবং মায়ের উভয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

স্থানিক অ্যানেসথেসিয়া বা সিডেশন করে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে সিজারিয়ান অপারেশন (Caesarean operation) করে চিকিৎসা করা হয়।

১১. খাদ্যনালী বা পাকস্থলীতে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুজনিত সমস্যা (Foreign body obstruction)

অনেক সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে গবাদিপশুর খাদ্যনালীতে আমের আঁটি বা কাঁঠালের বোঁটা খাদ্যনালীতে অথবা বিভিন্ন ধরনের পলিথিন বা পলিথিন এর সুতা খাবারের সাথে পাকস্থলীতে গিয়ে আটকে যায়। এমতাবস্থায় খাদ্য বদহজমজনিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। পশুর স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে কমে যায়। প্রাসংগিক খাবারের ইতিহাস এবং ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে এ রোগ সনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

খাদ্যনালীতে অনাকাংখিত বস্তু আটকে গেলে ইসোফেগোটমি (oesophagotomy) অপারেশন এবং রুমেনে আটকে গেলে রুমেনোটমি (Rumenotomy) অপারেশন করে চিকিৎসা করা হয়।

১২. পায়ের হাড় ভাংগা/সন্ধিচ্যুতি (Bone Fracture/dislocation)

সাধারণত আঘাতজনিত কারনে মাঝেমধ্যে গবাদিপশুর যেকোন বয়সে এবং পায়ের যে কোন জায়গায় হাড় ভেঙে যায় অথবা সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়। অনেক সময় পায়ের হাড় ভাংগার/সন্ধিচ্যুতির সাথে সাথে শরীরের ভিতরের অন্যান্য অংগের সমস্যা এবং প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় প্রাণীকে হাড় ভাংগা চিকিৎসা দেওয়ার আগে প্রাণীকে স্বাভাবিক করে নিতে হয় এবং তার নাড়াচড়া খুব সাবধানতার সাথে করতে হয়। যতদ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে।

চিকিৎসা

পায়ের হাড় ভাংগার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে ভাংগা অংশ স্বাভাবিক অবস্থায় এনে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে আক্রান্ত পা স্থায়ী (Stable) করে দেওয়া হয় এবং সেই সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে প্রাণীকে সকল ধরনের হাঁটা চলাফেরা থেকে বিরত রাখতে হবে।

১৩. ঘা (Wounds)

গবাদিপশুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যে কোন বয়সে ঘা হতে দেখা যায়। সাধারণত আঘাতজনিত যেমন ছুরি, কাঁচি, পিন ইত্যাদির দ্বারা ঘা হয়ে থাকে। এছাড়া গরম পানি বা তেল, এসিড বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় চামড়ায় বা চামড়াসহ ভিতরের অংশে ঘা হতে দেখা যায়। এতে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়, ময়লা এবং দুর্গন্ধ থাকে। প্রাসংগিক ইতিহাস এবং লক্ষণ দেখে সুনির্দিষ্ট ঘা সনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

ঘায়ের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে এন্টিসেপটিক ড্রেসিং করে চিকিৎসা করা হয়।

১৪. ডারময়েড সিস্ট (Dermoid cyst)

ডারময়েড সিস্ট বাছুরের একটি জন্মগত সমস্যা। শক্ত চামড়া সদৃশ বিভিন্ন আকারের দেখতে চোখের কর্ণিয়ার বা কনজাংটিভায় হতে দেখা যায়। এতে বাছুরের চোখ দিয়ে পানি পড়ে, দৃষ্টি শক্তি সমস্যা হয়। পরবর্তীতে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে চোখ থেকে অতিরিক্ত অংশ অপারেশনের মাধ্যমে অপসারন করা হয়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ, সিভাসু।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে মূল বাধা ঃ কৃত্রিম সংকট

প্রফেসর ডা. মোঃ ফজলুল হক

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এদেশে সমন্বিত কোর্স কারিকুলাম নিয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং জিডিপিতে এর অবদান প্রায় ২.৫৭ (২০১০-২০১১) শতাংশে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৭০% অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি মানুষ। সদাশয় সরকার এ সেক্টরের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেও কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে অন্তরায়। প্রাণিসম্পদ যুগ-যুগ ধরে আমিষ সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, আমাদের মোট আমিষের ৩৬ শতাংশ আসে প্রাণিসম্পদ হতে এবং মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে এবং ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন কারণে ১.২৬% হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, পক্ষান্তরে প্রতি বছর বাড়ছে ২০ লক্ষ লোক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৪২ বছর পর আদমশুমারির তথ্যানুসারে লোক সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১১০০ জন লোক বাস করে। ঘনত্বের দিক থেকে আমরা প্রথম স্থানে রয়েছি। দুধ উৎপাদনে আমেরিকা প্রথম, ভারত দ্বিতীয়, চীন তৃতীয় স্থানে এবং বাংলাদেশ ৭২তম অবস্থানে। এক্ষেত্রটি পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ একাধিক। এর মধ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের BSc Vet. Science and AH অসম্পূর্ণ ডিগ্রি, দক্ষ ভেটেরিনারি ডাক্তারের সঙ্কট, গো-খাদ্যের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ, প্রতিষেধক টিকা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবলের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। দক্ষ জনবলের অভাবে অভেটেরিনারিয়ান কোয়াক বা হাতুড়ে ডাক্তার নামক এক শ্রেণীর মানুষ গ্রামে গড়ে ঔষধের দোকানদার সেজে ঔষধ বিক্রির পাশাপাশি গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগী চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসা চালিয়ে প্রাণিসম্পদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ফলশ্রুতিতে রোগের জীবাণু ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, প্রাণির অকালমৃত্যু, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যাওয়া, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে মূল প্রতিবন্ধকতা। অন্যদিকে কৃত্রিম প্রজননের মত অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ বিশেষ বেসরকারী সংস্থার অদক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে প্রায় ৫০-৬০% গাভী একটি দু'টি বাচ্চা দেওয়ার পর প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ফলে উন্নত জাতের বাচ্চার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, যা প্রাণিসম্পদের জন্য একটি অশনি সংকেতও বটে। অন্যদিকে যথাযথভাবে বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণে সমস্যার কারণও কম দায়ী নহে। বাচ্চাকে যথাযথ লালন পালন না করা, নিয়মিত প্রতিষেধক প্রয়োগ না করা ও চিকিৎসায় অবহেলার কারণে সংকর জাতের বাচ্চার মৃত্যু হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মাংস, দুধ, ডিমের ঘাটতির পাশাপাশি এগুলি দিনদিন ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মোট গবাদি প্রাণির সংখ্যা ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৮ হাজার এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ২৬ কোটি ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার, উটের সংখ্যা প্রায় ৮০ টি, ডিম ৪৬ কোটি ৬০ লক্ষটি যা গত ২০০৭-২০০৮ হতে প্রায় ১০ লক্ষটি কম উৎপাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য এ সেক্টর হতে গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিকটন, চাহিদা ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধ ২০ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিকটন, চাহিদা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিকটন। এ লক্ষে প্রতি বছর ২৮ হাজার টন মাংস এবং ১ কোটি ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন দুধের প্রয়োজন। গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ১০ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিকটন যা চাহিদার মাত্র ৩০% এবং দুধ ২৩ লক্ষ মেট্রিকটন যা প্রয়োজনের ১৭% পূরণ করতে সক্ষম। বর্তমানে বছরে ২০ হাজার মেট্রিকটন গুড়া দুধ বিদেশে হতে আমদানী করতে হচ্ছে যার মূল্য ৫০০ কোটি টাকার অধিক। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মাংসে ৪৯ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন, দুধ ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিকটন এবং ডিম ৮৬২ কোটি এর ঘাটতি রয়েছে। এ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে পোল্ট্রি সেক্টর হতে ডিম উৎপাদিত হয় ৫৬৫ কোটি ৩০লক্ষ টি এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৯৫ কোটি ৩০লক্ষ ডিম কম উৎপাদিত হয়। এর মূল কারণ বার্ডফ্লু রোগে মুরগীর মৃত্যু ও নিধন। গত ২০০৭ সালে বার্ডফ্লুর কারণে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার হাঁস, মুরগী ও ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার ডিম ধ্বংস করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে খামারীদের দিতে হয় ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা (এডিপি তথ্যানুযায়ী)। প্রাণি আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষে ২০১৫ সাল নাগাদ ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিকটন মাংস, ১ কোটি ৪২ লক্ষ মেট্রিকটন দুধের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (ডি.এল.এস এর তথ্যানুসারে)। উল্লেখ্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান প্রাণিসম্পদে সাফল্য অর্জনের পিছনে রয়েছে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন। পাকিস্তান ও ভারত পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন ও চিকিৎসা বিষয়ে আলাদা ডিগ্রির প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এককভাবে সেগুলি শতভাগ সেবাদিতে পারেনি বিধায় চাকুরীর ক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে পুনরায় সমন্বিত কোর্সের (Combined) DVM ডিগ্রি চালু করে। অর্থাৎ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া "Minimum Standards of Veterinary Education, degree

course, BVSc & AH regulation 1993 (MSVE) প্রণয়ন করে। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ভারতে ৩৬টি ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠানে একই নামে ও মেয়াদে সমন্বিত ডিভিএম ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। Veterinary Council of India minimum standards of veterinary education degree course-B.V.sc & A.H. New Delhi-110066. Regulations-2008. (Ref: www.india veterinary community. com) তেমনিভাবে পাকিস্তানেও ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে সমন্বিত ভেটেরিনারি ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC) Gi Regulation অনুযায়ী সবগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী 'Composite' DVM ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। 2002 Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC) বিএসসি এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বের ২-৪ বছর মেয়াদী BSc AH wWwMÖ দেওয়ার প্রচলন থাকলেও সে গ্রাজুয়েটরা পাকিস্তানের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার সুযোগ পেতেন না কারন এটি ডিপ্লমার সমতুল্য। শুধু তা-ই-নয় এ গ্রাজুয়েটদের অধিকাংশই পরবর্তীতে ভেটেরিনারি মেডিসিন বিষয়ে পুনরায় ভর্তি হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কোর্স করার সুযোগ নিয়ে থাকেন অনেকে। (Ref (1) http://www.pakistan.com/ english/ news/ 2002/ noveber/ agricutor. University. faisalab 10/18/2011., (2) www.pakisan.com) তিনশ AVMA (American Veterinary Medical Association) ২১/১২/২০১১ ইং তারিখে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১১ টি দেশের ৪৫৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ জরিপ চালিয়ে একটি তালিকা তৈরী করেন। ৪৫৭ টিতেই বিভিন্ন নামে সমন্বিত ভেটেরিনারি ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে যেমন, D.V.M, D.V.E, D.V, D.M.V, B.Sc Vet. Science and A.H, B.V.M & A.H, B.Sc V.M, M.V.B, M.V.D, V.M.D, V.V (Ref: htt://www.avma. org/education/cvca/coepp.asp). অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Animal Science/Animal Technology/Tropical animal science/Master of animal science ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় কিন্তু কোন ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করা হয় না, (Ref: http://www.hotcouse. sabroad.com/study/training-degree/Australia).

আমাদের জানামতে Russian state Agrarian University and University of Kinshasa, Congo তে BSc AH ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের কতিপয় শিল্পোন্নত দেশে ২-৪ বছর মেয়াদী BSc Animal Science নামে কয়েক কোর্স প্রদান করা হলেও ঐ গ্রাজুয়েটরা সে সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ভেটেরিনারি অধিদপ্তরে চাকরি করার সুযোগ পান না। তবে বেসরকারী খামারে কাজ করে থাকেন। গ্রাজুয়েটদের একটি বড় অংশ পরবর্তীতে সমন্বিত ডিভিএম ডিগ্রি কোর্সে পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন দেশে ভেটেরিনারি সায়েন্স-অনুষদের আওতায় একটি বিষয় হিসেবে এ্যানিমেল সায়েন্স পড়ানো হয়। অন্যদিকে মাস্টার্স ও পিএইচডিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষে এ্যানিমেল সায়েন্সের উপর বিশেষ ডিগ্রির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে একই পেশায় একই কাজের জন্য দু'ধরনের পৃথক ডিগ্রি প্রদান করা হয় না। আমাদের দেশে এ সমস্যাটির শতভাগ দূর না হওয়ায় প্রাণিসম্পদ সেক্টরটির উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এর মূল কারণ বিভিন্ন রোগ যেমন, অ্যানথ্রাক্স, ক্ষুরা রোগ, বার্ডফ্লু এভিয়ান লিউকোসিস ও যক্ষা রোগসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাচ্ছে। রোগ দমনে প্রয়োজনীয় দক্ষ সমন্বিত কোর্সের ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট যাদের রয়েছে চিকিৎসা, রোগদমন ও উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা কিন্তু অন্যান্য কৃত্রিম সমস্যার পাশাপাশি নিয়োগ জটিলতার কারনে এ সেক্টরের মেধাবী গ্রাজুয়েটরা লোভনীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে চলে যাচ্ছে ব্যাংকসহ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও দেশের বাইরে ফলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার সুযোগ না পেয়ে একদিকে যেমন নিজেরাই বঞ্চিত। অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ সেক্টর তথা দেশ তার সেবা পাওয়া থেকেও বঞ্চিত। এ বিষয়ে ৪২ বছরের সব সরকারই এ সেক্টরের জটিল ও কঠিন সমস্যাটি শতভাগ দূর করতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। যার একটি ছোট উদাহরণ হচ্ছে অভেটেরিনারিয়ানদেরকে ভেটেরিনারিসার্জন এর পদে নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি। ফলশ্রুতিতে ২৮ টি উপজেলায় প্রায় লক্ষাধিক গবাদি প্রাণি চিকিৎসা সুযোগ হতে বঞ্চিত। তেমনিভাবে ২৮ জন ভেটেরিনারি সার্জনকেও চাকুরী বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৫০০ জন ডিভিএম গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে। আমলাতন্ত্রের জটিলতার কারণে বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার গ্রাজুয়েট বেকার রয়েছেন। উল্লেখ্য একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার তৈরীর পিছনে সরকারের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয় যা এ দেশের জনগণের শ্রমের বিনিময়ে ঘাম ঝরা অর্থে অথচ তাদের কাছ থেকে প্রকৃত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এদেশের সাধারন কৃষক। ভেটেরিনারিয়ানদের চিকিৎসা ও গবেষণা কাজে নিয়োগের মাধ্যমে, গবাদী প্রাণি, হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং প্রতিষেধকের উৎপাদন ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিদেশ হতে উন্নত জাতের গাভী আমদানী করে অর্থের অপচয় আর নয়। দেশে উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সঠিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা দ্বারা সংরক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী উৎপাদন করতে হবে। এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দিলে বিদেশ হতে গাভী আমদানীর পরিবর্তে আমাদের দেশ হতে বিদেশে রপ্তানীর চিন্তাভাবনাও অমূলক নয়। এ কাজটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তাররোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ (Quarantine Act), আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ২৫০০ কিলোমিটার বর্ডার এলাকায় স্থল ও নৌ-বন্দর রয়েছে প্রায় ১৮টি এবং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ৩টি (আকাশ পথ)। সাধারণ

নিয়মেই আন্তর্জাতিক আইনেই রয়েছে যেকোনো প্রাণি আমদানি করতে হলেও বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার (আমদানী-রপ্তানী) দেওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঙ্গ নিরোধের ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সকল দেশ প্রাণিদেহ হতে মানব দেহে সংক্রমিত হয় সেগুলি চিহ্নিত করে তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহন করা। পশু-পাখির স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক Zoonotic important রোগ যা শরীরে সুপ্তাবস্থায় থাকার ব্যাপারটি সঠিক নির্ণয় করা এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্থল বন্দর রয়েছে দশটির অধিক যেমন হিলি, বেনাপোল, সোনামসজিদ, বুড়িমারী, লাকসাম ইত্যাদি। প্রতিটি চেক পোস্টেই প্রয়োজন আধুনিক Quarantine shed, Disease Diagnostic Lab এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেটেরিনারি সার্জন ও লোকবল যেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিধান থাকবে। বর্তমানে বর্ডারগুলোতে রয়েছে শুধুমাত্র কাস্টম চেকপোস্ট এবং বর্ডার পুলিশ ও বিজিবি-এর ননটেকনিক্যাল নজরদারী। যেখানে প্রতিটি গরুর এন্ট্রি ফি ৫০০ টাকা ধার্য পূর্বক বর্ডার পাশ দেওয়া হয়ে থাকে। এখানেও ভেটেরিনারি সার্জনের পদ না থাকার কারণে অ্যানথ্রাক্স, ব্রুসেলোসিস, হিমোরেজিক সেপটিসেমিয়া, ক্ষুরা, গো-বসন্ত, জলাতঙ্ক, পিপিআর, এবং বার্ডফ্লু ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগ নিয়ে এদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রোগে প্রাণহানিসহ বছরে অর্থের অপচয় হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানবসম্পদসহ প্রাণিসম্পদ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইতিমধ্যেই সোয়াইন ফ্লুতে অনেক লোকের প্রাণ হানি ঘটেছে যা আমাদের দেশেও প্রবেশ করতে পারে, যেকোন মুহূর্তে। এ মুহূর্তে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন যথা: * পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজন quarantine Act ২০০৫ এর ৬ নং আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। * প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল এন্ট্রি পদে ৫ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স কারিকুলামে ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করা। * অর্গানোগ্রামের সবগুলি পদে রেজিষ্ট্রার্ড ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য পদ সৃষ্টি। * Slaughter Act বাস্তবায়ন। * প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছর মেয়াদী ডি.ভি.এম গ্রাজুয়েটদের প্রভাষক পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করণ। * বি.সি.এস (প্রাণিসম্পদ) এর সকল নিয়োগ জটিলতা দূর করা। *প্রতি উপজেলায় ২ জন ভেটেরিনারি সার্জন ও ১ জন সায়েন্টিফিক অফিসারের পদ সৃষ্টি এবং কমপক্ষে ২ টি ইউনিয়নের জন্য ১ জন ভেটেরিনারি সার্জনের পদ সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। * প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে ভেটেরিনারি পেশায় দক্ষদের নিয়োগ দেওয়া। * অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট নিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রাণিসম্পদের আমদানী রপ্তানী ও গবেষণার মাধ্যমে এসেক্টরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। * শূন্য পদে ভেটেরিনারি সার্জনের নিয়োগের মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা। * কোয়াক বা হাতুড়ে ও কবিরাজের অপচিকিৎসার বেড়াজালে আক্রান্ত হচ্ছে প্রাণিসম্পদের মত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি। ভুল ঔষুধ প্রয়োগে দিন দিন অ্যানথ্রাক্সসহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণুর সংক্রমণ ও ঔষধ প্রতিরোধী ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রতিটি উপজেলা, জেলা ও সিটি করপোরেশনে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহের জন্য প্রয়োজন মডার্ন Slaughter house, যেখানে থাকবে উন্নত diagnostic lab, ও আবাসিক সুযোগ সুবিধা। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এ মুহূর্তেই প্রয়োজন সকল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তার যথাযথ সমাধানে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সদাশয় সরকারের পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে থেকে একযোগে কাজ করলে এ সেক্টরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, এটিই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

লেখক : চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সিকৃবির ভূমিকা

ড. মো. রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার নিমিত্তে ১৯৯৫ সালে সিলেট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) হিসাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পাশ করা ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে। ফলশ্রুতিতে শুরুতে ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদ নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হলেও বর্তমানে এখানে ৫টি অনুষদ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাথেই রয়েছে সরকারি জেলা দুগ্ধখামার, সরকারি হাঁস-মুরগির খামার, সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র (এফ.ডি.আই.এল)। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্লাসের হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়। আবার উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিক্ষকগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে উন্নতর প্রযুক্তির গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। সিকৃবির ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাণিসম্পদের বিনামূল্যে টীকাদান ও চিকিৎসা প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। গ্রামের কৃষকদের গবাদি প্রাণির কৃমিনাশক ঔষধ সেবনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির স্পন্সর নিয়ে বিনামূল্যে কৃমির ঔষধ ও বিভিন্ন রুচিবর্ধক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের বিভাগ বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের মাঝে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণের পাশাপাশি পশু-পালন ঘাস রোপন সাইলেজ তৈরী করা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইউরিয়া সার ও খড় দিয়ে উন্নত খাবার তৈরী করা কৃত্রিম প্রজননসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্রয়লার ও লেয়ার পালন কোয়েল পালন ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মননশীলতায় আজ সিলেটের দরিদ্র কৃষকেরা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবাদি প্রাণির আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে গর্ভপরীক্ষা, গোবর পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা এবং এক্স-রের মত সুবিধা হাতের নাগালে পাচ্ছে। অকারণে কোন গবাদি প্রাণীর মৃত্যু হলে বিশেষজ্ঞ প্রফেসরদের নিয়ে কমিটি করে মৃত্যুর কারণ ও সংক্রমণ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে এখানকার কৃষকরা গবাদি প্রাণি লালন করে সফলতা অর্জন করতে সম হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে প্রতি বছর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা ভারতের কোলকাতায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব এ্যানিমেল অ্যান্ড ফিসারি সায়েন্সেস-এ যাচ্ছে।

সম্প্রতি ব্র্যাকের সাথে সিকৃবির এক সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। সে মোতাবেক ব্র্যাকে সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে বেকার যুবকদের সংঘটিত করে প্রাণিসম্পদ পালন, কৃত্রিম প্রজনন, খামার স্থাপন, রোগ ব্যবস্থাপনা, গর্ভাবস্থা গাভীর পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা বেকার দরিদ্র মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

লেখক: প্রফেসর, ভেটেরিনারি অনুষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

প্রফেসর ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে ১,৪৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের একটি অতিক্ষুদ্র কৃষি প্রধান দেশ তবে জনসংখ্যার দিক থেকে এর অবস্থান ৯ম। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। প্রাণিসম্পদ কৃষির একটি উপখাত হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। আর পুষ্টির বড় যোগান দাতা হলো প্রাণিসম্পদ। দুধ,মাংস ও ডিম একটি প্রাণিজ প্রোটিন যা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষাসহ মেধা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ ৬.৫% জিডিপিতে অবদান রাখছে। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য থেকে বিদেশ হতে ১৩% ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সর্বোপরি প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ৪২.৫৪% পূরণ করছে। প্রাণিসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে ভারী কাজে, খাদ্যের মূল্যবান আমিষ, সার, জ্বালানি, গ্রামীণ পরিবহন, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কাজে এবং কলকারখানার কাঁচামাল ইত্যাদিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের শতকরা ২০ ভাগ লোক সার্বক্ষণিক প্রাণিসম্পদের সংগে জড়িত।

খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান যখন সবার কর্ম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টি মানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। ১৯৯৬ সালে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে যোগদানরত স্ব স্ব রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য প্রাপ্তিকে প্রত্যেক মানুষের অধিকার হিসেবে পুর্নব্যক্ত করেছেন। আমাদের জাতীয় খাদ্যনীতিতে (২০০৬) খাদ্যনিরাপত্তায় চিহ্নিত তিনটি নিয়ামক হলো-খাদ্যের লভ্যতা (availability of food), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food). সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে সব কয়টি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা-সম্পর্কিত সব বিষয়ের মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হচ্ছে- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মুরগী এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি। সুস্থ জীবনের জন্য মানুষের যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশীর ভাগই প্রাণিজ প্রোটিনে বিদ্যমান। প্রাণিজ প্রোটিন মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সুস্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠি উপর। সুস্বাস্থ্যবান জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ।

গত দুই দশকে মানুষের সচেতনার বৃদ্ধির জন্য মুরগীর ডিম এবং গরুর দুধ ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ডিম ও দুধ উৎপাদন হয় বর্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। কারণ যে হারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই অনুপাতে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যে পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমিষের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতিদিন একজন সুস্থ লোকের ২৫০ মিলি দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস ও বছরে ১০৪টি ডিমের প্রয়োজন সেখানে যথাক্রমে মাত্র ৪৫ মিলি ও ২১ গ্রাম এবং ৩৭টি হিসেবে উৎপাদিত হচ্ছে। খাদ্যনিরাপত্তার তিনটি নিয়ামক বিবেচনায় নিয়ে ব্রিটেনের প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তৈরি 'দ্য গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১২' বা বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা তালিকা-২০১২তে বিশ্বের ১০৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। তালিকা অনুযায়ী খাদ্যনিরাপত্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬% অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সালে দেশে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষের কাছাকাছি। মাথাপিছু ২৫০ মিলিলিটার দুধ সরবরাহের জন্য বছরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টন তরল দুধ উৎপাদন করতে হবে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ২০০৭ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হলে ২০২৫ সালে গাভী/মহিষ প্রতি গড়ে বার্ষিক ৩০০০ লিটার দুধ উৎপাদন করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন হবে ৬০ লক্ষ দুধালো গাভী অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লক্ষ মোট গরু/মহিষ। ঘাসের প্রয়োজনীয় ঘাস সরবরাহ করতে মোট ৭ লক্ষ হেক্টর জমি প্রয়োজন হবে যা মোট আবাদি জমির মাত্র ৫.৪%।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটে গবেষণার ফলাফলের বরাত দিয়ে ১৯ মে একটি বাংলা দৈনিকের (বণিক বার্তা) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে দেশে মাংসের ঘাটতি হবে ১৩

লাখ ৬০ হাজার টন ও দুধের ঘাটতি হবে ১০ লাখ ৮ হাজার টন এবং ডিমের ঘাটতি হবে ১০৬ কোটি ৯০ লাখ। এসব পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতি আগামী তিন বছরে ক্রমাম্বয়ে বাড়বে। ২০১৩ সালে মাংসের ঘাটতি হবে ১৭ লাখ ৮০ হাজার টন। পরের দুই বছরে তা গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৩ লাখ ও ২৯ লাখ ৬০ হাজার টনে। ২০১৩ সালে ডিমের ঘাটতি হবে ১৪৬ কোটি ৩০ লাখ, যা পরের দুই বছরে গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৮৭ কোটি ২০ লাখ এবং ২৩২ কোটি ৮০ লাখে। আগামী বছর দুধের ঘাটতি থাকবে ১৫ লাখ ৯০ হাজার টন। পরের দুই বছরে তা হবে যথাক্রমে ২২ লাখ এবং ২৯ লাখ ৩০ হাজার টন। বর্তমানে আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পুরণ করা হচ্ছে। বাকি দুধ আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। সব মিলে মাথাপিছু গড় দৈনিক দুধের পরিমাণ মাত্র ৬০ মিলিলিটার যা চাহিদার মাত্র ২৪%। এই বিশাল ঘাটতি পুরণের জন্য সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে শিশু খাদ্য হিসেবে মেলামাইনযুক্ত দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও ডিম আমদানি করছে। এতে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের মতো দেশে অর্থনীতির উপর ব্যাপক চাপ পড়ছে এবং উন্নয়ন বাধগ্রস্ত হচ্ছে। তাই প্রাণিজ আমিষের যোগান দেওয়ার জন্য বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রযুক্তিভিত্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত হবে।

প্রতি বছর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, বসতবাড়ী, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, বাজার ইত্যাদির তৈরীর জন্য শতকরা ১ ভাগ হারে কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে। কৃষি জমির পরিমান দিনদিন কমে যাওয়ার ফলে জনগণ ক্রমেই কৃষি কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে জীবন ধারনের জন্য অন্য পেশায় ঝুকে পড়ছে। কারণ, এদেশের প্রায় ৪০% লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৫%। তবে এদেশের ৭৫% জনগণ কোন না কোন প্রাণী বা পোল্ট্রি লালন পালন করে থাকে। কেননা এ পেশার জন্য কৃষি মতো অনেক জমির প্রয়োজন হয় না এবং অধিক অর্থ খাটানোর প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর সকল সদস্যই খুব কম সময় দিয়েই প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি লাভজনকভাবে পুষতে পারে। অন্যদিকে এ সেক্টরে কাজ করতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কলাকৌশল আদিকাল থেকে মানুষ জানে। এ জন্য এ পেশায় মানুষ দ্রুত আকৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩.১২ মিলিয়ন, ১.৫৯ মিলিয়ন, ২৪.১৫ মিলিয়ন, ৩.০৭ মিলিয়ন, ২৩৪.৬৮ মিলিয়ন ও ৪৪.১২ মিলিয়ন (বিবিএস, ২০১১)। গরু ও মহিষ যৌথভাবে ৯৯% দুধ উৎপাদন করে থাকে। সংখ্যার দিক দিয়ে প্রাণিসম্পদের সংখ্যা আমাদের দেশে একেবারে কম নয় তবে উৎপাদন মাত্রা অত্যন্ত কম। কম হওয়ার কারণ মৌলিক গুনাগুন আমাদের প্রাণিসম্পদের অত্যন্ত নিম্নমানের। উদ্দেশ্য, অল্প পরিসরে আমাদের দেশের নিম্নমানের প্রাণিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র গরুকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। অপর দিকে পোল্ট্রিতে বিশেষ করে কমার্শিয়াল জাতের মুরগী ও হাঁস পালন করা হচ্ছে।

অল্প জায়গায় কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ডেইরী ফার্ম, গোট ফার্ম, ভেড়ার খামার, গরু মোটাতাজাকরণ ফার্ম, হাঁসের খামার ও পোল্ট্রী শিল্পকে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ডেইরী ও পোল্ট্রী শিল্পের বিপ্লবের কারণে গত ২০ বছরে বাংলাদেশের সর্বত্রই হাজার হাজার ডেইরী ও পোল্ট্রী খামার গড়ে উঠেছে। ফলে বেকার যুবক-যুবতী, দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচনসহ দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পুরণ অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে উদীয়মান এ প্রাণিসম্পদ ফার্ম বা শিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে এসব শিল্পের বর্তমান অবস্থা মুখ থুবরে পড়তে বসেছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় নতুন গেড়ে উঠা এ শিল্পটি অনেক সমস্যায় জর্জরিত। প্রাণিসম্পদ এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারকে বলিষ্ঠভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে প্রাণিসম্পদকে তেমন কোন গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তারপর রয়েছে গো খাদ্যের অভাব, মান্ধাতার আমলের লালন পালন ব্যবস্থা, রোগের প্রাদুর্ভাব ও পরিবেশসহ নানাবিধ সমস্যা।

প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পের নানান সমস্যা বিরাজমান সত্ত্বে দেশে নতুন নতুন খামার তৈরী হচ্ছে এবং প্রতিটি বাড়ীতে কিছু না কিছু প্রাণী লালন পালন হচ্ছে আবার অনেক পুরাতন খামার দীর্ঘ দিন ধরে পরিচালিত হয়ে আসছে কোনরূপে। বিপুল পরিমান আমিষের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারী উদ্যোক্তা, এন.জি.ও ও খামারীগণ, প্রাণিসম্পদ স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ডাক্তারগণ ও পশু-পাখি পুষ্টিবিদ সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছে। দুধের জন্য যেসব শিল্প গড়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মিল্কভিটা, আড়ং, প্রাণ, আকিজ, বিক্রমপুর মিল্ক প্রসেসিং কারখানা ইত্যাদি। মুরগীর বাচ্চার ও পশু খাদ্যের জন্য গড়ে উঠেছে নারিশ, প্যারাগন, আফতাব, কোয়ালিটি ফিডস, কাজীফার্ম, বীর

রিভস, আমান, শত শত হ্যাচারীসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে ২০-২২ বছর আগেও যেখানে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাত্র ৩টি ঔষধ কোম্পানী ছিল যেমন-সেবাগেইগী (বর্তমান নোভারটিস), ফাইজার (বর্তমানে রেনেটা) এবং রোনপুলেনক (বর্তমানে এ্যাডভান্স) ঔষধ কোম্পানি। বর্তমানে দেশে প্রায় ছোট বড় ৩০০-৫০০টি ঔষধ কোম্পানি গড়ে উঠেছে। আবার বেঙ্গল মিট লিমিটেডসহ কুমিরের খামারও গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সুযোগ গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের পশু-পাখিতে প্রতি বছর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয় এতে বহু গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। গরু-মহিষ যে সব রোগের প্রার্দুভাব বেশী হয় তা হলো- ১. ক্ষুরা রোগ (Foot & Mouth disease), ২. গলা ফোলা (Hemorrhagic Septicemia); ৩. বাদলা রোগ (Blackleg); ৪. তড়কা (Anthrax); ৫. ব্রুসেলোসিস (Brucellosis); ৬. ওলান প্রদাহ (Mastitis), ৭. ইফেমেরাল ফিভার ইত্যাদি। ছাগল-ভেড়ার পিপিআর রোগ (PPR)। পাশাপাশি অসংক্রামক রোগেও পশু-পাখি মারা যায়। যেসব রোগে প্রতিবছর পশু মারা যায় তা হলো- ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliasis); গোলকৃমি, ফিতাকৃমি; মিল্ক ফিভার (Milk fever); প্রজনন সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি। পোল্ট্রির যেসব রোগ হয় তা হলো- মুরগীর রানীক্ষেত, গামবোরো, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড-ফ্লু, ফাউল কলেরা, রক্তআমাশয়, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি এবং হাঁসের ডাক প্লেগ, ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এদেশে এখনো প্রতি বছর গরু ৮.৩%, ছাগল ৯.৮%, মুরগী ২৬.৬% এবং হাঁস ১২% মারা যায়। প্রতি বছর দেশে শুধু গরু-মহিষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার স্থির পরিমান প্রায় ১৪০০-১৬০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে সর্বমোট ৩৭৫০জন রেজিস্ট্রার্ড ভেটেরিনারিয়ান কর্মরত আছেন বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সেক্টরে। তার মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ১১৫০ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২৭জন, বি.এল.আর.আই ১২জন, মিল্ক ভিটায় ৬৩ জন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ১৬২ জন, এন.জি.ও তে ২৭৯ জন, ফিড মিলে ২০, ডেইরী এন্ড পোল্ট্রি লিমিটেডে ৫০ জন এবং সিটি কর্পোরেশনে ১০জন। উল্লেখ্য, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিটি উপজেলায় একজন করে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে মোট ৪৯৯ জন ডাক্তার থাকার কথা থাকলে তারমধ্যে ৩০০টির অধিক পদ দীর্ঘ দিন থেকে শূণ্য আছে। যেখানে প্রতি ১০,০০০ পশু-পাখির জন্য একজন ভেটেরিনারিয়ান থাকা দরকার। সেখানে বর্তমানে আমাদের দেশে ১,৫৪,০০০টি গরু, ৯৩৩৫টি মহিষ, ১,৬১,০০০টি ছাগল, ২০,৬৬৬টি ভেড়া, ১,৫৬,৪৬৬৬ টি মুরগী ও ২,৯৮,৬৬৬টি হাঁসের জন্য মাত্র ১ জন ভেটেরিনারিয়ান কর্মরত আছেন। এ বিশাল প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির স্বাস্থ্য রক্ষা অত অল্প সংখ্যক ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। এ বিপুল সংখ্যক ভেটেরিনারিয়ানের ঘাটতির কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের পশুপাখির মালিকগণ তাদের পশু-পাখিকে ২০% ভেটেরিনারিয়ান, ৫৩% কোয়াক ডাক্তার, ১৬% কবিরাজ ও ১১% হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়ে থাকেন। দেশের ৮০% পশুপাখি দক্ষ ভেটেরিনারিয়ানের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে খামারীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থাকলেও সেখানে কোন ধরনের রোগ নির্ণয়ের নেই কোন লোকবল ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা না থাকায় কর্মরত ভেটেরিনারিয়ান প্রকৃত রোগ নির্ণয় না করে রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। এতে কোন কোন ব্যবস্থাপত্র পশুর কাজে লাগে আবার কোন কোনটি কাজে লাগে না। রোগ নির্ণয় না করে চিকিৎসা দিলে খরচ বেশী পড়ে এবং পশু-পাখির উপর অযথা ওষধের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমনকি প্রকৃত রোগ নির্ণয় না হওয়ার কারণে মূল্যবান গবাদিপশু ও পাখি রোগে ভুগে ভুগে মারা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করতে না পারায় অনুউৎপাদনশীল পশু ও পাখিতে পরিণত হয় এবং এ অবস্থায় খামারীর খাদ্যে খরচ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খামারটি লোকসানের মুখে পড়ে। সুষ্ঠুভাবে রোগ নির্ণয় করার জন্য ভেটেরিনারী হাসপাতালে কমপক্ষে সার্জারী, গাইনি, মেডিসিন, প্যাথলজি ও জেনারেল ভেটেরিনারিয়ানের পদ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

দুধ, মাংস, ডিম এর চাহিদা পূরণসহ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেছে। এ সেক্টরে কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন হাতবদল হচ্ছে কিন্তু প্রাণী ও পোল্ট্রির চিকিৎসা ব্যবস্থার সরকারী কোন উন্নতি হয়নি। বর্তমানে একটি উন্নত জাতের গাভীর বাজার মূল্য প্রায় ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা। এই অধিক উৎপাদনশীল গাভী যদি সরকারী ছুটির দিন বা সরকারী অফিস সময়সূচির আগে বা পরে হঠাৎ করে অসুস্থ হলে সরকারীভাবে তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। পশুর অনেক রোগ আছে অসুস্থ হওয়ার পর পরই চিকিৎসা না করলে পশু মারাও যেতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী গাভীর চিরতরে দুধ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকারী সাপ্তাহিক ছুটি ২দিন এবং

অন্যান্য দিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ব্যতিত জরুরী ক্ষেত্রে কোন ভেটেরিনারি ডাক্তার সাধারনত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ পশু চিকিৎসায় ইমারজেন্সি চিকিৎসা ব্যবস্থা একেবারেই নেই।

সারা দেশের ৪৬৯টি প্রানিসম্পদ হাসপাতাল, চিড়িয়াখানা, প্রজনন কেন্দ্র, ডেইরী ফার্মের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর প্রায় ৭.৫ কোটি বাজেট দেওয়া হয়। এতে প্রতিটি উপজেলায় বছরে মাত্র ১,৫০,০০০ টাকার ওষধ ও ভেটেরিনারি যন্ত্রপাতি পেয়ে থাকে। প্রতিটি উপজেলায় গড়ে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি সংখ্যার একত্রে প্রায় ৬,৬০,০০০টি। একটি পশু-পাখির জন্য বাৎসরিক বাজেট মাত্র ০.২২ টাকা। এত অল্প বাজেট দিয়ে এই বিশাল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা করা মোটেই সম্ভব নয়। পশু মালিক অনেক আশা-আকাংকা নিয়ে অসুস্থ পশু ভ্যান গাড়ী ভাড়া করে বা হেঁটে নিয়ে আসে ১০-১৫ কিলোমিটার দূর থেকে উদ্দেশ্য হলো ফ্রি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ফ্রি ঔষধ পাওয়ার আশায়। মালিক এসে অনেক সময় ডাক্তার ও ওষধ কোনটিই পান না। এ ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। কারণ হলো অনেক পদ শূন্য এবং প্রয়োজনের ওষধ খুবই অপ্রতুল। আবার পশু-পাখিকে হাসপাতালে রেখে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনো গড়েই উঠেনি।

পশু-পাখীর রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা জানি, চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। বাংলাদেশে যে পরিমান গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী বিদ্যমান তার মাত্র ১০-২০% বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরী হয়ে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, খামারীরা তাদের পশু-পাখিকে মাত্র ১৫% টিকা প্রদান করে থাকেন। তবে সকল সংক্রামক রোগের টিকা তৈরীর ব্যবস্থা সরকারীভাবে নেই। যেসব রোগের টিকা দেশে তৈরী হয় না তা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় এতে বিপুল অর্থ খরচ হয়। যে সব টিকা দেশে তৈরী হয় তাও আবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় না। বাংলাদেশে প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় মহাখালী ও কুমিল্লায় ২টি টিকা তৈরী কারখানা আছে। সমস্ত জেলার চাহিদামত ঐসব ভ্যাকসিন তৈরীর অফিস থেকে সরবরাহ দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় হলো ভ্যাকসিনগুলো ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ দেওয়ার জন্য অনেক সময় কুল চেইন মানা হয় না এতে অনেক সময় ভ্যাকসিনের গুনাগুন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। টিকার অভাবে ৮০-৯০% পশু-পাখি এ দেশের অরক্ষিত অবস্থায় থেকে যায়।

বাংলাদেশে প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর যা ঢাকায় অবস্থিত তার আওতায় সারা দেশে ৪৬৯টি উপজেলা প্রানিসম্পদ দপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রানিসম্পদ দপ্তর, ৭টি বিভাগীয় প্রানিসম্পদ, ১টি কেন্দ্রীয় প্রানী হাসপাতাল, ১টি প্রানিসম্পদ গবেষণাগার, ২টি ভি.টি.আই, ১টি এল.টি.আই, ১টি সি.ডি.আই.এল, ১৭টি এফ.ডি.আই.এল, ৬টি ডেইরী, ১৭টি পোল্ট্রি, ০৫টি গোট, ১টি শুকুর, ১টি মহিষ ফার্ম এবং ২টি চিড়িয়াখানায় প্রায় ১১৮৫ জন ডিভিএম/এএইচ ডিগ্রীধারী কর্মকর্তা ও ৭০০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/সাধারণ কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। পাকিস্তান আমলে যে জনবল ছিল বর্তমান আধুনিক যুগেও সেই পরিমান আছে তেমন বৃদ্ধি হয়নি। ফলে এত স্বল্প জনবল দিয়ে দেশের এ বিপুল প্রানিসম্পদ ও পোল্ট্রির স্বাস্থ্য রক্ষা বড় সমস্যা।

সরকারীভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল না থাকা এবং ভেটেরিনারি চিকিৎসা ইমারজেন্সি না হওয়ার কারণে এ দেশের প্রানিসম্পদ ও পোল্ট্রির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকারীর সেবার পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশু পালন বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ জনাব মোঃ মোশারফ উদ্দিনের উদ্যোগে বেকার ও শিক্ষিত যুবকদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩ মাসব্যাপী লাইভস্টক ও পোল্ট্রি পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ শুরু করেন বিভিন্ন জেলার ট্রেনিং সেন্টার থেকে। উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীরা নিজেরা ডেইরী ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ ও গবাদিপশু ও পাখির প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে স্বাবলম্বী হবেন। সেই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীরা সরকারী প্রানিসম্পদ অফিসে উপজেলার প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি সার্জন ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় গবাদিপশু ও পাখির সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন প্রদান করে থাকেন পয়সার বিনিময়ে। অনেকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খামার গড়ে তুলেছেন এতে অনেকভাবে লাভবান হয়েছেন। বর্তমানে প্রতিটি জেলায় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং সেখান থেকে প্রতি সেন্টার হতে ৬০-১০০ জন যুবক-যুবতীকে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন এন.জি.ও যেমন- ব্র্যাক, আশা, কারিতাস, গ্রামীণ ব্যাংক, বি.আর.ডি, আনসার ভিডিপি, কেয়ার ইত্যাদি লাইভস্টক কর্মী (প্যারাভেট) তৈরী করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজ সমিতির গবাদিপশু ও মোরগ-মুরগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও টিকা প্রদান করে পশু-পাখীকে রোগমুক্ত রাখা। সরকারও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে প্রাথমিক চিকিৎসা ও খামার ব্যবস্থাপনার উপর আগ্রহী শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, উদ্দেশ্য হলো তার উপজেলায়

প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগ প্রতিরোধ কল্পে পশুপাখির-রোগ নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে লক্ষ লাইভস্টক কর্মী কাজ করছেন। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি এন.জি.ও এবং বেসরকারী উদ্যোগে যে লক্ষ লাইভস্টক কর্মী গড়ে উঠেছে মূলতঃ তারাই গবাদিপশু-পাখির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। যদিও বাংলাদেশের ভেটেরিনারি প্রবিধান-১৯৮২ তে উল্লেখ আছে, কোন ভেটেরিনারিয়ান ছাড়া পশু-পাখির প্রেসক্রিপশান দিতে পারবে না। বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে এমনিতেই ভেটেরিনারি ডাক্তারের পদসংখ্যা প্রতি উপজেলায় মাত্র একটি তারমধ্যে ৪৯৯টি পদের মধ্যে প্রায় ৩৫০টি পদই শূণ্য। সরকারী অফিস সময় ছাড়া ভেটেরিনারি সার্জনের চিকিৎসা পাওয়া যায় খুব কম। আবার যে উপজেলায় ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য আছে সেই দিক বিবেচনা করে এবং একটি উপজেলায় কমপক্ষে ১০,০০০০ পশু-পাখির জন্য একজন ডাক্তারের পক্ষে উপজেলা হেড কোয়ার্টার থেকে ১০-২০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পশু-পাখির স্বাস্থ্য রক্ষা খুব কঠিন কাজ। কাজেই লাইভস্টকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা অধিক সংখ্যক পশু-পাখির চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন প্রদান করে থাকেন। অনেকে দীর্ঘ দিন ধরে এ পেশায় কাজ করতে করতে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে অনেক পশু খুব কম খরচে আরোগ্য লাভ করছে এতে খামারিরাও লাভবান হচ্ছে। আবার ঐসব অল্প শিক্ষায় ডাক্তারের কারণে ভুল চিকিৎসার জন্য অনেক পশু দীর্ঘ দিন ভুগে ভুগে অথবা অপচিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। গ্রামে গঞ্জে এসব লক্ষ কর্মী অল্প পয়সায় ভাল চিকিৎসা প্রদান করেন। অনেকে বড় বড় খামার গড়ে তুলেছেন। তবে আমাদের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় মৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশী। সরকার যেহেতু প্রতিটি পশু-পাখির চিকিৎসা তার নিজে দিতে পারছেন না সেই কারণে বিভিন্ন সংস্থা থেকে লক্ষ লাইভস্টক কর্মী তৈরী করছেন। তবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে হাজার হাজার প্রশিক্ষণার্থী লাইভস্টক এ ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন তবে অনেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হননি বিভিন্ন কারণে। যদি সকল প্রশিক্ষণার্থীরা মাঠে কাজ করতো তবে প্রাণিসম্পদে আরও দেশ সমৃদ্ধ ও পশু-পাখির মৃত্যুর হার কমে যেত। যেহেতু সরকার প্রতিটি উপজেলায় ও ইউনিয়নে ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগ এখনো পর্যন্ত দিতে পারেনি তাই এই বৃহৎ লক্ষ লাইভস্টক কর্মীকে পশু-পাখীর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারীভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে, তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন ধরণের পশু-পাখির ভ্যাকসিন সুলভ মূল্যে সরবরাহ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ, রিফ্রেশার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা এবং মাঠে কাজ করার জন্য চিকিৎসার সরঞ্জামাদি যেমন- সিরিঞ্জ, নিডিল, এন্টিসেপটিক, কটন, গজ, ফরসেপ, সিজার, ছুরি, বার্ডিজ্জু ক্যাসট্রেটরসহ সামান্য পরিমাণ প্রণোদনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এ দেশের প্রতিটি পশু-পাখিকে রোগ প্রতিরোধ করে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে এদেশের মানুষের খাদ্যে নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপরের বর্ণিত পশু-পাখির রোগ-ব্যাধি ও সমস্যাবলীর আলোকে পশু ও পাখিকে রোগের হাত হতে রক্ষা করার ও রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা-যেতে পারে- ১। সুষ্ঠু ও কার্যকরী সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো; ২। পশু-পাখি শুমারী; ৩। রোগ-ব্যাধি অনুসন্ধান ও নির্ণয়; ৪। রোগ চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ; ৫। নিয়মিত টিকা ও সিরাম সরবরাহ করা; ৬। রোগ-প্রতিরোধ আইন প্রণয়ণ; ৭। উপযুক্ত পরিচর্যা, সঠিক বাসস্থান ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান; ৮। রোগ-ব্যাধি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; ৯। শিক্ষা, ট্রেনিং ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে রোগ-ব্যাধি সম্বন্ধে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং ১০। লক্ষ লাইভস্টক কর্মীদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

[পরিশেষে বলা যায়, প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম এবং সকল শ্রেণীর মানুষের প্রচলিত একটি সেক্টর। যে সেক্টর সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে সুস্থ, সবল এবং মেধাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলে। বিশ্বে সব দেশের সরকার এ সেক্টরের গুরুত্ব দিয়ে থাকে সবার উপরে। তাই বাংলাদেশের সরকারকে দীর্ঘভাবে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় সমান গুরুত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রাণিসম্পদের সাথে জড়িত সকল সরকারী বেসরকারী, এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সরকারীভাবে বড় ধরণের প্রণোদনা দিয়ে এ সেক্টরের উন্নয়নের মাধ্যমে ১৬ কোটি লোকের আমিষের চাহিদা পূরণ করে খাদ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ দারিদ্র বিমোচনে এই খাতকে একটি সম্ভবনাময় খাত হিসেবে দাঁড় করাতে হবে।

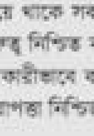

লেখকঃ এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আজীবন সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার

ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম

মো. এনামুল হক

ড. সাবরিনা আনাম

কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম মিয়া

কৃষিবিদ শাহ্ জামাল

শিরিন আলম (খায়রুল সাহেবের স্ত্রী)

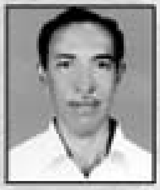
মাসুদুল হক নিলু

ডা. রেবেকা সুলতানা

প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ

ডা. মো. মাহবুবুর রহমান

মো. জাকির হোসেন

মোসা. সেলিনা বেগম

প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মান্নান

ডা. মো. সাইফুল ইসলাম (সবুজ)

সাধারণ সদস্যদের পরিচিতি

GM-0001

[illegible]

GM-0002

[illegible]

GM-0003

[illegible]

GM-0027

[illegible]

GM-0034

[illegible]

GM-0105

[illegible]

GM-0106

[illegible]

GM-0119

[illegible]

GM-0122

[illegible]

GM-0123

[illegible]

GM-0182

[illegible]

GM-0183

[illegible]

GM-0184

[illegible]

GM-0211

[illegible]

GM-0221

[illegible]

GM-0213

[illegible]

GM-0214

[illegible]

GM-0215

[illegible]

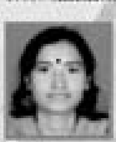

GM-0224

[illegible]

GM-0234

[illegible]

GM-0345

[illegible]

GM-0346

[illegible]

GM-0355

[illegible]

GM-0356

[illegible]

GM-0357

[illegible]

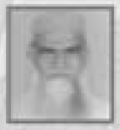

GM-0162
[illegible]

GM-0163
[illegible]

GM-0178
[illegible]

GM-0200
[illegible]

GM-0295
[illegible]

GM-0409
[illegible]

GM-0004
[illegible]

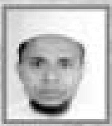

GM-0016
[illegible]

GM-0017
[illegible]

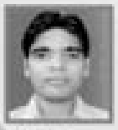

GM-0018
[illegible]

GM-0019
[illegible]

GM-0020
[illegible]

GM-0021
[illegible]

GM-0022
[illegible]

GM-0023
[illegible]

GM-0024
[illegible]

GM-0025
[illegible]

GM-0026
[illegible]

GM-0032
[illegible]

GM-0042
[illegible]

GM-0043
[illegible]

GM-0044
[illegible]

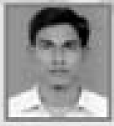

GM-0045
[illegible]

GM-0046
[illegible]

GM-0047
[illegible]

GM-0048
[illegible]

GM-0049
[illegible]

GM-0050
[illegible]

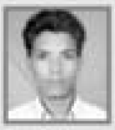

GM-0051
[illegible]

GM-0107
[illegible]

GM-0118
[illegible]

GM-0128
[illegible]

GM-0130
[illegible]

GM-0147
[illegible]

GM-0166
[illegible]

GM-0196
[illegible]

GM-0197
[illegible]

GM-0198
[illegible]

GM-0199
[illegible]

GM-0200
[illegible]

GM-0201
[illegible]

GM-0202
[illegible]

GM-0203
[illegible]

GM-0204
[illegible]

GM-0205
[illegible]

GM-0206
[illegible]

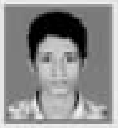

GM-0207
[illegible]

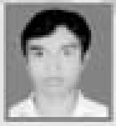

GM-0208
[illegible]

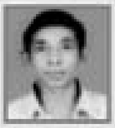

GM-0209
[illegible]

GM-0210
[illegible]

GM-0233

GM-0235

GM-0237

GM-0238

GM-0239

GM-0240

GM-0241

GM-0242

GM-0243

GM-0244

GM-0245

GM-0246

GM-0247

GM-0255

GM-0256

GM-0269

GM-0268

GM-0271

GM-0275

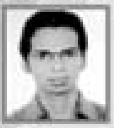

GM-0276

GM-0277

GM-0278

GM-0279

GM-0280

GM-0281

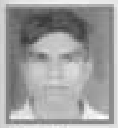

GM-0052

GM-0053

GM-0054

GM-0055

GM-0056

GM-0057

GM-0072

GM-0074

GM-0125

GM-0126

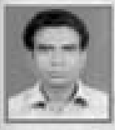

GM-0127

GM-0128

GM-0129

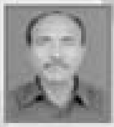

GM-0130

GM-0131

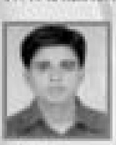

GM-0132

GM-0133

GM-0134

GM-0135

GM-0136

GM-0137

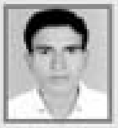

GM-0138

GM-0139

GM-0140

GM-0141

GM-0142
[illegible]

GM-0196
[illegible]

GM-0143
[illegible]

GM-0144
[illegible]

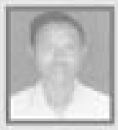

GM-0145
[illegible]

GM-0146
[illegible]

GM-0164
[illegible]

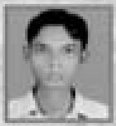

GM-0165
[illegible]

GM-0166
[illegible]

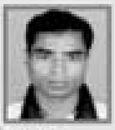

GM-0167
[illegible]

GM-0168
[illegible]

GM-0169
[illegible]

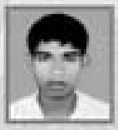

GM-0170
[illegible]

GM-0171
[illegible]

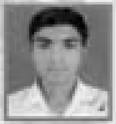

GM-0172
[illegible]

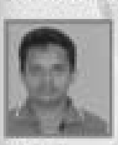

GM-0173
[illegible]

GM-0174
[illegible]

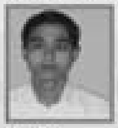

GM-0175
[illegible]

GM-0176
[illegible]

GM-0177
[illegible]

GM-0187
[illegible]

GM-0188
[illegible]

GM-0189
[illegible]

GM-0190
[illegible]

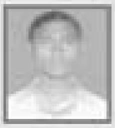

GM-0191
[illegible]

GM-0142
[illegible]

GM-0078
[illegible]

GM-0143
[illegible]

GM-0144
[illegible]

GM-0145
[illegible]

GM-0146
[illegible]

GM-0164
[illegible]

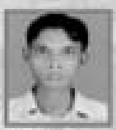
GM-0165
[illegible]

GM-0411
[illegible]

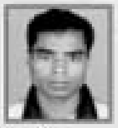
GM-0167
[illegible]

GM-0168
[illegible]

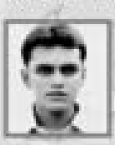
GM-0169
[illegible]

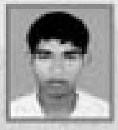
GM-0170
[illegible]

GM-0171
[illegible]

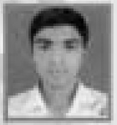
GM-0172
[illegible]

GM-0173
[illegible]

GM-0174
[illegible]

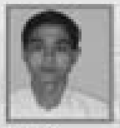
GM-0175
[illegible]

GM-0176
[illegible]

GM-0177
[illegible]

GM-0187
[illegible]

GM-0188
[illegible]

GM-0189
[illegible]

GM-0190
[illegible]

GM-0191
[illegible]

GM-0192

GM-0193

GM-0194

GM-0221

GM-0222

GM-0223

GM-0229

GM-0230

GM-0248

GM-0249

GM-0257

GM-0259

GM-0262

GM-0266

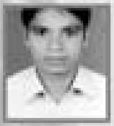

GM-0267

GM-0270

GM-0293

GM-0299

GM-0300

GM-0302

GM-0303

GM-0308

GM-0309

GM-0310

GM-0311

ID No. GM-0313
নাম : মো. [illegible]
পেশা : চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0368
নাম : মো. [illegible]
পেশা : প্রাণিসম্পদ চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : নাটোর
মোবাইল : [illegible]

GM-0369
নাম : মো. [illegible]
পেশা : প্রাণিসম্পদ চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : নাটোর
মোবাইল : [illegible]

GM-0373
নাম : [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0377
নাম : [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0379
নাম : মো. [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : নাটোর
মোবাইল : [illegible]

GM-0380
নাম : মো. [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0381
নাম : মো. [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : নাটোর
মোবাইল : [illegible]

GM-0383
নাম : [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0402
নাম : মো. [illegible]
পেশা : পশু চিকিৎসক
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : [illegible]
মোবাইল : [illegible]

GM-0029
নাম : মো. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0058
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0059
নাম : মো. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0060
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0061
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0062
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0063
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0064
নাম : মো. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0065
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0066
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0067
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0068
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0069
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0070
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0071
নাম : মোসা. [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0095
নাম : [illegible]
পেশা : [illegible]
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

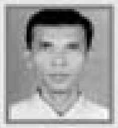

GM-0109
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0180
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0181
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0314
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0315
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0316
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0317
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0318
নাম : [illegible]
পেশা :
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0319
নাম : [illegible]
পেশা :
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0320
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল : [illegible]

GM-0321
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0322
নাম : [illegible]
পেশা :
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
মোবাইল : [illegible]

GM-0323
নাম : [illegible]
পেশা :
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0324
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0325
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0326
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0327
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0328
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0329
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0330
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0331
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0332
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0333
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0334
নাম : [illegible]
পেশা : খামারী
গ্রাম : [illegible]
থানা : [illegible]
জেলা : রাজশাহী
মোবাইল :

GM-0297
[illegible]

GM-0325
[illegible]

GM-0326
[illegible]

GM-0327
[illegible]

GM-0328
[illegible]

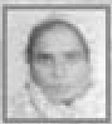

GM-0329
[illegible]

GM-0340
[illegible]

GM-0341
[illegible]

GM-0349
[illegible]

GM-0350
[illegible]

GM-0351
[illegible]

GM-0352
[illegible]

GM-0353
[illegible]

GM-0371
[illegible]

GM-0384
[illegible]

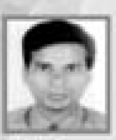

GM-0390
[illegible]

GM-0398
[illegible]

GM-0318
[illegible]

GM-0316
[illegible]

GM-0051
[illegible]

GM-0092
[illegible]

GM-0314
[illegible]

GM-0073
[illegible]

GM-0094
[illegible]

GM-0254
[illegible]

GM-0117

GM-0154

GM-0290

GM-0167

GM-0270

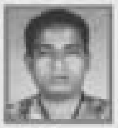
GM-0072

GM-0302

GM-0400

GM-0269

GM-0025

GM-0038

GM-0040

GM-0041

GM-0295

GM-0217

GM-0121

GM-0214

GM-0092

GM-0098

GM-0099

GM-0184

GM-0274

GM-0010

GM-0112

GM-0114

GM-0115

GM-0251

GM-0150

GM-0153

GM-0155

GM-0157

GM-0158

GM-0159

GM-0179

GM-0185

GM-0245

GM-0258

GM-0252

GM-0218

GM-0219

GM-0220

GM-0253

GM-0225

GM-0226

GM-0227

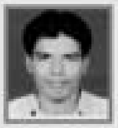

GM-0228

GM-0231

GM-0232

GM-0236

GM-0250

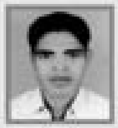
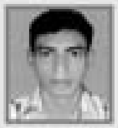

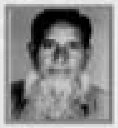

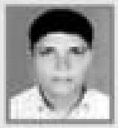

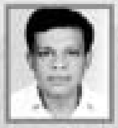

গঠনতন্ত্র

ধারা-১: নামকরণ: বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি
Bangladesh Livestock Society

ধারা-২: কার্যালয়- ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নারিকেল বাড়ীয়া ক্যাম্পাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (অস্থায়ী)।

ধারা-৩: লক্ষ্য: বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাইভস্টক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে এই সেক্টরের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা।

ধারা-৪: উদ্দেশ্যাবলী

ক. দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৌশল প্রণয়ন ও কার্যকারী ভূমিকা রাখা।

খ. দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাইভস্টকের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরণ।

গ. প্রানিসম্পদের উন্নয়নকরণ ও সেবা প্রদানের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে অ্যাওয়ার্ড/সম্মাননা (ক্রেষ্ট) প্রদানের মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তার দৃষ্টি আকর্ষন ও উদ্বুদ্ধকরণ।

ঘ. সেমিনার, সভা, বাৎসরিক অধিবেশন ও শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা, সর্বোশ্রেষ্ঠ সেবা প্রদানকারী, আ-জীবন সম্মাননার মত সম্মান প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রানি সম্পদের কর্মের মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানের জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন।

ঙ. বছরে কমপক্ষে একটি লাইভস্টক বিষয়ের উপর সাময়িকী প্রকাশকরণ।

চ. সদস্যদের পেশা ও কর্মের উন্নয়ন, সম্পর্ক বৃদ্ধিকরণের জন্য বিদায়ী ও আগত সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন ও আহুত সমস্যা সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

ছ. সদস্যদের পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করণ।

জ. বৃত্তি/স্বীকৃতি প্রদান।

ঝ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রানিসম্পদের দুর্যোগে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে প্রানিসম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে খামারী প্রশিক্ষণ।

ঞ. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ।

ট. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করা।

ঠ. প্রানিসম্পদের অব্যবস্থাপনার নিমিত্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ড. প্রানিসম্পদের সঙ্গে জড়িত সকলের স্বার্থ নিশ্চিতকরণ।

ঢ. Animal Welfare নিশ্চিতকরণ।

ণ. সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রানি আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

ত. প্রানিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সমিতি কর্তৃক সময় সময় স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে প্রানিকুলের নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদানকল্পে জনমত গড়ে তোলা।

থ. Transboundry disease কে Control করণে প্রদক্ষেপ গ্রহণ।

দ. দেশীয় শিল্প যেমন- ডেইরী, পোল্ট্রী, ছাগল, ভেড়া ও মহিষের খামার এবং গরু মোটা- তাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন।

ধ. মাংস, দুধ, ডিম এবং প্রানি হতে উৎপাদিত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

ন. ভেটেরিনারি ঔষধ, খাদ্য ও ভ্যাকসিন এর গুণগত নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

প. প্রানিসম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর রাখা।

ধারা-৫ঃ (ক) সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

কমপক্ষে ১৮ বৎসর ও তদুর্ধে সুস্থ, বিবেকসম্পন্ন ও সৎ চরিত্রবান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকার যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক পুরুষ কিংবা মহিলা যিনি সংগঠনের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত এবং প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত তিনি এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন। কিন্তু মাতাল, রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত কোন ব্যক্তি কখনও সদস্য হতে পারবেন না।

খ) সদস্যদের শ্রেণী বিভাগঃ

এ সংস্থায় ৫ (পাঁচ) প্রকার সদস্য থাকবেঃ

(১) সাধারণ সদস্যঃ

ধারা ৫ (খ) শর্ত সাপেক্ষে সদস্য হবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তিনি সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

(২) দাতা সদস্য

যে কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একবারে এককালীন কমপক্ষে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) দান করলে তাকে দাতা সদস্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৩) আজীবন সদস্য

কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একবারে এককালীন কমপক্ষে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) দান করলে তাকে আজীবন সদস্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৪) পরীনামে সদস্য

১৮ বছরের উর্ধ্বে নারী-পুরুষ (দেশ-বিদেশের) তাহারা ও তাহার কোন আত্মীয়, বন্ধু শুভাকাঙ্খীর নামে সম্মাননা চালু করতে চাইলে সংস্থাকে ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান সাপেক্ষে। পরীনামে সদস্য হতে পারবেন।

(৫) গোল্ডেন সদস্যঃ

১৮ বছরের উর্ধ্বে নারী পুরুষ (দেশ-বিদেশের) তাহারা ও তাহার কোন আত্মীয়, বন্ধু শুভাকাঙ্খীর নামে বাৎসরিক (Golden member of the year) ১ বছরের জন্য প্রদান করতে চাইলে ন্যূনতম ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করে গোল্ডেন সদস্য হতে পারবেন।

৫ (গ) সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

(১) সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্মে ১ (এক) মাসের চাঁদা সহ একজন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের সুপারিশসহ সভাপতির বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

(২) সংস্থার শৃঙ্খলা বজায় এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার মূলক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্যকে যথাসময়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

(৪) প্রত্যেক সদস্যকে প্রাথমিক ভর্তি ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং মাসিক ১০০ (একশত) হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৫) (ঘ) বিভিন্ন পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও সুবিধাদি

(১) সাধারণ সদস্যঃ

নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করবেন। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে যে কেহ নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটদান (বৈধ সদস্য হিসেবে) এবং নিজে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংস্থার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়নের কাজে অবদান এবং মতামত প্রকাশ করে পারবেন।

(২) দাতা সদস্যঃ

দাতা সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না, তাই তিনি ভোট প্রদান করতে পারবেন। এই সদস্যর মেয়াদ হবে ২ (দুই) বৎসর। তাঁকে মাসিক চাঁদা দিতে হবেনা।

(৩) আজীবন সদস্যঃ

মাসিক চাঁদা দিতে হবে না। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে। তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন এবং সাধারণ সদস্যের ন্যায় সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

(৪) গোল্ডেন ও প্লাটিনাম সদস্যঃ

ইহারা আজীবন সদস্যদের মত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

ধারা- ৬ঃ (ক) সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত ও বাতিলকরণ

(১) সদস্যপদ প্রাপ্তির পর ৬ (ছয়) মাস একটানা চাঁদা প্রদান না করলে।
(২) বিশেষ কারণবশতঃ পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।
(৩) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে এবং অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও বাস্তবায়ন হলে।
(৪) মৃত্যু হলে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটিলে অথবা আর্থিক অসংগতি দেখা দিয়ে অথবা আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হলে।
(৫) সংস্থার গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপধারা অবমাননা করলে।
(৬) কোন সদস্য লাইভস্টক সোসাইটিতে চাকুরী গ্রহণ করলে।

ধারা - ৬ঃ (খ) সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্যের পুনঃ সদস্য পদ লাভঃ

(১) কোন ব্যক্তির সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল করা হয় তার সদস্যপদ পুনঃ প্রাপ্তি/বহাল রাখার বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করার জন্য কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে যে কারণে সদস্য পদ বাতিল হয়েছে তা সংশোধনপূর্বক (সংশোধন যোগ্য হলে) পরবর্তীতে তা পুনরাবৃত্তি হবে না এ মর্মে অঙ্গীকার পত্রের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সদস্য পদ পুনঃ প্রাপ্তি/বহাল বলে বিবেচিত হবে।
(২) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত বা দেওলিয়া ঘোষিত হলে সেক্ষেত্রে সদস্য পদ প্রাপ্তি/ বহালের কোন অবকাশ নেই।

ধারা- ৭ঃ প্রতিষ্ঠানের শাখা সমূহঃ

(ক) শাখা অফিসঃ

বর্তমানে সংস্থার কোন শাখা অফিস নাই। তবে সংগঠনের স্বার্থে ইহার কার্যক্রম জেলার বিভিন্ন থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে (বাংলাদেশে) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শাখা অফিস খোলা যাবে।

(খ) শাখা অফিসের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধাঃ

শাখা অফিস কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে স্ব স্ব এলাকায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা দান করবে। শাখা অফিসে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত উপ-কমিটি থাকবে। উপ-কমিটিতে সদস্য সংখ্যা কার্যতঃ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দ্ধারিত করা হবে।

(গ) শাখাসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনঃ

কার্যকরী শাখাসমূহের কার্যক্রম স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, অথবা শাখা অফিস বন্ধ ঘোষণা করার পুর্ন অধিকার সংরক্ষন করে। সংগঠনের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে যে কোন সিদ্ধান্ত বা মতা প্রয়োগ করার মতাকে উপ-কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের ভোটে অনুমোদিত হলে এবং সাধারণ পরিষদের চুড়ান্ত অনুমোদনের পর যে কোন শাখা অফিস বাতিল বা বন্ধ বা স্থগিত কার্যকর হবে।

ধারা- ৮ঃ সংগঠনিক কাঠামো

এ সংস্থায় নিম্নোক্ত ৩ (তিন) ধরণের পরিষদ থাকবে

১) সাধারণ পরিষদ
২) কার্যনির্বাহী পরিষদ
৩) সম্মাননা সিলেকশান পরিষদ

(১) সাধারণ পরিষদ গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ হবে সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ, দাতা ও আজীবন সদস্যদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পরিষদ বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয় ও নির্বাহী পরিষদের সকল কার্যক্রমের অনুমোদন করবে।

(গ) সংস্থার সার্বিক উন্নতি কল্পে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) সাধারণ পরিষদ ২ (দুই) বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

(ঙ) এই পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে পারবে এবং কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে তা অনুমোদন করবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনঃ

নিম্নবর্ণিত পদসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। তবে প্রয়োজন বোধে গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এ পরিষদের সদস্য পদ বাড়ানো বা কমানো যাবে। তবে নিম্নে ১১ (এগার) এবং উর্দ্ধে ২১ (একুশ) সদস্যের মধ্যে হতে হবে।

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সৃষ্ট পদসমূহঃ

১) সভাপতি- ১ (এক) জন
২) সহ সভাপতি-৪ (চার) জন [৪ জন বিভিন্ন সেক্টর হতে যেমন-
সরকারী অফিস সমূহ (যেমন- DLS, BLRI, VTI, LTI] হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ (ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ/ অনুষদ/ বিভাগ) হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ (যেমন- ভেটেরিনারি ঔষধ, খাদ্য ও হ্যাচারী) হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ (ঔষধ কোম্পানি, এনজিও, লাইভস্টক কোম্পানি) হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন
৩) সাধারণ সম্পাদক ১ (এক) জন
৪) সহঃ সাধারণ সম্পাদক ২ (দুই) জন-
খামার মালিক সমূহ (যেমন- ডেইরি, পোল্ট্রি, ফিশারিজ) হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ (ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ/ অনুষদ/ বিভাগ) হতে নির্বাচিত ১ (এক) জন
৫) কোষাধ্যক্ষ ১ জন
৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদকঃ ১ (এক) জন।
৭) সদস্যঃ ৫ (পাঁচ) জন
সর্বমোট = ১৫ (পনের) জন

(৩) কার্য নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) কার্য নির্বাহী কমিটি/ পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করবেন।
(২) সংস্থার কাজে বেতন ভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ করবেন।
(৩) বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করবেন।
(৪) সংস্থার শাসন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।
(৫) দায়িত্ব এর প্রতি কোন সদস্য শৈথিল্যতা প্রদর্শন করলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন।
(৭) সংস্থার স্বার্থে সকল প্রকার আয়-ব্যয় এর হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৪) পদভিত্তিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

সভাপতিঃ

(ক) সভাপতি সংস্থার নির্বাহী পরিষদের প্রধান।

(খ) সভাপতি যে কোন সময়ে জরুরী/ বিশেষ সভা আহবান করতে পারবেন।

(গ) তিনি সংস্থার সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্য্য বিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

(ঘ) কোন কারণে কার্য্য নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে গেলে সকল বিভাগের দায়িত্ব গ্রহন করবেন এবং জরুরী ভিত্তিতে সাধারণ সভা আহবান করে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক (Adhoc) কমিটি গঠন পূর্বক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

(ঙ) তিনি খরচের ভাউচার সমূহ অনুমোদন করবেন।

(চ) সমান সংখ্যক ভোট হলে তিনি কাষ্টিং ভোট দিতে পারবেন।

(ছ) তিনি গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন আদেশ করতে পারবেন না।

সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ইহা ছাড়াও সভাপতির অনুরোধে এবং আদেশে বিশেষ সময়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদকঃ

(ক) সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট, বাজেট ও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

(খ) দাপ্তরিক সকল প্রকার দলিল, নথিপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংরক্ষণ ও যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(গ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শ ক্রমে সভা আহবান করবেন।

(ঘ) তিনি কর্মচারীদের পরিচালনা করবেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ বন্টন পদোন্নতি বদলী শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহন চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত- চাকুরীচ্যুত ও ছুটি সংক্রান্ত যাবতীয় অনুমতি গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন।

(ঙ) তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সাধারণ সভায় বার্ষিক রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়ের সাথে দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(চ) তিনি সকল প্রকার বিল ভাউচার অনুমোদন করবেন এবং সভাপতির প্রতি স্বাক্ষর করাইবেন।

(ছ) সংস্থার নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রনয়ণ ও নির্বাচনের তারিখ ও সময়, নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনার ভিত্তিতে তিনি তৈরী করবেন। সাধারণ সদস্যদের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর ব্যবস্থা/ মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

(জ) তিনি প্রতিষ্ঠানের নামে মামলা মোকদ্দমা হলে সভাপতির সাথে পরামর্শ ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। আইনজীবি নিয়োগ ও ওকালত নামায় স্বাক্ষর করতে পারবেন।

(ঝ) তিনি তাৎক্ষনিক ভাবে সংস্থার ব্যয় মিটানোর জন্য ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। তবে কার্য্য-নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না। এছাড়া সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ

(ক) তিনি অর্থ সংক্রান্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করবেন।

(খ) সকল প্রকার আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য ক্যাশবহি এবং অন্যান্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন এবং খরচের ভাউচারসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন।

(গ) তিনি বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা দেবেন এবং সংস্থার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলনপূর্বক সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

(ঘ) তিনি জরুরী বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

(ঙ) তিনি বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতকালীন সময়ে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য করবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সংবাদ তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা নিবেন। এছাড়া বাৎসরিক প্রকাশনা প্রকাশে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

সদস্যঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত রাখতে পারবেন। সংগঠনের কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সাধারণ সমর্থকদের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন কাজে সহযোগীতা করবেন।

ধারা-৮ঃ (৩) সম্মাননা সিলেকশান পরিষদ গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(ক) সংস্থা থেকে সম্মাননা প্রদানের জন্য আহুত আবেদনপত্র যাচাই বাছাই এর জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকার মধ্যে হতে বিশিষ্ট সমাজ সেবা: শিক্ষক, দানশীল ব্যক্তি, সরকারী/ আধা-সরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী সমন্বয়ে ৩-৫ সদস্য এবং পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহি কমিটির সকল সভাপতি মণ্ডলীর সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন বোধে গঠন করতে পারবেন।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ সংস্থার উন্নয়নমুখী প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহযোগীতা ও পরামর্শ দেবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের পরামর্শ দাতা হিসাবে কাজ করবে।

(গ) সংস্থার সদস্যের মধ্যে কোন কারণ বশতঃ মতবিরোধ দেখা দিলে বা কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে উপদেষ্টা পরিষদ তা সুষ্ঠু সমাধান ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) এ পরিষদের সদস্যদের মাসিক চাঁদা দিতে হবে না বা তাঁরা ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(ঙ) এ পরিষদের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বৎসর। (কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

(চ) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্য সম্মাননা প্রদানের কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ধারা-৯ঃ নির্বাচন পদ্ধতিঃ

(ক) প্রতি ২ (দুই) বছর পর পর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বছর গণনা করা হবে।

(গ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হবে।

উক্ত কমিটিতে নিম্নবর্ণিত পদ সমূহ সৃষ্টি করা হবেঃ

১। নির্বাচন কমিশনার	ঃ ১ (এক) জন
২। সহকারী নির্বাচন কমিশনার	ঃ ১ (এক) জন
৩। সদস্য	ঃ ১ (এক) জন
	মোট = ৩ (তিন) জন

(ঘ) নির্বাচন কমিটি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচনী তফশীল ঘোষণা করবেন।

(ঙ) নির্বাচনের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে/ মোবাইল ফোনে ভোটার বৃন্দকে অবহিত করতে হবে।

(চ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে কেবল মাত্র সে সব সদস্যরাই ভোটে অংশ গ্রহন করতে পারবে। নির্বাচনের নোমিনেশন পেপার নির্বাচন কমিটির অফিস হতে উত্তোলনপূর্বক নির্বাচনী তফশীল অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরন করে জমা দিতে হবে। নোমিনেশন পেপার যথাযথভাবে পূরন করা না হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল মাত্র নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

(ছ) উপস্থিত ভোটের ২৫% কম ভোট পেলে প্রতিদন্দ্বির জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারকারীকেই জামানতের টাকা ফেরৎ দেয়া হবে। জামানতের টাকা সংস্থার তহবিলে জমা হবে।

(জ) নির্বাচন অবশ্যই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হবে। ভোটদান শেষ হওয়ার পর পর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

(ঝ) চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকে।

(ঞ) যদি কোন সদস্য ২য় বারের মত একই পদে নির্বাচিত হন তবে তিনি তার দায়িত্ব রত সম্পদের একটি তালিকা নবনির্বাচিত কমিটির সম্পাদকের নিকট দাখিল করবেন।

(ট) প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেল ভিত্তিক অথবা এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। একটি প্যানেলের জন্য একটি মার্কা থাকবে।

(ঠ) ভোট গ্রহন বা গণনার সময় প্রতিদ্বন্দ্বি নিজে অথবা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(ড) ভোট গ্রহনে বা গণনায় কারচুপি বা অনিয়ম হলে প্রতিদ্বন্দ্বি নিজে তাৎনিক লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনারের নিকট আপত্তি জানাতে পারবেন।

(ঢ) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয় নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১০ঃ কর্মচারী নিয়োগ বিধি

সংস্থার স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সংগঠনের প্রয়োজনে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগের জন্য একটি নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং তা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে। সভাপতি নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করবেন।

ধারা-১১ঃ কার্যকরী পরিষদের শূন্যপদ পূরনঃ

(ক) পদ ত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ

মোট কার্যানিবরের অর্ধেকের বেশী সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত পদ কো-অপশনের মাধ্যমে পালন করতে পারবেন। কিন্তু কার্যকালের অর্ধেকের কম সময় পদ শূন্য হলে উক্ত পদ সাধারণের পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পালন করতে হবে।

(খ) পদ ত্যাগঃ

(১) কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সাধারণ সম্পাদকের নিকট তা দাখিল করতে হবে। পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকরী হবে।

(২) সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্য সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন যা কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকর হবে।

(গ) অনাস্থা প্রস্তাবঃ

(১) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী, অসামাজিক এবং গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করার কারণে সংস্থার ১/৩ অংশ সদস্য যে কোন সদস্য বা কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।

(২) অনাস্থা প্রস্তাব লিখিতভাবে সভাপতির নিকট দাখিল করা হলে তিনি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করবেন এবং সভার কোরাম অনুযায়ী ২-৩ অংশ সদস্যর প্রস্তাবে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকরী হবে।

(৩) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উভয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে সমস্ত কার্যকরী পরিষদ ভেঙ্গে যাবে।

ধারা-১২ঃ এ্যাডহক (Adhoc) কমিটি গঠনঃ

যে কোন কারণবশতঃ কার্যনির্বাহী পরিষদে ভেঙ্গে গেলে সাধারণ পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যর সমর্থনে ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি এ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রেরণ করা হবে এবং তা অনুমোদনের পর উক্ত কমিটি সংস্থার পরবর্তী কার্যকরী পরিষদে গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এডহক কমিটি তার দায়িত্ব নির্বাচিত কমিটিকে বুঝিয়ে দেবেন।

ধারা-১৩ঃ সভার নিয়মাবলীঃ

(ক) সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভা আহবানের নিয়মাবলীঃ

(১) সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভার আলোচ্য বিষয়, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ পূর্বক সাধারণ সম্পাদক বিজ্ঞপ্তি/ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এর বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করবেন।

(২) সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যর সমর্থনে কার্যকর হবে।

(৩) সভা নির্ধারিত সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর কোরাম পুরন (দুই/ তৃতীয়াংশ সদস্য) না হলে সভা অনুষ্ঠিত হবে না। পরবর্তী সভার জন্য নোটিশ দিতে হবে।

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

প্রতি বছরে কমপক্ষে ১ (এক) বার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তা ইংরেজী বর্ষপঞ্জী হিসেবে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) কার্যকরী পরিষদ সভাঃ

কমপক্ষে প্রতি দুই মাস পর পর কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) বিশেষ সাধারণ সভাঃ

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সাধারণ অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

১৩ (খ): সভা নোটিশের সময়ঃ

(১) সাধারণ সভাঃ

সাধারণ সভা কমপক্ষে ১৫ দিন এবং জরুরী সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহবান করা যাবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদে সভাঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন এবং জরুরী সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাবে।

(৩) মুলতবী সভাঃ

কোন কারণবশতঃ সভা মুলতবী হলে উক্ত সভার পরবর্তী সভার স্থান তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মুলতবী সভা ৩ (তিন) দিন এবং সাধারণ পরিষদের মুলতবী সভা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে কোন পরিষদের মুলতবী সভা ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে পারবে। মুলতবী সভার জন্য কোন কোরাম ও নোটিশের প্রয়োজন হবে না।

১৩ (গ): সভার কোরামঃ

(১) সাধারণ পরিষদের সভা মোট সদস্যর ২/৩ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২/৩ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(৩) জরুরী সভার ২/৩ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(৪) বিলুপ্ত সভা ৩/৫ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ধারা-১৪: (ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(১) আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলে সংস্থার অর্থ জমা রাখতে হবে।

(২) হিসাবটি সংস্থার সভাপতি/ সাঃ সম্পাদক/ ক্যাশিয়ার (পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকলে চলবে না) এর যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(৩) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৪) ব্যাংক থেকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা বেশী উত্তোলনের প্রয়োজন হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-১৪: (ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(১) আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলে সংস্থার অর্থ জমা রাখতে হবে।

(২) হিসাবটি সংস্থার সভাপতি/ সাঃ সম্পাদক/ ক্যাশিয়ার (পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকলে চলবে না) এর যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
(৩) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।
(৪) ব্যাংক থেকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা বেশী উত্তোলনের প্রয়োজন হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।
(৫) অনুমোদন ব্যতিরেকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে। তবে উত্তোলনের পর পরই উক্ত উত্তোলিত অর্থ উত্তোলনের অনুমোদন এবং খরচের অনুমোদন নিতে হবে।
(৬) বাৎসরিক সাধারণ সভায় বৎসরের সকল খরচের অনুমোদন নিতে হবে।
(৭) ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ শে ডিসেম্বর আর্থিক বৎসর গণনা করা হবে।
(৮) বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হবে।

(খ) আয়ের উৎসঃ
(১) জনগণের দান ও সাহায্য।
(২) সদস্য চাঁদা ও ভর্তি ফি।
(৩) সরকারী বেসরকারী অনুদান।
(৪) দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান।
(৫) আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নীকারী বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাপ্ত অনুদান।

(গ) ব্যয়ের খাতঃ
(১) সংস্থার সর্বপ্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড।
(২) সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা প্রদান ও অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
(৩) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাতে, দক্ষতা, উন্নয়ন।
(৪) সংস্থা পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ নির্বাহ।
(৫) সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য স্বল্প মেয়াদে বিনা সুদে আর্থিক সাহায্য।

ধারা-১৫ঃ তলবী সভা :
সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্দিষ্ট সময়ের পর দীর্ঘ সময় ধরে যদি সভা আহবান না করেন তা হলে ২-৩ অংশ সাধারণ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট সভা আহবানের জন্য অনুরোধ জানাবেন। তিনি যদি ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহবান না করেন তা হলে একইভাবে সভাপতির নিকট অনুরোধ জানাবেন। তিনি যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হন তাহলে সদস্যরা নিজেরাই সভা আহবান করতে পারবেন। এবং মোট সদস্যের ২/৩ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত করতে পারবেন। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত বলে কার্যকরী হবে।

ধারা-১৬ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতিঃ
গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে হলে উক্ত অনুচ্ছেদের প্রস্তাবলী প্রথমে সংস্থায় পেশ করতে হবে এবং যথা নিয়মে সাধারণ পরিষদের ২-৩ অংশ সদস্যর অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৭ঃ বিলুপ্তঃ
যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংস্থার মোট সদস্যর ৩/৫ অংশ সদস্য যদি সংস্থার বিলুপ্তি চান, তবে যথা নিয়মে নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ অন্য কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যাবে। অন্যথায় নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
১ (এক) হতে ১৭ (সতের) ধারা এই গঠনতন্ত্রটি ৪র্থ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

ধারা-১৪: (ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

(১) আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলে সংস্থার অর্থ জমা রাখতে হবে।

(২) হিসাবটি সংস্থার সভাপতি/ সাঃ সম্পাদক/ ক্যাশিয়ার (পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকলে চলবে না) এর যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(৩) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৪) ব্যাংক থেকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা বেশী উত্তোলনের প্রয়োজন হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

(৫) অনুমোদন ব্যতিরেকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে। তবে উত্তোলনের পর পরই উক্ত উত্তোলিত অর্থ উত্তোলনের অনুমোদন এবং খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

(৬) বাৎসরিক সাধারণ সভায় বৎসরের সকল খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

(৭) ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ শে ডিসেম্বর আর্থিক বৎসর গণনা করা হবে।

(৮) বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হবে।

(খ) আয়ের উৎস:

(১) জনগণের দান ও সাহায্য।

(২) সদস্য চাঁদা ও ভর্তি ফি।

(৩) সরকারী বেসরকারী অনুদান।

(৪) দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান।

(৫) আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাপ্ত অনুদান।

(গ) ব্যয়ের খাত:

(১) সংস্থার সর্বপ্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড।

(২) সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মাননা প্রদান ও অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

(৩) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাতে, দক্ষতা, উন্নয়ন।

(৪) সংস্থা পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ নির্বাহ।

(৫) সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য স্বল্প মেয়াদে বিনা সুদে আর্থিক সাহায্য।

ধারা-১৫: তলবী সভা।

সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্দিষ্ট সময়ের পর দীর্ঘ সময় ধরে যদি সভা আহবান না করেন তা হলে ২-৩ অংশ সাধারণ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট সভা আহবানের জন্য অনুরোধ জানাবেন। তিনি যদি ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহবান না করেন তা হলে একইভাবে সভাপতির নিকট অনুরোধ জানাবেন। তিনি যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হন তাহলে সদস্যরা নিজেরাই সভা আহবান করতে পারবেন। এবং মোট সদস্যের ২/৩ অংশ সদস্যর উপস্থিতিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত করতে পারবেন। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চুড়ান্ত বলে কার্যকরী হবে।

ধারা-১৬: গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি:

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে হলে উক্ত অনুচ্ছেদের প্রস্তাবলী প্রথমে সংস্থায় পেশ করতে হবে এবং যথা নিয়মে সাধারণ পরিষদের ২-৩ অংশ সদস্যর অনুমোদনের পর চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৭: বিলুপ্ত:

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংস্থার মোট সদস্যর ৩/৫ অংশ সদস্য যদি সংস্থার বিলুপ্তি চান, তবে যথা নিয়মে নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ অন্য কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যাবে। অন্যথায় নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

১ (এক) হতে ১৭ (সতের) ধারা এই গঠনতন্ত্রটি ৪র্থ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি ২০১২-২০১৪ কমিটির অধীনে

১ম "লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশান এন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স" ২০১২

বিভিন্ন উপ-কমিটি ও তার সদস্যবৃন্দ

১. অর্থ, বাজেট এবং বিজ্ঞাপন উপ-কমিটিঃ

আহ্বায়ক-	মো. এনামুল হক, উদয় পোল্ট্রি, রাজশাহী।
সহ আহ্বায়ক-	মো. মাসুদুল হক মিলু, আদর্শ পোল্ট্রি, রাজশাহী।
	ড. আক্তার উজ-জামান, প্রফেসর চট্টগ্রাম ভেটেনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২. সদস্য	ডা. ইমরান হোসেন খান, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।
	ড. মো. বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশন।
	মোনতাসির রহমান, উপদেষ্টা, ডেইরী এসোসিয়েশন, রাজশাহী

৩. প্রকাশনা উপ- কমিটিঃ

আহ্বায়ক-	কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম মিয়া, সাবেক জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী।
সহ-আহ্বায়ক-	ইনাম আহমেদ সরকার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, রাজশাহী।
	ডা. মো. আব্দুল করিম, ইউএলও, বাঘা, রাজশাহী।
সদস্য -	ডা. মো. সফিকুর রহমান, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওগাঁ।
	এডভোকেট- মো. মীর সফিকুল ইসলাম মিলন, লক্ষীপুর, (বাকির মোড়) রাজশাহী।
	মোসা. সুফিয়া হাসান, ভাইস চেয়ারম্যান, পবা উপজেলা, রাজশাহী।
	মো. আলমগীর হোসেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
	ডা. মো. রাকিবুল হাসান, এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সাইন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
	মো. ফাহিম ইবনে হোসেন, আলফা পশুপুষ্টি, রাজশাহী।
	মো. জাকির হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৪. আতিথেয়তা উপ- কমিটিঃ

আহ্বায়ক-	ডা. মো. আব্দুল মান্নান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, রাজাবাড়ী হাট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।
সহ-আহ্বায়ক-	মো. মসিউর রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, রাজাবাড়ী হাট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।
	মোসা. সেলিনা বেগম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার্কার, রাজশাহী।
সদস্য-	মো. হাফিজুর রহমান, কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
	মাসুদ রানা বাবু, জয় ভেটেরিনারী স্টোর, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
	মোঃ শফিকুল ইসলাম (স্বপন) পোল্ট্রি খামারী, নিমতলা পবা, রাজশাহী।

৫. সাংস্কৃতিক উপ-কমিটিঃ

আহ্বায়ক-	ড. সৈয়দ সরওয়ার জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
সহ-আহ্বায়ক-	ড. সাবরিনা আলাম, লেখক ও গবেষক, রাজশাহী।
	মো. কামরুজ্জামান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর।
সদস্য	মোসা. সেলিনা বেগম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার্কার, রাজশাহী।
	মো. হাবিবুর রহমান, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, একমি, রাজশাহী।
	মোসা. মৌসুমী, ডেইরি খামারী, রাজশাহী।

৬. সাজসজ্জা উপ-কমিটিঃ

আহ্বায়ক-	ড. মোহিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
সহ-আহ্বায়ক-	ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাটোর।
	ডা. মো. সাইফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
সদস্য-	ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
	ডা. মো. রিয়াজুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
	মো. আব্দুল খালেক, VFA নাটোর।

৭. রেজিস্ট্রেশন ও তথ্য উপ-কমিটিঃ

আহ্বায়ক	প্রফেসর ড. মো. হারুন-উর-রশিদ, প্রক্টর, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
সহ-আহ্বায়ক	ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নাটোর।
	ডা. সফিকুর রহমান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওগাঁ।
সদস্য	ডা. কবির উদ্দিন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
	ডা. শায়লা শারমিন, রাজশাহী।

ডা. জাফর ইকবাল, সচেতন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ডা. মো. রিয়াজুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. রিসিপশান ও অনুষ্ঠান সমন্বয় উপ-কমিটি:

আহ্বায়ক- কৃষিবিদ মো. শাহ্ জামাল, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী।
সহ-আহ্বায়ক- ড. শাহ্ মো. আব্দুর রউফ, চেয়ারম্যান এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. মাসুদুল হক মিলু, আদর্শ পোল্ট্রি, রাজশাহী।
সদস্য- ড. মো. মীজানুর রহমান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী।
মো. নজরুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, একমি, রাজশাহী।

৯. মেলা আয়োজন ও দোকান ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি:

আহ্বায়ক- ডাঃ মো. গিয়াস উদ্দিন, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, FMD & PPR, LRI.
সহ-আহ্বায়ক- ড. জুলফিকার মো. আক্তার হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী।
ডা. আহম্মেদ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সূত্রাপুর, ঢাকা।
সদস্য- মো. জাকির হোসেন ইন্টারভেক, বাংলাদেশ।
ডা. সফিকুল ইসলাম মন্টু, RIC কোয়ালিটি ফিড লিমিটেড।
ডা. আহমেদুর রহমান রানা, গার্ডিয়ান হেলথ কেয়ার, ঢাকা।
ডা. মো. সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থাপনা কমিটি:

আহ্বায়ক- প্রফেসর ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মেডিসিন বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
সহ-আহ্বায়ক- ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডা. মো. আব্দুল মাসুম, প্রভাষক, শেরে-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সদস্য- ডা. মো. ইমতিয়াজ আলম, প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডা. মো. তৌফিক আনাম আজাদ, প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
স্বেচ্ছাসেবী - মো. জাকির হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মোসা. সোনিয়া আক্তার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. ফেরদৌস রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (তুর্য প্রেমিক)।
মো. সাইফুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. শাহরিয়ার পারভেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. জামাল উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মোসা. তাসলিমা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. জুবের আলম, আলফা পশু-পুষ্টি, রাজশাহী।
মোসা. আখীয়া খাতুন, রাজশাহী।

১১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপ- কমিটি:

আহ্বায়ক ডা. মো. রাকিবুজ্জামান চৌধুরী, সৈকত, মেডিক্যাল অফিসার, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।
সহ-আহ্বায়ক ডা. রোকেয়া সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডা. মো. ফরহাদ হোসেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
সদস্য- ডা. মো. ফয়সাল জামান, ডায়াবেটিস এসোসিয়েশান হাসপাতাল, রাজশাহী।
ডা. ইসরাত জেরিন মনি, প্রভাষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডা. মাফরুজা সুলতানা লিনা, IBSCS রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডা. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর গুহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি :

আহ্বায়ক মো. আলমগীর হোসেন সরকার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সহ-আহ্বায়ক মো. ইমতিয়াজ হোসেন, মিঠু, প্রভাষক, এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সাইন্স বিভাগ,
রা.বি.
সদস্য ডা. মো. মাহাবুর রহমান, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, চর লাইভলি হুড প্রজেক্ট
ডা. মাফরুজা সুলতানা লিনা, ফেলো, IBSCS রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটির
১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড এ্যানুয়াল কনফারেন্স
সফলভাবে সম্পন্ন করতে

একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড

এবং

কনসালটেন্ট গ্রুপ সহ

সকল বিজ্ঞাপন দাতা প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটিকে
চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে
স্মৃতির মুকুটে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

সার্বিক সহযোগিতা ও স্মরণিকা প্রকাশের জন্য রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন
ইনাম আহমেদ সরকার, মো. জাকির হোসেন, ফাহিম, সৈয়দ শফীক, মুন্নী, মনা,
রিয়াজুল, রাকিব, অনি, সাইফুল, তাসলিমা, তূর্য, তানজিলা, কুদ্দুস, চন্দন, বুলবুল,
এ্যাড. মিলন তাদের সবাইকে
লাইভস্টক সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

নতুন বীমা স্কীম

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দু'টি নতুন বীমা স্কীম চালু করেছে

১. মারাত্মক ব্যাধি বীমা (Dread Disease Insurance)
২. বিদেশে অবস্থানকালীন চিকিৎসা ব্যয় বীমা (Overseas Mediclamim Insurance)

নতুন প্রবর্তিত বীমা স্কীম এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো

১. মারাত্মক ব্যাধি বীমা :
- বীমা গ্রহীতা নিম্নলিখিত মারাত্মক ব্যাধি নির্ণয়ের পর সম্পূর্ণ বীমাংক পাবেন
  * হার্ট * দেহযন্ত্র প্রতিস্থাপন (কিডনী, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয় অথবা হাড়) * স্ট্রোক * ক্যান্সার
  * বহুমুখী সিরোসিস (Sclerosis) * কিডনী অকেজো
- ১৮ থেকে ৬৫ বৎসর বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক এই বীমা পলিসি গ্রহণ করতে পারবে
- পলিসি গ্রহণের জন্য কোন মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় না

২. বৈদেশিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বীমা :
- যে সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিক ব্যবসায়িক কাজে, অবকাশ যাপন, এবং শিক্ষার জন্যে বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁরাই এই পলিসি গ্রহণ করতে পারবেন
- বৈদেশিক মুদ্রায় চিকিৎসকের ফি সহ চিকিৎসা ব্যয়, হাসপাতাল ব্যয়, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর ব্যয় বিমানযোগে মৃতব্যক্তির লাশ আনয়ন ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধযোগ্য

বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রধান কার্যালয়ের দায়গ্রহণ বিভাগে (ফোন : ৯৫৫১২৪৯) যোগাযোগ করুন
রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

KAZI AGRO LTD.

Kazi Abu Sayed
Managing Director

Head Office: House: 61 (4th Floor), Road: 1, Block: A, Basundhara R/A, Dhaka-1229.
Tel: +88-02-8419662 **Cell: 01711596276**
E-mail: sayed@kaziagro.com Skype: kazi.sayed14 Web: www.kaziagro.com

Registered Office: Sheba House (7th Floor),
Plot: 34, Road: 46, Gulshan North C/A, Gulshan-2, Dhaka-1212.

Techno Drugs Ltd.

Md. Nizam Uddin
Regional Sales Manager

Local Office :
265/2, Upashahar, Infront of "Citycell" Office, Rajshahi
Mobile : 01937-993243

HEAD OFFICE
House # 111, Road # 08 Block # C, Banani, Dhaka-1213
Phone : 0088-02-9881083 E-Mail : techno_drugs@hotmail.com

সলিড ফিডের ফর্মুলেশন
কমবে খরচ বাড়বে উৎপাদন

SOLID®

প্রধান কার্য্যালয় : বাড়ী# ২৭, বক# বি, ওয়ার্ড# ১, লিখিরচালা, চান্দনা চৌরাস্তা,গাজীপুর-১৭০২ ।
মোবাইলঃ ০১৭৫৫৫০৪১১৪

ফ্যাক্টরী : কুয়ারচালা, বারেক মার্কেট মোড়, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।
মোবাইল : ০১৭৫৫৫০৪১১১

উদয় হ্যাচারি
উদয় পোল্ট্রি ফার্ম
উদয় ট্রেডার্স
উদয় এগ্রো বিজনেস

মো. রেজওয়ানুল হাসান লিটু, পরিচালক, হিসাব
মো. এনামুল হক, পরিচালক (প্রশাসন)

হ্যাচারী : সাইরপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী-৬০০০। ফোন ৮১২২৩৭
অফিস : নতুন বিলসিমলা, মেডিকেল বন্ধগেট, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭১২৪৮, মোবাইল : ০৬৪৪৭২২০১১৩৩, ০১৭১১-০০০২০০

আদর্শ পোল্ট্রি ফিড

মো. মাসুদুল হক নিলু
গ্রেটার রোড, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৪৪৭৪৭২৫

ডায়মন্ড ডেইরী

মো. জুবের আলী

বোসপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৪৪৭৪৭২৫

স্বাগতম নস্কার
প্রোপ্রাইটার

স্বাগতম
অফসেট প্রসেস এন্ড প্রিন্টিং
৪৫ নং হকার্স মার্কেট, নিউমার্কেট, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭১২০৭৭২১১, ০১৯৮১০০৪২৪৬
০১৭১১২০৮০১০, ফোন: ০৭২১-৭৭১৩৪২, ৭৭৬০১৫
E-mail: arunkumer2009@gmail.com

বিমূর্ত

কালচারাল একাডেমি
ডান্স, ফ্যাশন ও এ্যারোবিক এক্সাসাইজ

আপনার স্মরণিয় দিনগুলি আনন্দময় করে তুলতে আমরা আছি আপনার পাশে

সুলতানাবাদ, (নিউমার্কেট ইসলামী ব্যাংকের পিছনে), রাজশাহী
আলাপ : ০১৯১৯:১০০৯৫৫, ই-মেইল:bimurto.dnf@gmail.com

এ্যালবাম

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে বিএলএস এর ২য় সাধারণ সভা

বিএলএস-এর উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড র‍্যাবিস ডে ২০১২ র‍্যালি

বিএলএস এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি

বিএলএস কর্তৃক বিনামূল্যে মুরগীর বাচ্চা বিতরণ

বিএলএস এর নির্বাচিত কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ

ওয়ার্ল্ড র‍্যাবিস ডে ২০১২ উপলক্ষে সেমিনার

বিএলএস কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর একাংশ

বিএলএস এর এডহক কমিটি

গরু মোটা তাজা করণ
Quality Products & Services are Our Key Tools
অল্প সময়ে অধিক লাভ
An-Worm® Bolus
Hyvit-DB Powder
Hemorex® Bolus
Apitazyme Powder
CALPLUS Oral
Al-Madina Pharmaceuticals Ltd.

ভাইটা - ডিবি
VITA-DB
একটি আদর্শ জীবাণুনাশক
URIT
(Urease enzyme inhibitor)
ইউরিট
ক্যাল+ Cal
সেঞ্চুরী এগ্রো লিমিটেড

Ceftron-Vet 1® Injection
Ceftriaxone 1 gm/vial
Ceftron-Vet 2® Injection
Ceftriaxone 2 gm/vial
• Potent bactericidal activity against a wide range of gram-positive & gram-negative organisms, aerobic or anaerobic pathogens and pseudomonas spp.
• Rapid diffusion and high tissue penetration index, High sustained bactericidal concentration
• Longest half life (6-9 hours) among the currently available third generation of cephalosporins, single dose covers entire risk period, Persistent bactericidal tissue concentration for 24 hours
SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
AGROVET DIVISION
SQUARE

Nahar Agro Group
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয়
উৎপাদন করছে

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি আয়োজিত ১ম লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এন্ড এ্যানুয়াল কনফারেন্স ২০১২
সফল হোক

BASIC Bank Limited
Serving people for progress
A STATE OWNED SCHEDULED BANK

জলাশয়ে করি হাঁস চাষ ডিম খায় বারো মাস।

সাপ্তাহিক
কৃষি ও আমিষ
কৃষি, মৎস্য, পোলট্রি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দেশের একমাত্র সাপ্তাহিকী
প্রধান কার্যালয় ঃ জামান কটেজ ঘাসিপাড়া, দিনাজপুর।
সাপ্তাহিক কৃষি ও আমিষ পড়ুন
এবং বিজ্ঞাপন দিন
ফোন ঃ ৮৮-০৫৩১-৬৪৯৮২
e-mail : krishiamish@yahoo.com
www.krishiamish.com

গবাদী প্রাণির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গপখল
জলীয় উপাদান ০৮.৫০ ভাগ
খনিজ লবণ ১৫.৩০ ভাগ
ফসফরাস ০.৮০ ভাগ
ক্রুড প্রোটিন ২.২৮ ভাগ
ক্যালসিয়াম ৭.৮৯ ভাগ
সরবরাহ :
১০০ গ্রাম
২০০ গ্রাম
৫০০ গ্রাম
১০০০গ্রাম
সাবধানতা :
মুখে ঢেলে খাওয়াবেন না।
স্বাভাবিক খাবারের সাথে মিশিয়ে খেতে দিন।
মেসার্স আলফা পশু-পুষ্টি
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

গরু মোটাতাজাকরণ
কিটোফ্লাম
এপিটাইজার
Opsonin Pharma
Further information is available from:
Opsonin Pharma Limited
Agrovet Division
Opsonin Building, 30 New Eskaton, Dhaka 1000
Visit our website: www.opsonin.com
AV

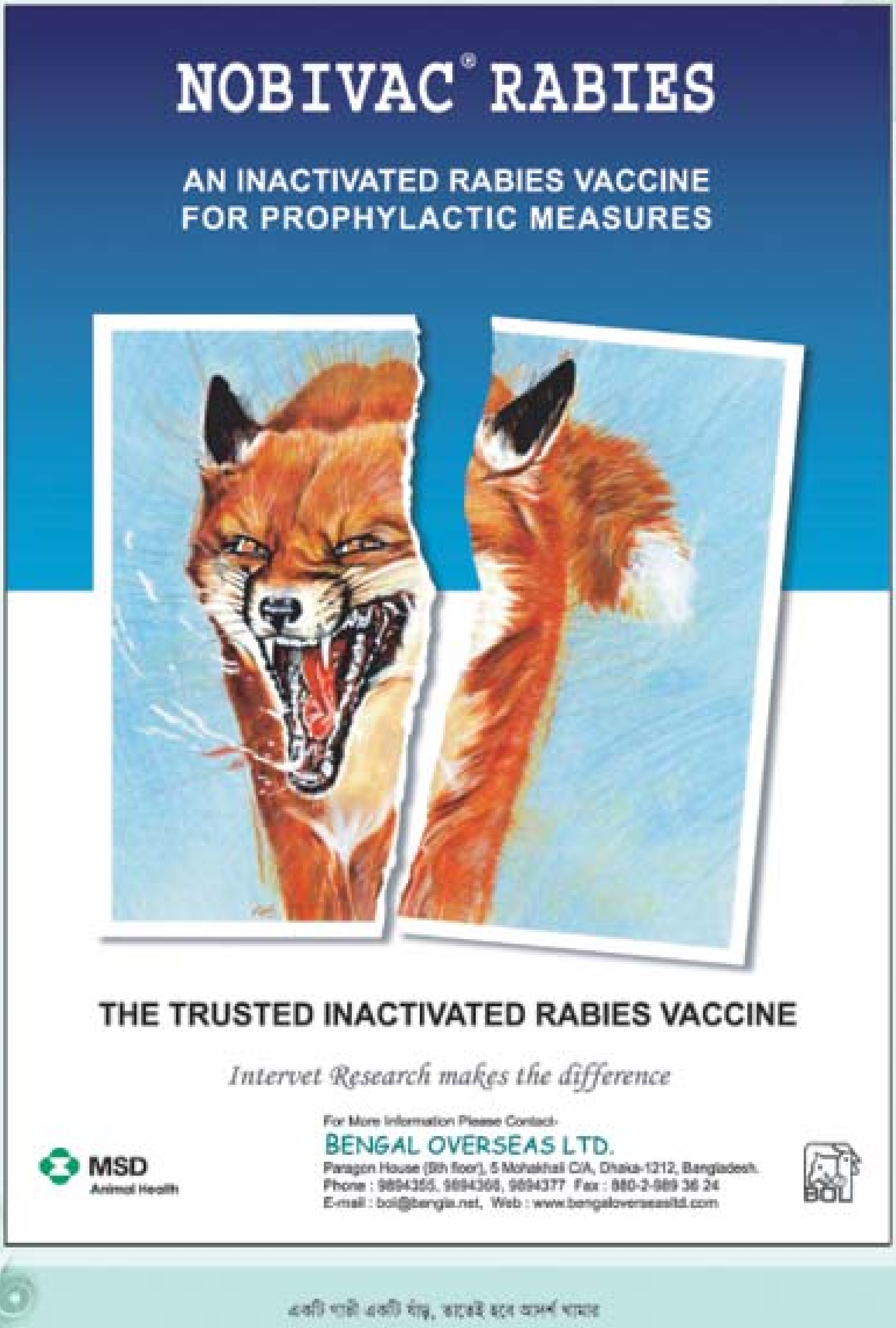
NOBIVAC® RABIES
AN INACTIVATED RABIES VACCINE
FOR PROPHYLACTIC MEASURES
THE TRUSTED INACTIVATED RABIES VACCINE
Intervet Research makes the difference
MSD
Animal Health
For More Information Please Contact-
BENGAL OVERSEAS LTD.
Paragon House (8th floor), 5 Mohakhali C/A, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone : 9894355, 9894366, 9894377 Fax : 880-2-989 36 24
E-mail : bol@bengla.net, Web : www.bengaloverseasltd.com
BOL

কৃমিমুক্ত পশু মানেই সুস্থ-সবল পশু
এনডেক্স®
কলিজা কৃমি আর গোল কৃমি
দুই কৃমির বংশ
এনডেক্স-এ ধ্বংস ...
NOVARTIS
ANIMAL HEALTH